শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

বিষ্ণু ৪৩৫।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

বিষ্ণু ৪৩৫।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত।

বার্ষিক ভিক্ষা ১।।০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

গ্রাহকগণের প্রতি।

শ্রীপত্রিকার ত্রয়োবিংশ বর্ষ সমাপ্ত হইয়াছে। গ্রাহক মহোদয়গণ বর্ষের প্রথম হইতে দ্বাদশ সংখ্যা পর্য্যন্ত মিলাইয়া রাখিবেন। যদি কেহ কোন সংখ্যা ডাকের গোলযোগে না পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার নিকট জানাইলে এক্ষণে চতুর্বিংশ খণ্ড ১ম সংখ্যার সহিত উহা প্রেরিত হইতে পারে। বর্ত্তমান. বর্ষের ১ম :সংখ্যা ভি পি ডাকযোগে সকলের নিকট প্রেরিত হইল। তাঁহারা কৃপা করিয়া শ্রীপত্রিকার বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১৸০ দিয়া ভি, পি গ্রহণ করিবেন।

নিবেদন।

সকলেই অবগত আছেন, ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীপাটাদি তীর্থ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। এই অভাব-মোচন-কল্পে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদনাধীনে 'মঞ্জুষা' আখ্যায় একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষ গ্রন্থ সঙ্কলনের বিপুল আয়োজন হইতেছে। কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই সুমহৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব। তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই নিকট এই বিরাট্ অনুষ্ঠানে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী সর্ব্ববিধ সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। সম্প্রতি মঞ্জুষা-সমাহৃতির খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (ভক্তিশাস্ত্রী, এম্,এ, বি, এল,)
অধ্যক্ষ, শ্রীসজ্জন তোষণী ও শ্রীমঞ্জুষা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৪ বর্ষ } বিষ্ণু। ৪৩৫ { ১ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

নব বর্ষ।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গবাসীর সৌভাগ্যক্রমে সজ্জন তোষণী প্রপঞ্চে প্রকটিতা হইয়াছিলেন। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবজগতে ঘোর দুরবস্থা। স্বরূপ-বিভ্রান্ত ব্রহ্মাণ্ড-কূপ-নিপতিত বঙ্গবাসী তখন অন্যাভিলাষ কর্ম্ম ও জ্ঞানের পূতিগন্ধময় পঙ্কিল আবর্জ্জনা রাশিকে পরমোপাদেয় জ্ঞানে বিষয় কোলাহলের বিকট উল্লাসে স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া স্ব স্ব মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছিল এমন

দেবীধামের অতীতরাজ্যে বিরজার অপর পারের সেই বৈকুণ্ঠরাজ্যের, সেই নিত্য স্বদেশের অমৃতপূরিত সন্দেশ লইয়া বিষ্ণুভোগ্য বিবিধ সুচারু প্রবন্ধ-কুসুম হস্তে সুশোভিতা হইয়া আবির্ভূতা হইলেন। সদ্য প্রকটিতা সজ্জন তোষণীর সেই মঞ্জু মন্দার-কুসুমের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, সেই অমৃতনিঃস্যন্দিনী বাণী শ্রবণ করিয়া, সেই কীর্ত্তনারাত্রি ধ্বনি শ্রবণ করিয়া কোন কোন সুকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি তোষণীর অহৈতুকী কৃপা রজ্জু অবলম্বনে গভীর বিষয়-কূপ হইতে উত্থিত হইয়া তোষণীর অনুগমন করিয়া পরম শান্তিলাভ করিয়া কৃষ্ণনিষ্ঠ হইল,—চরম কল্যাণলাভ করিল। কোন কোন দুর্ভাগ্য-জন সেই তোষণীর কৃপাশীষ বরণ না করিয়া প্রাকৃত পঙ্কিল ভব অন্ধ-কূপে পতিত হইয়া বিড্‌বরাহের মত তাহাকে আরামদায়ক ভাবিয়া কৃষ্ণবৈমুখ্যরূপ দ্বিতীয়াভিনিবেশের গাঢ়তা বশতঃ চরম কল্যাণের পথ হইতে দূরদূরান্তরে নীত হইল। প্রকটকালাবধি এই সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বর্ষ যাবত সজ্জন তোষণী মাসে মাসে লোকের শ্রবণ দ্বারে নিত্য কল্যাণের বাণী শুনাইয়া আসিতেছেন। নিত্য-সেব্য কৃষ্ণ-কথা ভুলিয়া নিত্য-ধর্ম্ম কৃষ্ণ-সেবার কথা ভুলিয়া, বৈকুণ্ঠের কথা ভুলিয়া, আপনাকে নিত্য কৃষ্ণসেবক না জানিয়া জীব ত্রিগুণময়ী মরণ-ফাঁসি গলায় পরেন। বিশ্ববৈষ্ণবরাজানুচরী পরদুঃখকাতরা তোষণী সঙ্কীর্ত্তনই কৃষ্ণের প্রকৃষ্ট সেবা জানিয়া বর্দ্ধিতোৎসাহে প্রবলবেগে স্বীয় প্রাণনাথের অশোকঅভয়অমৃতময়ী কথা নানারাগে নানাছন্দে গাহিয়া কৃষ্ণবিমুখ মানবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। তোষণী মোহাচ্ছন্ন মানবের

পূতিগন্ধময় অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম, ও জ্ঞান-কর্দ্দমাক্ত কলেবর,—সুলভ অথচ সুদুর্লভ নরতনু লাভ করিয়া কৃষ্ণসেবা বিমুখ দর্শনে গোপনে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন আর গভীর স্নেহে অবিরাম কৃষ্ণ কথার অমৃতবারিসিঞ্চনে মানবের কর্দ্দমরাশির গাঢ় প্রলেপ বিধৌত করিয়া সুস্থ করেন। মানব তখন অন্যাভিলাষ-কর্ম্মজ্ঞান-কর্দ্দম-বিধৌত কলেবরে স্বস্থ,—স্বরূপস্থ হইয়া শুদ্ধ পবিত্র নিত্য চিন্ময় কলেবরে,—স্বীয় নিত্য আবাস মহাবৈকুণ্ঠে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নিত্য অপ্রাকৃত প্রেম-সেবায় রত থাকেন। একমাত্র সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ কৃষ্ণই স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তিবলে স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব এবং প্রধান এই চতুর্বিধরূপে অবস্থিত। মায়া-ব্যবধান রহিত শুদ্ধ জড় নিরপেক্ষ আত্মদর্শনে, প্রত্যক্ পন্থার অন্তর্দৃষ্টিতে জীব আপনাকে শুদ্ধ কৃষ্ণদাস জ্ঞানে আশ্রয়ভেদ জানেন। যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণসম্বন্ধি অতএব নিত্য বিষয়জাতীয় সেবা বা নিত্য আশ্রয়জাতীয় সেব্য জ্ঞানে নিরন্তর তৎসঙ্গ করেন। তাহা কোনপ্রকার হেয়তা মিশ্রণ-দুষ্ট নহে। সুতরাং দেহাত্মবুদ্ধিপ্রসূত বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন দ্বিতীয় বস্তুরই প্রতীতি নাই। ইহাই দিব্য সম্বন্ধ জ্ঞান—শুদ্ধ অপরোক্ষানুভূতি। এই সম্বন্ধজ্ঞান যত প্রকাশিত হয়, ততই কৃষ্ণচন্দ্রে বা তৎসম্বন্ধি বস্তুতে অনুরাগ, আপন বলিয়া হৃদয়ে শুদ্ধ মমতা উদিত হয়। ইহাই জীবের চরম কল্যাণ।

বিষয় কথার খাদ না মিশাইয়া খাঁটী হরিকথা কীর্ত্তনে একমাত্র **সজ্জন তোষণী**ই ব্যাপৃতা; অনেকে স্বস্ব বিষয়ানুশীলন বা ইন্দ্রিয় তর্পণের অনুমোদন এবং প্রশ্রয় না থাকায় তোষণীর

সেবা ছাড়িয়া চরমকল্যাণ হইতে বঞ্চিত হন মাত্র। তাহাতেও তোষণী বিশেষ ক্ষুব্ধ নহেন কারণ তোষণী জানেন, "কুটঠা জগৎ ভুলাই।" অকল্যাণের কথা—হিংসার কথা তোষণী জানেন না, কাজেই তিনি যাহা কীর্ত্তন করেন, তাহাতে কুহকসুলভ কপটতা াই,—দ্বিধা বা সঙ্কোচ নাই, বা ইন্দ্রিয় রসায়ন নাই, আছে কেবল দ্ধ কৃষ্ণভক্তির কথা, আছে কৈতববিধ্বংসিনী, নিত্যনংশ্রেয়ঃসাধিনী, চরম কল্যাণ-দায়িনী হরি কথা মাত্র।

বিগত বর্ষে আমরা কয়েকটী শুদ্ধ-ভক্তির অনুষ্ঠান ও কতকগুলি মিছা ভক্তির ক্রিয়া লক্ষ্য করি। শ্রী বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার উদ্যোগে কলিকাতা শ্রীআসনে সমগ্র ভদ্রমাস-ব্যাপী শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণব-প্রকট-মহোৎসবে বহু জীব ভগবৎ-প্রসাদ-সেবা জনিত সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রদীপ তীর্থের ঢাকা সহরে শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন-ফলে অনেকেই অপ্রাকৃত শুদ্ধ ভক্তি ও প্রাকৃত বিদ্ধা ভক্তির পার্থক্য উপলব্ধি করিয়াছেন। পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত হরিবিনোদ দাস অধিকারী মহোদয় দ্বয়ের অদম্য যত্ন ও উৎসাহ ফলে কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তিগণ "সাধনপথ" ও "আচার ও আচার্য্য"এর সন্ধান লাভ করিলেন। তৃতীয়তঃ কাশিমবাজারের বদান্য বিদ্যোৎসাহী বৈষ্ণব মহারাজের অর্থ সাহায্যে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার যত্নে "মঞ্জুষা" নামে একখানা সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষ সঙ্কলিত হইতেছেন। চতুর্থতঃ শ্রীমায়াপুরচন্দ্রের দৈনন্দিন সেবার উন্নতিতে প্রত্যেক শুদ্ধ ভক্ত বিশেষ আনন্দিত।

শ্রীমায়াপুরচন্দ্র, আনুকূল্যকারিগণের বুদ্ধি অপ্রাকৃত হরি-সম্বন্ধি-বস্তুর সেবায় প্রেরণ করুণ,—এই প্রার্থনা। তারপর আর একটী বৈষ্ণব জগতে বিশেষ উল্লেখযোগ ঘটনা,—বিগত শ্রীনবদ্বীপ পরিক্রমা। বাল-বৃদ্ধ-যুবক-নরনারী নির্ব্বিশেষে শত শত ব্যক্তি বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া ধাম-রজে গড়াগড়ি দিয়া, ভক্ত পদধূলি মাথায় গাত্রে বক্ষে লইয়া জন্ম সার্থক করিয়াছিলেন। এই ত গেল শুদ্ধ- ভক্তের শুদ্ধভক্ত্যনুষ্ঠান। অন্যদিকে ধাম বিদ্বেষী সম্প্রদায়ের জ্ঞানতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নিতান্ত ভিত্তিহীন প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শুধু গলাবাজির জোরে গৌরধাম আবিষ্কার চেষ্টা নিতান্তই হাস্যাস্পদ। গভীর বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় এই যে, শুনিতে পাই তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ এই ভঙ্গুর সৌধ-নির্ম্মাণের আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া তাহা সুদৃঢ় বলিয়া বিশ্বাস করেন।

দ্বিতীয়তঃ অবৈধ যোষিৎসঙ্গীর দল। ইহারা ভক্ত সজ্জায় ধর্ম্মধ্বজী, বিড়ালব্রতী। ইহারা বৈধ উপায়ে গার্হস্থ্যধর্ম্মাচরণ করিলে ভণ্ডামি অপরাধও হয় না, বিধিলঙ্ঘন-রূপ পাপও উপস্থিত হয় না জানিয়াও নরকের পথে দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। এমন যে অপারকরুণা বারিধি মহাপ্রভু, তিনিও পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, "শিশ্নোদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়।"

এই সব মিছাভক্ত মহাসমারোহে বিপুল মদন-যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিল। বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর কৃপা হইলে এই সব গৃহব্রতের মদন-দক্ষ-যজ্ঞ ধ্বংস হইবে, নতুবা নহে। কারণ,—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থোপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

এই সব কপট ভণ্ডের হস্তে বহু কোমল-শ্রদ্ধ লোকের দুর্দ্দশা দর্শনে তোষণী বজ্র-কঠোর-বাক্যে পাষণ্ডদের হৃদয়ে ভীতিসঞ্চার করিয়া শ্রদ্ধালু জনের দুঃসঙ্গ জনিত হৃদয়ের অভদ্র গ্রন্থিনিচয় সমূলে ছেদন করেন। কিন্তু এই কঠোর বাক্যের অন্তরালে তাঁহার সেই চির-সুলভ করুণাময়-কল্যাণ-কামনার-মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহমানা। এই শুদ্ধ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়াই তোষণী নিত্যকাল হরিজনগণের আনন্দ দায়িনী। এই কল্মষ ধ্বংস করিয়া,—কণ্টকরাজি উন্মূলিত করিয়া ভক্তিমার্গে কুসুম আস্তীর্ণ করিয়া দেওয়াই তোষণীর নিত্যব্রত। তোষণীতে জীবের অশেষ ক্লেশনিরাসের কথা আছে, তাই তোষণী অশেষক্লেশবিশ্লেষী। পরেশ শ্রীগৌরসুন্দরের আবেশের অর্থাৎ গৌরানুরাগ কি উপায়ে—কিরূপে সাধিত হয় তাহার কথা আছে, এই জন্য তোষণী পরেশাবেশ সাধিনী। পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা আছে, এই জন্য তোষণী পরাপত্রী। এখন তোষণী নিত্যকাল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিয়া প্রাণনাথ কীর্ত্তনবিগ্রহ নামরূপী গৌরসুন্দরের নীরাজন সেবা করিতে করিতে জয়যুক্তা হউন।

ষড়্‌দর্শন সংক্ষেপ।

১। সাংখ্য।

আধুনিককালে 'সাংখ্য' দর্শন নামে যাহা বিশ্রুত তাহা ত্রেতাযুগের অগ্নিবংশজ সগরবংশবিধ্বংসী 'কপিল' মহর্ষি-নিবদ্ধ গ্রন্থ। কিন্তু সাংখ্য দর্শনের আদিকর্ত্তা সত্যযুগোদ্ভূত কর্দ্দম ঋষির পুত্ররূপে মনুকন্যা দেবহূতি গর্ভসঞ্জাত ভগবদবতার বাসুদেবাখ্য কপিল। ইঁহার সাংখ্যমত শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে নিবদ্ধ। এইমত ষড়বিংশতি-তত্ত্ববাদী ও সেশ্বর, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নব্য সাংখ্যদর্শন নিরীশ্বর পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী। নব্য সাংখ্যদর্শন প্রাচীন সাংখ্যমতের সার-সঙ্কলন হইলেও তাহাতে কতকগুলি শ্রুতিবিরুদ্ধ বিশেষ অংশ সন্নিবেশিত আছে। এই দর্শনের বিচারপ্রণালী অতি চমৎকার কিন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ ঈশ্বরপ্রতিষেধাংশগুলির জন্য সাধুসমাজে উহার অনাদর। পদ্মপুরাণে উল্লিখিত আছে,

> "কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদহ।
> ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
> তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
> সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদহ।
> সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥"

পরাশর উপপুরাণ হইতেও জানা যায় যে, গৌতমের ন্যায়দর্শন, কণাদের বৈশেষিকদর্শন, কপিলের সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জলির যোগদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশগুলি শ্রুত্যেকশরণ সাধুগণের পরিত্যজ্য। পদ্মপুরাণে আরও দেখিতে পাওয়া যায়, মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, "দেবি, শ্রবণ কর; আমি অসুরবিমোহন ও প্রলয়ের নিমিত্ত সময়ে সময়ে তামস-

শাস্ত্র সকল বলিয়া থাকি। শৈব ও পাশুপত্যাদি শাস্ত্র, সাংখ্য শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র, বা বৈশেষিক শাস্ত্র সকল তাহারই নিদর্শন। আমারই শক্তিতে আবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন।”

এই সংসারে সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখপরিহারেই লোকের প্রবৃত্তি দেখা যায়। ঐ দুইটী উপায়-সাপেক্ষ। সেই উপায়ই ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিকর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কপিলের মতে প্রকৃতিপুরুষের অবিবেকহেতু ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি। সেই বিবেক হইলেই অনাদি অবিবেক বা অবিদ্যার নাশে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির অধিকার নিবৃত্ত হয়, তাহাতেই ত্রিবিধ দুঃখের ধ্বংস হয়। উপচারবশতঃ ভারাপগমে যেমন সুখ হয়, সেইরূপ দুঃখধ্বংসে সুখপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতি সংক্ষেপে সাংখ্যদর্শনের এই মত।

প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব হইতে আত্মা বা পুরুষ পৃথক্ এই উপলব্ধি হইতে বিবেক হয়। সেগুলি (১) মূলাপ্রকৃতি, (২) বুদ্ধি (মহৎ), (৩) অহঙ্কার, (৪-৮) পঞ্চতন্মাত্র—(রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ), (৯-১৯) একাদশেন্দ্রিয়—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষুকর্ণনাসিকাজিহ্বাত্বক্), পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্পাণিপাদপায়ু-উপস্থ) ও উভয়েন্দ্রিয় মন, (২০-২৪) পঞ্চভূত—(ক্ষিতিঅপ্‌তেজঃমরুৎব্যোম) এই চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্ব। পুরুষ বা আত্মা পঞ্চবিংশতিতমতত্ত্ব। এই তত্ত্ব-সংখ্যানজন্যই এই দর্শনের সাংখ্য সংজ্ঞা।

দুঃখ ত্রিবিধ; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। পুনঃ আধ্যাত্মিক, শারীর ও মানসভেদে দ্বিবিধ। বাতপিত্তাদির বৈষম্য হেতু শারীর দুঃখ এবং কামক্রোধাদি মানস দুঃখ। মনুষ্য পশু প্রভৃতি হইতে যে দুঃখ তাহা আধিভৌতিক। আর যক্ষরাক্ষসাদির আবেশ হেতু যে দুঃখ তাহা আধিদৈবিক। এই দুঃখত্রয় প্রকৃতিমূলক। চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে মূলা প্রকৃতি কেবল প্রকৃতি, উহার আর অন্য কারণ নাই। বুদ্ধি হইতে পঞ্চ তন্মাত্র পর্য্যন্ত সাতটী তত্ত্ব প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয়াত্মক, যেহেতু

উঁহারা একের কারণ বা প্রকৃতি ও অন্যের কার্য্য বা বিকৃতি। একাদশেন্দ্রিয় ও পঞ্চভূত এই ষোড়শ তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের কারণ নহে, কেবল কার্য্য, সুতরাং উঁহারা অমিশ্র বিকৃতি। পুরুষ বা আত্মা অনুভয়-প্রকৃতিও নহেন, বিকৃতি ও নহেন। তিনি নিত্য, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, চেতন, সাক্ষী, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। প্রকৃতি অচেতনা, ত্রিগুণাত্মিকা। সুখদুঃখাদি বুদ্ধির ধর্ম্ম বলিয়া প্রকৃতিমূলক, পুরুষের ধর্ম্ম নহে। বুদ্ধির সংসর্গে বুদ্ধিগত সুখদুঃখাদি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হয়, উহাতেই পুরুষের সুখদুঃখানুভূতি। এই বুদ্ধি ভ্রমাত্মক, এই ভ্রম বিবেক দ্বারাই অপনীত হইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে। ঔষধ ও বনিতাদিদ্বারা আধ্যাত্মিক দুঃখের নাশ, শস্ত্রবর্গাদিদ্বারা আধি-ভৌতিক দুঃখের নাশ এবং মন্ত্রোপাসনাদ্বারা আধিদৈবিক দুঃখের নিবৃত্তি কেবল তাৎকালিক নিবৃত্তি মাত্র। মূলের অনিবৃত্তিতে দক্রর ন্যায় পুনরায় উৎপন্ন হয়। বিবেকোদয়ে প্রকৃতিনিবৃত্তি না হইলে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ অসম্ভব। যদি কেহ পূর্ব্বপক্ষ করেন, যেহেতু অচেতনা প্রকৃতি চেতনে অধিষ্ঠিত না হইয়া মহাদাদিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না, অবশ্যই চেতনাধিষ্ঠাতা কেহ থাকিয়া তাহাকে চালিত করে, সুতরাং সর্ব্বার্থদর্শী পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার আবশ্যক, তাহা সাংখ্যমতে অসঙ্গত। প্রকৃতি অচেতনা হইলেও প্রয়োজনবশে তাহার প্রবৃত্তি সঙ্গত, যেমন মাতার অজ্ঞাতসারেই বৎসবর্দ্ধননিমিত্ত স্তন্য সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতি অচেতন ও চেতনে অনধিষ্ঠিত হইলেও পুরুষ প্রয়োজন নিমিত্ত প্রধান পুরুষ সংযোগ নিমিত্ত উঁহার মহদাদিরূপে পরিণাম। যেমন নির্ব্যাপার অয়স্কান্ত-সান্নিধ্যে লোহের ব্যাপার, সেইরূপ নির্ব্যাপার পুরুষ-সান্নিধ্যে প্রধানের ব্যাপার সঙ্গত। অচেতনা হইয়াও পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি কর্ত্রী। ইহাই বিবেক। পঙ্গ্বন্ধন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ পরস্পর অপেক্ষা নিবন্ধন। এক্ষণে প্রশ্ন এই প্রকৃতির প্রবৃত্তি যদি পুরুষার্থ নিবন্ধন হইল, নিবৃত্তি কিসে

হইবে? তাহার উত্তরে সাংখ্যকার বলিতেছেন, যেরূপ স্বৈরিণী ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা হইয়া আর তৎসন্নিধানে উপনীত হয় না, অথবা রঙ্গ প্রদর্শন করিয়া কৃতপ্রয়োজনা নর্ত্তকী যেমন নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ বিবেকোদয়ে পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা প্রকৃতিও পুরুষকে পরিত্যাগ করে, তাহাতেই পুরুষের মুক্তি। স্থূলতঃ অগ্নিবংশজ কপিলের এই মত। শ্রীগোবিন্দ স্বপ্নাদেশে বেদান্ত দর্শনের 'গোবিন্দ' ভাষ্যকার ন্যূনাধিক দ্বিশত বর্ষ পূর্ব্বে জয়পুর গল্‌তার গাদী মঠে উদাসীন বৈদান্তিকগণের সভায় বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রাধান্যস্থাপয়িতা ও উক্ত মঠে অদ্যাপি বিদ্যমান্ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠিতা শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ ভাষ্যপীঠকের টীকায় সাংখ্যমত এইভাবে নিরাস করিয়াছেন। কপিলের মতে পরিণামিণী বলিয়া বুদ্ধি অচেতনা; ইহা সঙ্গত নয়, যেহেতু কৃতি স্বসমানাধিকরণ অদৃষ্ট প্রসব করে, তাহা আবার তাদৃশ ভোগ উৎপাদন করে, সেইরূপ আমি চেতন এইরূপ সমানাধিকরণের ভাবই প্রতীত হয়। কর্ত্তৃভিন্ন চেতনে আমি করিতেছি এরূপ অভিমান থাকিত না। যখন আমি করিতেছি ইত্যাদি প্রতীতি চেতনের আছে, চেতনই কর্ত্তা। জড়াপ্রকৃতির কর্ত্তৃত্ব যুক্তি সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ জড়বুদ্ধিগত কর্ত্তৃত্ব চেতন পুরুষে ভ্রান্তিবশতঃ আরোপিত এরূপ বলা অসঙ্গত। চেতনপুরুষগত কর্ত্তৃত্ব জড়বুদ্ধিতে আরোপিত ইহাই সমীচীন। প্রকৃতির কর্ত্তৃত্বই বেদবিরুদ্ধ, বেদে পুরুষেরই কর্ত্তৃত্ব আছে, তাহা ত্যাগ করিয়া যুক্তি লঙ্ঘন করিয়া জড়বুদ্ধিই কর্ত্রী এরূপ এক-দেশ দর্শিণী যুক্তি সাধ্বী নহে। আবার পুরুষের কর্ত্তৃত্বের অস্বীকারে একটী বিষম দোষ দৃষ্ট হয়। চেতন পুরুষ হইতে ভিন্ন অচেতন বুদ্ধিকে নিত্যকর্ত্রী বলিলে পুরুষের মোক্ষাভাব স্বীকার ও অনিত্যকর্ত্রী বলিলে উহার সংসারা-পত্তি অস্বীকার করিতে হয়। অধিকন্তু প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া বুদ্ধিকে অচেতন বলাও সঙ্গত নহে, যেহেতু অচেতন বস্তু কিরূপে জন্যকর্ত্তা হইবে

পারে ? অসিদ্ধ জন্মের কার্য্য মাত্রই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। কর্ত্তার চেতনত্বের ন্যায় অনাদিত্ব এবং অবিনশ্বরত্বও সিদ্ধ হয়। অতএব অচেতনা প্রকৃতিই জগৎস্রষ্ট্রী এই বেদবিরুদ্ধ ও যুক্তিবিরুদ্ধ সাংখ্যদর্শনের মতবাদ নিরস্ত বলিয়া জানিতে হইবে। বেদান্ত মত এই যে পরমেশ্বর স্বীয় শক্তি মায়া কর্তৃক তৎপরিণামে এই বিচিত্র জগৎ রচনা করেন; ইহা সাধুসঙ্গত মত। এখানেও বিবর্ত্তসৃষ্ট জগৎ বলিয়া মায়াবাদীরা উৎপাত করে, তাহা বেদান্তানুমোদিত বলিলেও ধীরচেতা সাধুর নিকট উহাও বেদান্তবিরুদ্ধ ও ভ্রান্ত। বেদান্তবিচারে তাহা পরিদৃষ্ট হইবে।

শুদ্ধবৈষ্ণবদর্শনানুবর্ত্তী সাধুজনকিঙ্কর
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (এম্, এ, বি এল্)
(শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমায়াপুর)।

বৈরাগ্য।

(শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত।)

বৈরাগ্য কি ব্যাপার ? ইহা কি বিশেষ যত্নের সহিত সাধিতে হয় ? ইহা কি ভক্তির একটী অঙ্গ বা চরম ফল ? জ্ঞানের সহিত ইহার সম্বন্ধ কি ? বৈরাগ্য কি একটী কর্ম্ম-বিশেষ। বৈরাগ্য হইলেই কি জীবের সম্পূর্ণ লাভ হইল ? ইহা কি বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ ?

জ্ঞানমার্গীয় লোকেরা বৈরাগ্যের বিশেষ সম্মান করেন। বৈরাগ্যকে জীবনের চরম ফল বলিয়া তাঁহারা জানেন। জ্ঞানের স্বভাব বিবেক। তাঁহারা বলেন যে জীবের যখন বিবেক উদয় হয় তখনই বিরাগ আসিয়া জীব-হৃদয়ে প্রবেশ করে। সংসারে মোহিত হইয়া জীব বিষয়-বাসনায়

আবদ্ধ। যখন সংসার-গতি বিচার করিয়া বিবেক দ্বারা স্থির করেন যে সংসার-ধ্বংসই প্রয়োজন যেহেতু তাহাতেই জীবের মুক্তি হয়, তখন বিরাগ আসিয়া জীবকে সংসার ছাড়াইয়া নির্ব্বাণ মুক্তি দান করে।

কর্ম্মমার্গীয় লোকেরা সংসার ভোগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা জৈমিনীঋষির মতানুসরণপূর্ব্বক বলেন যে জীবের সংসার-বৈরাগ্যের কোন প্রয়োজন নাই। অন্ধ, বধীর, খঞ্জ প্রভৃতি অক্ষম ব্যক্তিগণ কেবল বিরাগের অধিকারী যেহেতু তাহারা অকর্ম্মণ্য।

জ্ঞানমার্গীয় এবং ভক্তিমার্গীয় মানবগণ বিরাগকে এত সম্মান করেন যে সংসার ও বৈরাগ্যের দুইটী পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি স্থির করিয়া তদ্বিষয়ে বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। প্রত্যেক মার্গীয় প্রক্রিয়ায় সুতরাং অনেকগুলি বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। দত্তাত্রেয় শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি জ্ঞানি-দলপতি মাহাত্মগণ শাস্ত্রবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৈরাগ্যের সম্বন্ধে অনেক প্রকার ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেই সেই মতানুসারে দশনামী সন্ন্যাসিগণ এবং কাণফটা যোগিগণ ও গোরক্ষনাথী সন্ন্যাস-প্রায় ব্যক্তিগণ নানা আকারে সংসারে ভ্রমণ করিতেছেন। দণ্ডী মুণ্ডী প্রভৃতি নানা প্রকার বেশধারিগণের সেই সকল দলে প্রভূত সম্মান। লিঙ্গই তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্মের চিহ্ণ বলিয়া যত্নে অঙ্গীকৃত হয়। চিত্তের বিরাগ যে কি বস্তু তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। লিঙ্গ দেখিয়াই সেই সেই মতস্থ সংসারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের দর্শনে কৃতকৃতার্থ হইয়া দণ্ডবৎ পূর্ব্বক তাঁহাদের পরিচর্য্যা করেন।

ভক্তিমার্গেও বৈরাগ্যের অনেক সম্মান দেখা যায়। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, শুদ্ধাদ্বৈতবাদী এবং দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণের মধ্যে অনেকেই বৈরাগ্য-চিহ্ণ-ভূষিত হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞানমার্গিদের ন্যায় তাঁহাদেরও অবস্থা মঠ, শিষ্য সংগ্রহ ও বিধি নিষেধের সজ্জা সর্ব্বত্র দৃষ্ট

হয়। মঠধারী হইয়া অনেকে অনেক সম্পদও হস্তগত করিয়াছেন। তাঁহারা প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী—রাজাদিগের ন্যায় যান-বাহনাদিতে বিচরণ করেন, অনেক শিষ্যকে শিক্ষা দেন, অনেক মনুষ্যকে ভোজন-পানাদি দান করিয়া নিজ নিজ সম্মান বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। অনেক স্থলেই প্রকৃত বৈরাগ্য না থাকিলেও তাঁহারা বৈরাগীর সম্মানে মাননীয় ও বহু জনের দণ্ডবৎ প্রণতি প্রাপ্ত হন। সংসারের একটী চিহ্ন অর্থাৎ বিবাহিতা স্ত্রী তাঁহাদের না থাকিলেই তাঁহাদের ধর্ম্ম বজায় থাকে, এবং তাঁহারা বৈরাগি-পদবাচ্য হইয়া পূজিত হন। বিবাহিত স্ত্রীর স্থলাভিষিক্ত কৌপীনটীই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্ম চিহ্ন। বিষয়াসক্তি, মোকদ্দমা, পরের প্রতি আক্রোশ, ধনসঞ্চয় দ্বারা তাহাদের বৈরাগ্য-ধর্ম্ম হইতে চ্যুতি হয় না। বর্ণত্যাগ এ কথা তাঁহারা জল্পনা করেন বটে তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণবর্ণের পূজা এবং আমি সন্ন্যাসী হইলেও ব্রাহ্মণ আছি এ কথাটা বলিয়া বর্ণগর্ব্ব ছাড়েন না।

আমাদের শ্রীমদ্গৌড়ীয় সম্প্রদায়েও সেইরূপ বৈরাগ্যের সম্মান আছে। প্রভুসন্তান গোস্বামী আচার্য্যগণ গৃহস্থ বৈরাগী সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহাদের সম্মান কেবল সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ এবং তাহাদের প্রসাদ গ্রহণ এই মাত্র। কথায় কথায় বৈরাগিগণ গোস্বামী প্রভুদিগকে গৃহস্থ বলিয়া কিয়ৎপরিমাণে নিম্নাধিকারী বলিয়া থাকেন, তাহা গোস্বামিমহাশয়গণ অগত্যা সহ্য করেন। ইহাতে প্রকাশ পায় যে বৈষ্ণব বলিলে বৈরাগী বুঝাইবে এবং আচার্য্য বলিলে গৃহস্থ প্রভুসন্তান, সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। যাহাই হউক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ে আজকাল গৃহস্থ বৈষ্ণব অপেক্ষা বৈরাগীর সম্মান অধিক। বৈরাগিগণ কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সম্মানে মঠ বা আখড়ায় বাস করেন। কতকগুলি নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী অনিকেত হইয়া তীর্থে বা গ্রামে গ্রামে অভ্যাগতরূপে বিচরণ করেন।

আমরা যে সংস্কার-দীপিকা নামক শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামিপ্রভু বিরচিত গ্রন্থ এই বৈরাগ্য প্রকরণে সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অনিকেত শুদ্ধ বৈরাগীর উদ্দেশে লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থোদিত বৈরাগ্য-প্রথায় অধিকার-বিচারে কথিত হইয়াছে—

বিজিতষড়্গুণো যস্তু দম্ভহিংসাদিবর্জ্জিতঃ।
মৈত্রকারুণ্যশীলশ্চ বিগতেচ্ছো জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুভক্ত্যাদিসাধকঃ।
তস্মৈ দেয়ং প্রযত্নেন যাচিতে সতি সাধুভিঃ॥
দম্ভায় ভক্তিহীনায় শঠায় পরহিংসকে।
ন দাতব্যং ন দাতব্যং দত্তে তু ধর্ম্মনাশনং॥

যাঁহারা ভেক দিয়া থাকেন তাঁহারা প্রথমেই দেখিবেন যে কৌপীন-প্রার্থী ব্যক্তি নিজ সম্প্রদায়ে শ্রীভগবন্মন্ত্র লাভ করিয়া যথাবিধি ভক্তি সাধন করিয়াছেন। সেই সাধন ফলে বিজিতষড়্গুণ হইয়া দম্ভহিংসাদি বর্জ্জন করিয়াছেন। মৈত্রকারুণ্যস্বভাব, নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন। দাম্ভিক, শুদ্ধভক্তিহীন ও শঠ কপটকে কখনই বৈরাগ্য-চিহ্ন প্রদান করিবেন না, করিলে দাতা ও গৃহীতা উভয়ের ধর্ম্মনাশ হইবে। এইরূপ অধিকার না বিচার করিয়া বৈরাগ্য গ্রহণ করিলে বৈরাগ্য হয় না কেবল শঠতা ও দম্ভ বৃদ্ধি হয়। সুতরাং বৈরাগ্যের অধিকারগত সম্মান ও সেবা পাইবার যোগ্য হন না। আমরা বারবার বলি যে যেন আমাদের এরূপ অনধিকার-স্থলে বৈরাগ্য গ্রহণ না হয়। পক্ষান্তরে গৃহীতা দেখিবেন যে বৈরাগ্যদাতা গুরু এই প্রকার অধিকার প্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত পাত্রের নিকট বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা দৃষ্টি না করিলে মঙ্গল হইবে না।

এ সম্বন্ধে শ্রীসনাতন গোস্বামী, দাস গোস্বামী প্রভৃতির চরিত্র দৃষ্টে

কার্য্য করা আবশ্যক। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর চরিত্রও বিবেচনা করা উচিত।

বৈরাগ্য সম্বন্ধে আমরা যে সকল শাস্ত্র দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি এবং মহাত্মা প্রাজ্ঞপুরুষদিগের কৃপায় যাহা জানিয়াছি সেই সকল বিচার পূর্ব্বক আমরা কিছু কিছু আপনার নিজের উপকারার্থে লিখিয়া রাখিব। অন্যকে শিক্ষা দিবার অধিকার বা প্রবৃত্তি আমাদের নাই। যদি কখন কাহারও হাতে এই গ্রন্থ পড়ে তিনি পাঠ করিয়া তাঁহার অপ্রিয় কথা যাহা পান তজ্জন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। মূঢ় দীন ব্যক্তির কথায় ক্রুদ্ধ হওয়া মহজ্জনের উচিত নহে।

বৈরাগ্য কি? বিরাগ-ধর্ম্মকেই শাস্ত্র বৈরাগ্য বলেন। মায়াবদ্ধ জীবের যে বিষয়ে আসক্তি তাহাকেই রাগ বলি। সেই আসক্তি-রাহিত্যকেই বিরাগ বলা যায়। মায়ামুক্ত জীব সহজে কৃষ্ণেরাগপ্রাপ্ত পুরুষ। কৃষ্ণে রাগ যত উদয় হইয়া প্রবল হইতে থাকে ততই বিষয়াসক্তি খর্ব্ব হয়। সম্বন্ধ জ্ঞান উদয় হইলে সহজেই বৈরাগ্য উদয় হয়। বৈরাগ্য কখনই অভ্যাস দ্বারা লাভ করা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় (২অঃ৫৯শ্লো)

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

ভাষ্যঞ্চ। নিরাহারস্য রোগভয়াদ্ভোজনাদীন্যকুর্ব্বতো মূঢ়স্যাপি দেহিনো জনস্য বিষয়াস্তদনুভবা বিনিবর্ত্তন্তে। কিন্তু রসো রাগস্তৃষ্ণা তদ্বর্জ্জং। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু রসোঽপি বিষয়রাগোঽপি বিষয়েভ্যঃ পরং স্বপ্রকাশানন্দ-মাত্মানং দৃষ্ট্বাস্তু। নিবর্ত্ততে বিনশ্যতীতি সরাগবিষয়নিবৃত্তিস্তস্য লক্ষণ-মিতি ন ব্যভিচারঃ।

তাৎপর্য্য এই যে মায়ামুগ্ধ জীবের কৃষ্ণ রাগলুপ্ত হইয়া বিষয়-রাগ

তৃষ্ণা প্রবল থাকে এবং পুনঃ পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যখন অপ্রাকৃত কৃষ্ণরস-আস্বাদন হয় তখন সহজেই বিষয়রসতৃষ্ণা তুচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক বিষয় বৈরাগ্য স্থির হয়।

বৈরাগ্য ভক্তির হেতু, অঙ্গ বা চরম ফল নয়। বৈরাগ্য জ্ঞানের ভ্রাতা, পদ্মপুরাণে ভক্তি দেবী স্বয়ং ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ রূপক ভাবে বর্ণন করিয়াছেন ; যথা :—(উত্তর খণ্ড ৬৩অধ্যায়)

অহং ভক্তিরিতি খ্যাতা ইমৌ মে তনয়ৌ মতৌ।
জ্ঞানবৈরাগ্যনামানৌ কাল যোগেন জর্জ্জরৌ—পদ্ম ॥

পুনঃ নারদ কহিলেন—

অঙ্গীকৃতং ত্বয়া যদ্বৈ প্রসন্নোঽভূদ্ হরিস্তদা।
মুক্তিং দাসীং দদৌ তুভ্যং জ্ঞান বৈরাগ্য কাবিমৌ ॥

এই প্রমাণের দ্বারা আমরা জ্ঞাত হইতেছি যে ভক্তিই মূল তত্ত্ব। মুক্তি কেবল ভক্তির পরিচারিকা। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির দুইটী সন্তান। শ্রীমদ্ভাগবতে ও এইরূপ সিদ্ধান্ত বাক্য পাওয়া যায়—

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকং ॥

ভগবানে যিনি শুদ্ধভক্তিযোগ করেন তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং অহৈতুক জ্ঞান উদয় হয়। ফলানুসন্ধানরহিত যে আত্মার স্বতঃসিদ্ধ বোধ তাহাই জ্ঞান। এই জ্ঞানকে শ্রীমহাপ্রভু সম্বন্ধ-জ্ঞান বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। কৃষ্ণ, জীব ও ইতর জগৎ ইহাঁদের মধ্যে যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহা জানিতে পারিলেই সম্বন্ধজ্ঞান হয়। কৃষ্ণই একমাত্র সেব্য বস্তু, জীব তাঁহার নিত্য সেবক এবং ইতর জগৎ অর্থাৎ প্রাকৃত জগৎ কৃষ্ণের, বদ্ধ-জীবের সহিত লীলার ভূমি। এই জগতে চিদণুস্বরূপ জীব কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া দণ্ডাস্বরূপ বদ্ধ আছেন। কৃষ্ণ কৃপা করিয়া জীবের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে

উদ্ধার করিবার জন্য অনন্ত লীলা প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল বিষয়ে যে শুদ্ধজ্ঞান তাহাই সম্বন্ধ-জ্ঞান। সাধুসঙ্গে জীবের যে ভক্তির উদয় হয় তদ্দ্বারা এই জ্ঞানটী জীবচিত্তে ভক্তিবলে উদয় হয়। ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা জীবের এই প্রাকৃত জগতে যে তাচ্ছল্য স্বাভাবিক হইয়া পড়ে তাহাই বৈরাগ্য। ভক্তিজনিতজ্ঞানে মোক্ষাভিসন্ধি থাকেনা। কিন্তু তদ্বিষয়ে স্পৃহা ভক্তির বিরোধী তত্ত্ব। ইহারই নাম শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞান। ভক্তিই শুদ্ধজ্ঞান ও শুদ্ধবৈরাগ্যের একমাত্র জননী। অতএব বলিয়াছেন :—

অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তং॥

আত্মা যখন শুদ্ধভক্তিযোগে পরমাত্মাকে স্ব-সত্তায় দেখিতে পান তখন ঐ শুদ্ধভক্তির ক্রিয়ায় জ্ঞানবৈরাগ্যের সাহচর্য্যে পরিলক্ষিত হয় যথা ভাগবতে :—

তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥

তাহার প্রক্রিয়া ভাগবতে বলিয়াছেন যথা :—

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থিনিবন্ধনং।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিং॥
শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাং॥
নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে॥

ভগবদ্বিষয়িণী প্রেমময়ী রতিই আত্মার সহজ ধর্ম্ম। বিষয়-রাগে মুগ্ধ জীবের সেই রতি অপ্রকাশ হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গক্রমে সর্ব্বাত্মার আত্মা সর্ব্বশক্তিমান, মায়ার অধীশ্বর সর্ব্বেশ্বর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে যখন ঐ রতি কিয়ৎ পরিমাণে শ্রদ্ধাকারে উদিত হয় তখন সাধু চরিত্র অনুকরণ দ্বারা স্বীয় চরিত্র পবিত্র করিতে ইচ্ছা হয়। তাহারও ক্রম শ্রীভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে যথা :—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥

অর্জ্জুন, এই সংসার যাতনা সমুদ্রে পতিত কোটী কোটী জীবের মধ্যে কেহ বা সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতি বলে আমাকে ভজনা করে। মূলে তাহারা কেহ আর্ত্ত হইয়া কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া কেহ অর্থার্থী হইয়া কেহ বা জ্ঞানী হইয়া সাধুসঙ্গাশ্রয়ে আমার তত্ত্ব অবগত হইয়া ঐ আর্ত্তি জিজ্ঞাসা, অর্থ কামনা ও জ্ঞান রূপ সংসার কামনা পরিত্যাগ করত শুদ্ধ ভজন করেন। গজেন্দ্র শৌনক ধ্রুব ও শুক প্রভৃতি মহাত্মাগণই ঐ ঐ বিষয়ের উদাহরণ। সংসার ক্লেশক্লিষ্ট হইয়াই তাহারা আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী ও জ্ঞানী হয়। অর্থাৎ পীড়াশত্রু ইত্যাদি দ্বারা আর্ত্ত, কিসে সংসার কষ্ট হইতে উদ্ধার হইব এই অনুসন্ধান হইতে জিজ্ঞাসু, কিসে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে এই ভাবনায় অর্থার্থী এবং কিসে সংসার মুক্ত হইবে এই ভাবনায় দর্শনাদির আলোচনা ক্রমে আমি ব্রহ্ম বা ঈশ্বরাদি কেহ নাই আমাদের মরণেই সকল লাভ এই প্রকার চিন্তা করিয়া জ্ঞানাভিমানী হইয়া পড়ে। জ্ঞানীদের মধ্যে

যাহারা আমার তত্ত্ব ও সম্বন্ধ জানিয়া ভাল জ্ঞানী হয় তাহারাই আমার ঐ চারি শ্রেণীর মধ্যে অধিক প্রিয় হয়। সুতরাং তাহারা সকলে সাধু কৃপায় ভজন প্রক্রিয়া অবগত হইয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আমার ভজন করে।

আবার ভাগবতে বলিয়াছেন :—

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুদৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ণ্।

এই প্রকারে লোকে কৃষ্ণ ভজন আরম্ভ করিলেও তাহারা বিরল অতএব শ্রীরূপশিক্ষায় মহাপ্রভু বলিয়াছেন :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

ইত্যাদি।

গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে কোন ভাগ্যবান শ্রীকৃষ্ণে ও কৃষ্ণনামে কৃষ্ণগুণে ও কৃষ্ণকথার শ্রদ্ধা লাভ করিলে তিনি ক্রমশঃ গুরূপদেশক্রমে কৃষ্ণকথার শ্রবণ কীর্ত্তন অনুধ্যাসন করিতে থাকেন তাহাতে তিনি স্বীয় কর্ম্মগ্রন্থি যে অবিদ্যা তাহা ছেদন করিতে সক্ষম হন। এই স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। না রাখিলে সমস্ত বিফল হইবে, কৈতব বা কপটতা ও ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা একবারে দূর না করিলে আত্মধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে না। সাধুসুহৃৎ চিত্তনচোর কৃষ্ণ স্বীয় কথার অকৈতব আলোচনা দেখিবা মাত্র ঐ চিত্তে প্রবেশ পূর্ব্বক হৃদস্থ হইয়া সমস্ত অভদ্র ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ করেন। অভদ্রগুলি নিত্য ভাগবতসেবা দ্বারা নষ্টপ্রায় হইলে কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হয়। অভদ্র গুলির মধ্যে বিষয়াসক্তিই প্রধান রূপে পরিগণিত। কৃষ্ণেতর বিষয়ে যে আসক্তি থাকে তাহা ক্রমশঃ ক্ষয়

হয় ইহাই ভক্তিজনিত বৈরাগ্য। বৈরাগ্যের জন্য পৃথক অভ্যাস করিতে হয় না। ভক্তিসম্বন্ধীয় একাদশ্যাদি ব্রতপালনে অসৎ অভ্যাস স্বয়ং দূর হয় ও সদভ্যাস বলবান হয়। ভক্তি যত বৃদ্ধি হইবে ততই বৈরাগ্য নিজে নিজে বৃদ্ধি ও সম্বন্ধ জ্ঞানের বল বৃদ্ধি হইবে। সুতরাং রজস্তমোভাব ও কামলোভাদি দৌরাত্ম্য আর চিত্তকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। চিত্ত রজস্তম কামলোভাদি দ্বারা যতই অনাবিদ্ধ থাকিবে ততই সত্ত্বে স্থিতি লাভ করতঃ প্রসন্ন হইতে থাকিবে এইরূপ প্রসন্নমনা হইলেই ভগবদ্ভক্তিযোগের প্রভাবে ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানরূপ ভাবভক্তি মুক্তসঙ্গ পুরুষের উদয় হয়। এই অবস্থায় জীবের বৈরাগ্য চিহ্নাদি গ্রহণ করিবার অধিকার জন্মে। কেনন তখনা সংসারগ্রন্থি নিজে নিজেই ভিন্ন হয়। সমস্ত সংশয় দূর হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হয় যেহেতু তখন সর্ব্বাত্মার আত্মা যে কৃষ্ণ তাঁহাকে আপন আত্ম তত্ত্বে আবির্ভূত হইতে দেখা যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিগ্রহসেবা।

এই দেবীধামে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে বিগ্রহপূজা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হইতেছে। দুর্ভাগ্যক্রমে আশৈশব অসৎসঙ্গে কুতর্ক-শিক্ষাশীল কুসংস্কারপরবশ কতকগুলি নাস্তিক পাষণ্ডির মনুষ্যমাত্রেই স্বভাবতঃ ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া কৃতজ্ঞ। ঐ সব নাস্তিক সম্প্রদায় স্থূলবুদ্ধি প্রযুক্ত মনে করে যে জড়চক্ষে যখন ঈশ্বরের আকার দেখিতে পাইতেছি না তখন ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ ব্যক্তির আলোকের অস্তিত্ব ও ক্রিয়াসম্বন্ধে সন্দিহান হওয়ার ন্যায় দুর্ভাগা নাস্তিকেরা ঈশ্বর মানিতে চায় না। তাহারাই অসুর। পুরাণ বলিতেছেন,

"দ্বৌভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈবআসুরএব চ।
বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তাদ্বপর্য্যয়ঃ॥"

শ্রীগীতা শাস্ত্রে তাহাদের দুরাচারাদি সম্বন্ধে উল্লেখ আছে,

"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনানবিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে॥
অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকং॥"

এই শ্রেণীর লোক শ্রীবিগ্রহসেবা কতদূর সমাদর করিবেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। একজন B. Sc, স্কুলের শিক্ষক, কলিকাতায় লেখকেরই প্রতিবেশী, ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রেও তাহার সমকক্ষ বাঙ্গলা লেখককে বিদ্বদ্গণের অন্যতম বলিয়া স্বীকার করেন। বিজ্ঞান-শাস্ত্রানভিজ্ঞ কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শীকে তিনি শিক্ষিত বলিয়াই স্বীকার করেন না। সকলেই নিজের মাপকাটি লইয়া অপরকে মাপিতে চায় এই গোলমালেই জগতে এত বিভ্রাট। যাক্, কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি একদিন লেখককে বলিতেছেন, "আপনি সুশিক্ষিত হইয়া পূজাদি নাম-কীর্ত্তন করেন কেন? প্রত্যক্ষ ভিন্ন আবার কি স্বীকার্য্য হইতে পারে? আপনি Science পড়িয়া শুনিয়া এমন বোকার মত হইয়া গেলেন কেন? আপনি কি প্রমাণ করিতে পারেন যে কতকগুলি কথা উচ্চারণ করিয়া পিত্তবৃদ্ধি করিলে কোন মঙ্গল হইতে পারে? ঈশ্বর দুর্ব্বল লোকেরাই মানিবে, যাহাদের পুরুষাকার আছে, তাহাদের ওসব মানামানির দরকার নাই।" প্রত্যক্ষবাদী জড়চেতার সহিত তর্ক বৃথা জানিয়া মৌনভাবে তাঁহাকে দূরে পরিহার করিয়াছি। দেখা হইলে 'কেমন আছেন' জিজ্ঞাসা করিলে কলিকাতার কায়দায় ঈষদ্ হাস্যসহকারে ঘাড় নাড়িয়া নির্ব্বাক্ চলিয়া যাই। এরূপ লোকের সহিত পাঁচ মিনিটকাল আলাপ করিলেও পরমার্থচ্যুতি

ঘটে। এরূপ নাস্তিক চিরকালই আছে। সত্যযুগের হিরণ্যকশিপুই তাহার দৃষ্টান্ত। বিবাদযুগ কলিকালে ত' থাকিবেই। যাহারা এরূপে ঈশ্বর-বিরোধী, তাহাদের নিজ নিজ ক্ষতি ভিন্ন ঈশ্বরের কোন ক্ষতি নাই।

জীব নিত্য ভগবদ্দাস। বদ্ধজীব মায়া বিমোহিত হইয়া নিজ স্বরূপ ভগবদ্দাস্য বিস্মৃত হইলেও স্বস্বরূপের ক্ষীণালোক মায়ান্ধকার ভেদ করিয়া বহিঃপ্রকাশ প্রাপ্ত হয়। আর একান্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবদিগের মোহান্ধকার এত গাঢ় যে স্বরূপ রশ্মির রেখামাত্রও ঐ গাঢ়তা ভেদ করিতে পারে না। সেই সকল হতভাগ্যাই বৃক্ষ, প্রস্তর, পশু, পক্ষী, সরীসৃপ, কীট, পতঙ্গ ও মনুষ্য মধ্যে নাস্তিক। বৃক্ষপ্রস্তরগতিপ্রাপ্ত জীবগণ আচ্ছাদিত-চেতন, পশুপক্ষি-সরীসৃপ-দেহগত বদ্ধজীবগণ সংকোচিত চেতন, নাস্তিক মনুষ্যগণ মুকুলিত-চেতন। কল্পিতেশ্বর মনুষ্যও নাস্তিকপর্য্যায়ে, তাহারা ঈশ্বরের নিত্য সত্তা স্বীকার করে না। কেবল যুক্তি তর্ক উপস্থাপিত করিয়া ঈশ্বরভক্তিকে তৎকালিক উপায় বলিয়া নাস্তিকের দল পুষ্টি করে। মায়াবাদীরা তাহাই—তাহারাও মুকুলিতচেতন। আর যাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য সত্তায় সন্দিহান নহেন, সকলের কর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া একজন আছেন স্বীকার করেন, তাঁহারা বিকচিত-চেতন, তাঁহাদের-চেতন পুষ্প, প্রস্ফুটনোন্মুখ, তখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই। তাঁহারা সাধনভক্ত। ভাবভক্ত জীবনকে পূর্ণবিকচিত-চেতন বলা যাইতে পারে। চিদ্ধর্ম্মের সুষুপ্তি ও ক্রমজাগরণের অবস্থাভেদে বদ্ধজীবগণকে এই পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। চেতনপুষ্প পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে প্রেমভক্ত জীব বদ্ধমুক্ত হইয়া শুদ্ধনামে অবস্থিতি করেন। মুকুলিত-চেতন জীবগণের মধ্যেও পরস্পর পার্থক্য আছে। একেবারে পাষণ্ড দুরাচারগুলি ভগবদ্ বিদ্বেষী, নচেৎ আর সকলে যতই পাপ করুক না কেন মাঝে মাঝে ঈশ্বর এক পরম বস্তু ইহা বিশ্বাস করিয়া ও ঈশ্বর কৃতজ্ঞতা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, বৃহৎ

বৃহৎ জন্তু এই সকল বস্তুকে নমস্কার করে। সেই স্ব-স্বরূপের ক্ষীণালোক এইভাবে পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল মূঢ় জীবকে বুৎপরস্ত্ বা ভূতপূজক বলা হয়। ইহারা ঐ সকল ভৌম বস্তুকে ঈশ্বর-বিগ্রহ মনে করিয়া পূজা করে। শুদ্ধ ভগবদ্বিগ্রহ সেবা এরূপ ভূতপূজা নহে। তবে ইহাদেরও ক্রমোন্নতি হইবার আশা আছে। ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক নমস্কার হইতে ক্রমশঃ এই সকল মূঢ় জীবের ভাল ফল হয়। শুদ্ধচিন্ময়ভাববর্জ্জিত হইয়া যে সর্ব্বব্যাপী নিরাকার ঈশ্বর ধ্যান, তাহাও বুৎপরস্ত। তবে যদি ঈশ্বরের ভাবোদয় ও ভাবালোচনার পরিবর্ত্তে কেবল ভূতপূজাতেই আবদ্ধ থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহারা "ভৌমে ইজ্যধী" করিয়া গোখরত্বই প্রাপ্ত হয়, "ভূতেজ্যা যান্তি ভূতানি" ইহা অপেক্ষা তাহাদের আর উচ্চগতির আশা করা যায় না। কিন্তু নিম্নস্তরের বুৎপরস্ত নিন্দকগণই বা কি সুবিধা করিতেছে? তাহারা জড়দেশকালে ঈশ্বরকে নামাইয়া নিজেরা জ্ঞান করিয়াই বুৎপরস্ত হইতেছে। এক্ষণে এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে "সকল বস্তুই কি ঈশ্বর, যাহা পূজা করা যায়, তাহাই কি ঈশ্বর পূজা?" তদুত্তরে বলিতে হইবে "সকল বস্তুই কিছু ঈশ্বর নহে, ঈশ্বর সকল বস্তু হইতে পৃথক্। সকল বস্তু ঈশ্বরের সৃষ্ট ও অধীন। সকল বস্তুতেই ঈশ্বর-সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধ-সূত্রে সকল বস্তুতেই ঈশ্বর জিজ্ঞাসা হইতে পারে।" তবে শুদ্ধ চিৎসম্বন্ধ শূন্য হইয়া সকল বস্তুকে আরাধ্য তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়া পূজা করিলে বুৎপরস্ত হয় বটে। তবে ইহা হইতেও কাহারও কাহারও কালক্রমে শুদ্ধ চিদনুভব পুষ্ট হইতে পারে, তখন তাহারা আর বুৎপরস্ত হয় না, ভগবদ্বিগ্রহ সেবনে রত হয়। অসভ্য বন্যজাতিগণ, অগ্ন্যুপাসকগণ, গ্রহপূজকগণ ভগবৎস্বরূপ জ্ঞানাভাবে প্রাকৃত বস্তুতে ঈশ্বর পূজা করিয়া পৌত্তলিক। সৌভাগ্য হইলে তাঁহারা পৌত্তলিকতা ছাড়িয়া

এক সম্প্রদায় ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন ঈশ্বরের স্বরূপ নাই, তবে স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয়ের অভাবে "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" (পঞ্চদশী) অর্থাৎ উপাসনার সৌকর্য্যার্থে ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করিয়া বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণ মূর্ত্তিসকলকে সাধনের উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইঁহারা কল্পিত সগুণ-মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত। হিন্দুনামে পরিচিত সমাজের মধ্যে প্রচলিত পঞ্চোপাসনা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। এরূপ পৌত্তলিকতা দ্বারা ভগবদ্-বিগ্রহের সেবা হয় না। তবে কেহ কেহ সুকৃতিবলে সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া সগুণ পঞ্চোপাসনা ছাড়িয়া নির্গুণ ভগবদ্বিগ্রহের চিদুপাসনার অধিকার পাইতে পারেন। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ গোঁড়া মায়াবাদীর পাল্লায় পড়িলে তাঁহার মঙ্গলের আশা অতি বিরল। যাঁহারা পঞ্চোপাসনামূলক সগুণ বিষ্ণুপূজনপরায়ণ তাঁহাদিগকে সামান্য বৈষ্ণব বলে। তাঁহারা শুদ্ধভক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করায়, শ্রীভগবানের নিত্য বিগ্রহ-সেবাবিমুখ থাকাতে ও কল্পিত বিগ্রহের পূজা দ্বারা স্ব স্ব জাতীয়াভীষ্ট প্রাপ্তকাম হওয়াতে তাঁহাদের উপাসনা সকাম ও সগুণ, সুতরাং তাঁহারাও পৌত্তলিক। শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ শ্রীভগবানের নিত্য বিগ্রহ সেবক, তাঁহারা নিষ্কাম ভক্তির প্রয়াসী, তাঁহারা পৌত্তলিক নহেন। শ্রীবিগ্রহ সেবা ও পৌত্তলিকতা এক বস্তু নহে। উভয়ের মধ্যে সমূহ ভেদ বর্ত্তমান। শ্রীবিগ্রহ সেবা পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপ আশ্রয় করিয়া সাধিত হয়। ভক্তজন চিচ্চক্ষু সহযোগে ভগবৎস্বরূপ দর্শন করেন। ব্যাস নারদাদি বিদ্বজ্জন ও নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ ভক্তিযোগের সমাধি-বিশিষ্ট হইয়া সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের নিত্যরূপ দর্শন করেন।

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।

অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥" (ভাঃ ১।৭।৪)

নির্ম্মল মনোবৃত্তিতে সেইরূপের (কোন জড়রূপের নহে) অহর্নিশ ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতেও সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া নয়নানন্দ লাভ করেন। এই শ্রীবিগ্রহ কল্পিত বা জীবনির্ম্মিত বস্তু হয় না। ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময় মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার। যাহাদের ভক্তি নাই, তাহাদের নিকট ভগবৎস্বরূপতা নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহে পুত্তলিকা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না। ভগবৎস্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন হইয়া উপাসকেরাই পৌত্তলিক, শ্রীবিগ্রহ-সেবকেরা পৌত্তলিক ন'ন। এ সকল তত্ত্ব বিচার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীজৈবধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থে বহুলভাবে আলোচিত, এস্থলে যাহা লিখিত হইতেছে তাহা যাঁহারা উক্ত সদ্গ্রন্থ অবহিতচিত্তে পাঠ করেন না তাঁহাদের জন্য সঙ্কলিত মাত্র। ইহাতে লেখকের মৌলিকত্ব কিছুই নাই।

এবার নিরাকারবাদীদের পৌত্তলিকতার কথা কহিব। পূর্ব্বেই পার্ষদবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গীতটী গাহিয়া মুখবন্ধ করি।

"নিরাকার নিরাকার করিয়া চিৎকার।
কেন সাধকের শান্তি ভাঙ্গ ভাই বার বার॥
তুমি যা' বুঝেছ ভাল, তাই ল'য়ে কাট কাল,
ভক্তি বিনা ফলোদয় তর্কে নাহি জান সার॥
সামান্য তর্কের বলে ভক্তি নাহি আস্বাদিলে,
জনম হইল বৃথা না করিলে সুবিচার॥
রূপাশ্রয়ে কৃষ্ণে ভজি যদি হরিপ্রেমে মজি
তাহ'লে অসভ্য, ভাই, কি রহিবে বল আর॥"

তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞানলাভে অসমর্থতা প্রযুক্ত ভক্তগণের শ্রীবিগ্রহ-সেবাকে পৌত্তলিকতা মনে করে। মুসলমানদিগের

অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও তৎপরে খৃষ্টিয়ানগণের সঙ্কীর্ণ মত ও তদুভয় অনুবর্ত্তী ব্রাহ্ম-মতের তাড়নায় নব্য-সমাজে শ্রীবিগ্রহ সেবা যেন একটী দুর্ব্বলতা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। সম্প্রতি আমার নববিধান সমাজের একটী প্রবীণ ব্রাহ্মের সহিত আলাপ হইয়াছে। তিনি আমাকে একটী বিশিষ্ট ব্রাহ্মের নবপ্রকাশিত জীবনী পাঠ করিতে দিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত অংশটী দৃষ্ট হয়। "তিনি নিজে স্বাধীনচেতা ছিলেন, কখনও কিছু সহজে মানিয়া নিতেন না। একদা ঢাকায় আশ্রমের উপাসনায় যোগ দেওয়ার সময় সঙ্গীত হইতেছিল, 'নবজলধর তুমি, তৃষিত চাতক আমি,' অমনি তিনি প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন যে, আবার 'নবজলধর'? কিন্তু যখন বুঝিলেন, এখানে জলধর অর্থে মেঘ, কৃষ্ণ নহে, অমনি আবার তাঁহার মনের দ্বিধা চলিয়া গেল।" হায়, হায়, এই সকল বিকৃতচিত্ত মানবের জন্য বড় দুঃখ হয়। ইহার অবস্থাটী ঠিক সেই গল্পের মাতালটার মত। নেশায় বিভোর হইয়া দ্বিতল বাটীর নিম্নে নর্দ্দামায় কর্ত্তা পড়িয়া আছেন, এমন সময় ভোরে তাহার নাকের উপর উপর হইতে জলের মত কি পড়িল। সে অমনি টানা টানা গলায় চাপা আওয়াজে বলিয়া উঠিল "কেও জল ফেল্লে"? উপর হইতে উত্তর আসিল "জল নয়, প্রস্রাব"। মাতালপ্রবর সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতি দিয়া বলিল, "তাই ভাল, আমি মনে করি জল।" শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহে, কৃষ্ণ-নামে বাবুদের এত অরুচি, ভাগ্যে "জলধর" মানে 'মেঘ' হয়, তাই রক্ষা। ইহারা ভ্রমপ্রমাদ করণাপাটব বিপ্রলিপ্সা এই দোষ চতুষ্টয়যুক্ত যাহা ঠিক মনে করিবেই তাহাদ্বারাই চালিত হইবে। সচ্ছাস্ত্র ও মহাপুরুষের সমাধি-লব্ধজ্ঞানকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। ইহারা বেদের উপদেশ—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো নমেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন।

মানেনা। মদমাৎসর্য্যের দাস হইয়া আমি দেখিয়া লইব, আমি বুঝিয়া লইব, আমি মাপিয়া লইব, এই মাপামাপি মায়ার ব্যাপারে লিপ্ত থাকিয়াই জীবনটা কাটাইয়া দেয়। ইহাদের চিত্ত এত মলযুক্ত এত অস্বচ্ছ যে বৈকুণ্ঠলোকের রেখামাত্র ইহাদের হৃদয়ে প্রবেশাধিকার পায় না। ইহারা এত জড়াভিনিবিষ্টচিত্ত যে, যেহেতু ঈশ্বর অবশ্য জড়বিলক্ষণ এই টুকু পাইয়াই তাহা ঈশ্বরের স্বরূপে জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ ভাব আরোপ করিয়া নিরাকার পৌত্তলিকতার আবাহন করে। তাহারা জানেনা যে, ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষতা একটী বিশেষ। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়বিলক্ষণ বটে; কিন্তু জড়-বিপরীত নহে। জড়জগৎ হইতে বিলক্ষণ চিজ্জগৎ, জড় বিগ্রহ হইতে বিলক্ষণ চিদ্বিগ্রহ থাকিতে পারে ইহা তাহাদের স্থূল মস্তিষ্কে প্রবেশাধিকার পায় না। তাহাদের ধারণা যখন জড়াকার হইবে না, তখন নিরাকার। নিরাকার বলিলে যে ভগবানের [illegible] সচ্চিদানন্দরূপের বিপরীতবাদ হইয়া উঠিল ওদিকে লক্ষ্য নাই। [illegible] তাঁহাকে কেবল সর্ব্বব্যাপী বলা হয় তাহা হইলে তাঁহাকে ক্ষুদ্রশক্তি করা হয়, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তার সঙ্কোচ করা হয়। তবে মধ্যমাকার হইয়া ও যুগপৎ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে বিরাজমান থাকার তাঁহার অলৌকিক ও অচিন্ত্যশক্তিটীর অস্বীকার করা হয় কেন? তাঁহার যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ অবস্থান এই অচিন্ত্য অলৌকিক ভাবের অস্বীকার করা হয় কেন! অস্থায় হইয়াও ভক্তিযোগে ভগবান শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হ'ন, তাঁহার এই অচিন্ত্য শক্তিকার্য্যের অনাদর করিবার কাহার কি অধিকার আছে! ভক্তগণ চিন্মূর্ত্তিবাদী, তাঁহারা জড়মূর্ত্তিবাদী নহেন। পরমেশ্বরের মূর্ত্তি যাঁহারা দেখেন নাই, তাঁহারা কল্পনায় যে মূর্ত্তি প্রস্তুত করেন তাহা জড়মূর্ত্তি। তাহার অর্চ্চকগণ পৌত্তলিক, যেমন যাঁহারা আপনাকে দেখেন নাই, তাঁহারা যদি কল্পনায় আপনার মূর্ত্তি গড়েন তাহা

হইলে সেই মূর্ত্তি দেখিলে আপনার অবয়ব দর্শকের হৃদয়পটে প্রতিভাত হইল না। কিন্তু আপনার ফটোগ্রাফ দেখিয়া যদি চক্ষু নিমীলন করা যায়, তাহা হইলে আপনাকে বাস্তবিকই হৃদয়ে দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহা কাল্পনিক নহে। উহা সত্যভাবের উদ্দীপকও স্মরণের যথার্থ উপায়। যিনি ভগবৎস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যক্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন, সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শকদিগের ভাবোদ্দীপন করে তাহাতে যথার্থ মঙ্গল হয়। তাহা পৌত্তলিকতা নহে। রামমোহন রায়ের আলেখ্যের ম্যাল্যাদি দ্বারা সম্বর্দ্ধনা যদি পৌত্তলিকতা না হয়, চর্চ্চে ক্রুশপূজা ও যিশুর আলেখ্য সম্মান যদি পৌত্তলিকতা না হয়, হাসেন হোসেন বলিয়া কারবালায় গোমরা ভাসান যদি পৌত্তলিকতা না হয় তবে যত দোষ শ্রীভগবানের চিন্মূর্ত্তি যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহাদের প্রদর্শিত চিন্মূর্ত্তির স্মারক চিদ্ভাবোদ্দীপক সাক্ষাৎ শ্রীভগবদ্বিগ্রহের সেবনে !! হায় হায়, কি একদেশদর্শিতা !! যাহা যথার্থ পৌত্তলিকতা তাহাকে মাথায় রাখিয়া যাঁহারা চিন্মূর্ত্তিযাজী তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক আখ্যায় আখ্যাত করা যে কতদূর সঙ্কীর্ণতা কতদূর মূর্খতা তাহা সুধী তটস্থ হইয়া বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে যেখানে ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা সে অবশ্যই পৌত্তলিকতা। পুত্তলী অর্থেই ত কাল্পনিক মূর্ত্তি' ঈশ্বর কেবল নির্ব্বিশেষ এই কল্পনায় যাঁহারা জড়বিপরীত ভাবকে পূজা করে অর্থাৎ যাহারা নিরাকারবাদী তাঁহারা পৌত্তলিক একটু সমাহিত হইয়া সরল চিত্তে বিচার করিলে এই তথ্য হৃদয়ে স্ফুরিত হইবে। নচেৎ নোঙ্গর ফেলিয়া রাখিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড় বাহিলে নৌকার অবস্থিতি এক স্থানে থাকিবে, কিছু মাত্র অগ্রসর হইবে না, নিরাকারবাদীর গোঁড়ামি হৃদয়ে পোষণ করিয়া যতই আলোচনা করুন না কেন, কিছুমাত্র সত্য উপলব্ধি

করিবার সামর্থ্য হইবে না সেই যে তিমিরে সেই তিমিরে। অধ্যাত্ম-যোগীরা অত্যন্ত পণ্ডিতাভিমানী হইয়া যে প্রাণকে ধনু আত্মাকে শর ও ব্রহ্মকে তল্লক্ষ্য করেন তাহাতে কি সাধক হৃদয় চরিতার্থ হয়। যাঁহারা ভগবৎস্বরূপ দেখেন নাই তাঁহাদের অনুগত সাধন প্রবৃত্ত হইলে ঐরূপ ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয় বটে কিন্তু ভগবৎস্বরূপ দ্রষ্টা মহাজনের অনুগত সম্প্রদায় কেন এই কাল্পনিক প্রাথমিক ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পৌত্তলিকতা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। সুধার সন্ধান পাইয়া কে তিক্ত কটু কষায় ঔষধে রুচি বিশিষ্ট হইয়া 'নির্ব্বুদ্ধিতার দৃষ্টান্ত দেখাইতে প্রস্তুত? বুদ্ধিমান জন ত নয়ই। বস্তু হাতড়ান অপেক্ষা যিনি বস্তুতত্ত্বজ্ঞ তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া বস্তুলাভ করাই শ্রেয়ঃ তাহা না করিয়া আর যা কিছু পথ অবলম্বন করা যায় তাহাই পৌত্তলিকতা। 'ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা' পতঞ্জলির এই সূত্রানুযায়ী যোগীগণ কল্পিতবিষ্ণুমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া পৌত্তলিক। তদ্দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরোধাদি ব্যাপার হইলেও হইতে পারে; অনেকস্থলেই ত হয় না এমন কি পরাশর বিশ্বামিত্রাদি পরম যোগিগণের ও চিত্ত অশান্ত ছিল পুরাণাদি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন। যাহা হউক স্বীকার করিলাম ওরূপ ব্যাপার হইলেও হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে ভগবানের নিত্য স্বরূপ সাক্ষাৎকাররূপ পরম লাভ হয় না। ফলকথা যে কোন প্রকারের পৌত্তলিকতা দ্বারা কোন প্রকারে পরম লাভ হয় না। তবে কাহারও সৌভাগ্যোদয় হইলে শুদ্ধভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় করিলে পরে মঙ্গললাভের আশা করা যায়। তৎপূর্ব্বে নহে। অনেকে আবার জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। আজ কাল যেখানে সেখানে ভগবদবতারের কথা শুনা যাইতেছে। ঈশ্বর জ্ঞানে সেসব অবতারের (?) পূজাও পৌত্তলিকতা তাহা একটী বিশেষ অপরাধ। ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জীববিশেষকে পূজা করা যায়। তাহাতে পৌত্তলিকতা হয় না।

সে স্থলে ভগবৎ প্রসাদ দ্বারা তাঁহাদের সেবা কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে শিবাদির পূজা দ্বারা পৌত্তলিকতাই বৃদ্ধি পায়। আর বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভু এই বিষয় সাধূত্তম শিবকে কৃষ্ণপ্রসাদে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হরিভক্তি বৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছু প্রার্থনা হইতে বিরত হইলে পৌত্তলিকতা হয় না। নচেৎ মুখে নিরাকার বলিয়া ভিতরে বুৎচিন্তাতেই হৃদয় ভরিয়া বুৎপরস্তের হাত এড়ান যায় না। যদি জড় ভাব মুক্ত না হয়, শুদ্ধচিদ্ভাবোদ্ভাসিত না হয়, তাহা হইলে তদ্দ্বারা নিরাকার ঈশ্বর চিন্তা করিতে গেলেও জড়ময় ধ্যান হয়, জড় দেশকাল সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাহাই ধ্যানের বিষয় হয় তাহাই বুৎপরস্ত। ধ্যান করিতে গেলেও যাহা চিন্তা করিবে তাহাই জড়, কেননা মন জড়ের অনুগত। ব্রহ্মচিন্তা করিতে গেলে কালগত ব্রহ্মের উদয় অবশ্যই বস্তু। অতএব মানস ধ্যানাদি জড় দেশ কালের অতীত না হওয়ায় জড়াতীত বস্তু পাওয়া গেল না, মৃৎজলাদি তিরস্কার করিয়া শেষে জড় দিক্ দেশাদিতে ঈশ্বর কল্পিত হইল, ভূতপূজা আবার কাহাকে বলে? চিদ্ভাবই কেবল জীবাত্মায় বর্ত্তমান। শুদ্ধভাবে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ, প্রতিমাদর্শন, ভগবল্লীলা স্মরণাদি ক্রমে উদ্দীপ্ত হয়' ক্রমে ভক্তি সঞ্চারিত হয়। শ্রীবিগ্রহ জড়চক্ষের অলঙ্ঘিত ভগবৎ-স্বরূপের প্রকাশস্বরূপ সাক্ষাৎ নিদর্শন, স্বরূপেতর বস্তু নহে। গল্প শুনা যায় "একজন অনভিজ্ঞ পুরুষ দুই হাতে দুইটী তার ধরিয়া বিষম আঘাত পাইয়াছিল। অনেক চেষ্টার পর তাহার সংজ্ঞালাভ হইলে সে ও জিনিষটা কি জানিতে উৎসুক হইল। তখন মিস্ত্রী তাহাকে বুঝাইয়া দিল ওটী ব্যাটারী। দুই তার এক হইলে বিদ্যুচ্ছক্তি উহার মধ্যদিয়া গমন করে। মনুষ্য দেহরূপ কোন তড়িৎ পরিচালক বস্তু ব্যবধানেও ঐ শক্তি সঞ্চালিত হয়। সেই শক্তির ফলে তুমি আহত হইয়া অচেতন হইয়াছিলে। তুমি অনভিজ্ঞ লোক, কলটী দেখিয়া বুঝিতে পার নাই

উহাতে কত শক্তি সঞ্চিত আছে। এক্ষণে ভুক্তভোগী হইয়া বুঝিলে ত' উহা কেমন পদার্থ।" সেইরূপ যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, ভক্তিই যে একমাত্র আরাধ্য বস্তু ইহা যাহাদের জ্ঞান হয় নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহ দেখিয়া পুত্তলিকা ছাড়া আর কি মনে করিবে? অনভিজ্ঞগণ নিরাকার নিরাকার যতই চিৎকার করুক না কেন, অভিজ্ঞগণ কখনই শ্রীবিগ্রহ সেবার আনাদরে প্রশ্রয় দিবেন না।

শ্রীবিগ্রহ সেবার অত্যাবশ্যকত্ব স্বীকৃত হইলে সেই সেবা কিরূপ এইটী পূর্ব্বপক্ষ হইয়া দাঁড়ায়। এসকল তত্ত্ব বারান্তরে আলোচিত হইবে।

শ্রীবিগ্রহ সেবারত সাধুজনকিঙ্কর
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী, এম্ এ. বিএল)
শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীমায়াপুর।

শুদ্ধভক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে)

শুদ্ধভক্তের অধিকারক্রমে ত্রিবিধ পর্য্যায় বিচারিত হইয়াছে যথা, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বা মহাভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে যঃ পূজাং শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চামূর্ত্তিতে শ্রীবিগ্রহের সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শ্রীহরি বদ্ধজীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া শ্রীমূর্ত্তিতে জগতে প্রকট হইয়াছেন সেই মূর্ত্তিকে যিনি প্রকৃতির অতীত রাজ্যে গোলোক বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিত্যবিহারশীল শ্রীভগবানের সহিত অভিন্নজ্ঞানে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে অর্চ্চন করিয়া থাকেন কিন্তু শ্রীভগবানের প্রিয়জন শ্রীবৈষ্ণব নিরূপণে

অসমর্থতা হেতু তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচর্চ্চনং এই শাস্ত্রাদেশানুসারে বৈষ্ণবের সেবা বিষ্ণু-সেবা হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও তৎসেবায় বঞ্চিত থাকেন, তিনি প্রাকৃত ভক্ত বা কনিষ্ঠাধিকারী। তিনি প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হইলেও অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত স্বস্বরূপ নির্দ্ধারণে অসমর্থ। আমরা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত সত্ত্বগুণে অবস্থানকালে রজস্তম গুণের হাত হইতে নিস্তার লাভ করিয়া শ্রীভগবানের সেবায় উদ্বুদ্ধ হইলে শ্রীভগবানের প্রকট মূর্ত্তি শ্রীবিগ্রহ সেবা করিতে উন্মুখ হই। কিন্তু আমাদের আত্মনিবেদন করিবার প্রয়াস থাকিলেও স্বস্বরূপের উপলব্ধির অভাব হেতু শ্রীভগবান্ আমাদের নিবেদন গ্রহণ করিতেছেন কি না, কনিষ্ঠাধিকারে তদ্বিষয়ের অভিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বস্তুতঃই অনভিজ্ঞ। সেই হেতু যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা অধিকারে উন্নত হইয়া সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত, ভগবানের প্রিয়জন শ্রীবৈষ্ণবের আনুগত্যে আত্মনিবেদনে প্রস্তুত হই, ততদিন আমাদের সেবা পূজা শ্রীভগবান্ গ্রহণ করেন এরূপ সুষ্ঠু বিচারের যোগ্যতা দৃষ্ট হয় না। কাজেই শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে আমাদের আবেদন গ্রাহ্য করাইতে শ্রীবৈষ্ণবচরণাশ্রয়ই একমাত্র প্রয়োজন। সেইজন্যই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন,—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া॥
কান্দিয়া কান্দিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসারানল হইতে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয়।

(ক্রমশঃ)

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

আচার ও আচার্য্য।

আচার ও আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ অপূর্ব্ব মীমাংসা। প্রত্যেক আচার ও আচার্য্যাভিলাষীকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্ব স্ব জীবনযাপন করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ।৶০।

সাধন পথ

এতদিন পরে প্রকাশিত হইল। এক্ষণে সৌভাগ্যবান্ সাধক এই নিষ্কণ্টক পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউন, তবেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিবেন। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, প্রাকৃত রসশতদূষণী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ এবং শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৶০।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৶০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মুল ও অনুবাদ মূল্য ২৲। •

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমুল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মুল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মুল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১৷০

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ৷০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মুল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ৷৶০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১৷০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত,) তত্ত্বা ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ৬৲ টাকা। বাঁধা ৭৲ টাকা।

ভক্তিসন্দর্ভ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী রচিত ষট্‌সন্দর্ভের ইহা পঞ্চম অধ্যায়। প্রথম চারি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে অভিধেয় ভক্তির সকল মীমাংসা স্থান পাইয়াছে। আকর গ্রন্থের প্রচারাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের যে দুর্গতি লক্ষিত হয় সেই অভাব এ'বার সন্দর্ভের প্রচারে পূরিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যের সহিত মূল গ্রন্থ ছাপা হইতেছে।

শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত সরল পদ্যে শ্রীধামনবদ্বীপের সকল কথা অশিক্ষিত ও শিক্ষিত সকলেরই সহজ প্রাপ্য হইবে। ছাপা হইতেছে মূল্য। ৵০ আনা।

নিবেদন।

সকলেই অবগত আছেন, ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীপাটাদি তীর্থ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। এই অভাব-মোচন-কল্পে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদনাধীনে 'মঞ্জুষা' আখ্যায় একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষ গ্রন্থ সঙ্কলনের বিপুল আয়োজন হইতেছে। কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই সুমহৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব। তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই নিকট এই বিরাট্ অনুষ্ঠানে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী সর্ব্ববিধ সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। সম্প্রতি মঞ্জুষা-সমাহৃতির খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাহকগণ আবেদন করুন্।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (ভক্তিশাস্ত্রী, এম্,এ, বি, এল,)
অধ্যক্ষ, শ্রীসজ্জনতোষণী ও শ্রীমঞ্জুষা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী ।

২৪ বর্ষ } মধুসূদন । ৪৩৫ { ২য় সংখ্যা ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ।

তত্ত্ববিদ্‌গণ তত্ত্বনিরূপণ বিষয়ে যে বৃত্তি অবলম্বন করেন তাহাকে দর্শন বলে। দর্শন দ্বিবিধ। দার্শনিক যে কালে মনোবৃত্তি দ্বারা বাহ্য আকার, গুণ ও ক্রিয়া দর্শন করেন, সেই কালে তাদৃশ দর্শনকে খণ্ডাখণ্ড ভেদে প্রাকৃত-দর্শন বলে। প্রকৃতির অতীত দর্শনের দ্রষ্টব্য বস্তু, জড় জগতের ন্যায় ভোগ্য অচিৎ না হওয়ায় চিদ্ধর্ম্মপ্রভাবে স্বতন্ত্র ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া নশ্বর প্রাকৃত দার্শনিকের দর্শন হইতে অব্যক্ত থাকেন। অপ্রাকৃত দ্রষ্টব্যে স্বতন্ত্র ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকায় প্রাকৃত দার্শনিকের চেষ্টায় অপ্রাকৃত বস্তু দৃষ্ট হন্ না। অপ্রাকৃত বস্তু নিজ স্বতন্ত্র ইচ্ছা ক্রমে প্রাকৃত আবরণ মুক্ত

দার্শনিকের দৃগ্‌গোচর হন্‌। সুতরাং প্রাকৃত দর্শন হইতে অপ্রাকৃত দর্শন ভিন্ন বা ভেদ দর্শন। প্রাকৃত দার্শনিকগণ দার্শনিক ও দৃশ্যের মধ্যে জড়-ভেদ আছে বিচার করেন। প্রাকৃত দার্শনিক বলেন, দৃশ্য বস্তু মাত্রেই প্রাকৃত, ভোগ্য বা জড় এবং জড় ও চিতের মধ্যে দৃশ্য দ্রষ্টার অভাবে নিত্য সমন্বয় নির্ব্বিশেষ অবস্থিত। প্রাকৃত দার্শনিকের সম্বল প্রাকৃত প্রত্যক্ষ। তাঁহারা আরও বলেন, প্রাকৃত পরোক্ষ তাঁহাদের দর্শনের অন্তর্গত। প্রাকৃত দার্শনিক প্রাকৃত প্রত্যক্ষ ও প্রাকৃত পরোক্ষ দৃশ্য বস্তুর ভেদাভাবকে অপরোক্ষ সংজ্ঞা দিয়া অপ্রাকৃতত্বের সহিত সমন্বয় করেন। কিন্তু অপ্রাকৃত অপরোক্ষের স্বতন্ত্র চিন্ময়তা হেতু তাঁহার প্রাকৃত চেষ্টার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় অপ্রাকৃত অপরোক্ষকে জড়বিশেষরহিত তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মোটের উপর, অচিৎ দৃশ্যের দার্শনিক নিজের জড়মিশ্র ভাবাপন্ন অবস্থা হইতে যে অপরোক্ষের ধারণা করেন, তাহাতে জড় জগতের ভেদ বুদ্ধির হেয়ত্ব অবস্থিত। প্রাকৃত অপরোক্ষানুভূতি কাল্পনিক, অচঞ্চল মনোধর্ম্মে অবস্থিত। অর্থাৎ ভোক্তৃবুদ্ধিতে ভোগের আবাহনের অন্যতম বিষয়।

অপ্রাকৃত বস্তু নির্ম্মল; তাহাতে জড়ের দেশকালপাত্রজ দোষের সম্ভাবনা নাই। তাহা নিত্যস্বরূপ, কেবলচেতনবৃত্তিবিশিষ্ট ও অপরিচ্ছিন্ন আনন্দতাৎপর্য্যময়। কেবলচেতনবৃত্তিবিশিষ্ট পরমার্থবস্তু মিশ্র-চেতনের ভোগ্যবস্তু হইবার সম্ভাবনা না থাকায় মনের দ্বারা তাহা বিজ্ঞেয় নহে, অর্থাৎ স্থূল শরীরের ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য বস্তু নহে। বস্তুটী জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য সমূহের অন্যতম না হওয়ায় প্রাকৃত দর্শন তাঁহার অমল পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে অসমর্থ। অপ্রাকৃত রাজ্যে নিত্যানন্দ বিরাজমান। সেখানে জড়-নির্ব্বিশেষের লক্ষ্য বস্তু ব্রহ্ম আভাসরূপে লক্ষিত হইলেও তাহা অনন্ত, অবিকুণ্ঠ বিশেষের অন্যতম মাত্র। প্রাকৃত দার্শনিক অপ্রাকৃত সবিশেষ

তত্ত্বকে নিজ ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করায় জড় ভোগপর মনের অপরোক্ষ বিচারেও বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইতে পারেন না। কিন্তু যেকালে অবিমিশ্র বিভু চিতের নিকট তাঁহার অচিৎমিশ্র অণুসম্বিৎ উন্মুখ হইবার চেষ্টা করেন সেই কালে ভোগ্য জড়মিশ্র ভাব পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার নিজ অচিদনুভূতি-গ্রাহ্য স্থূল ও সূক্ষ্মশরীর থাকে না। বিশুদ্ধ অণু সম্বিৎ জীব অবিমিশ্র বিভুসম্বিতের দিকে অগ্রগামী হইলেই পরমাত্মা স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তিক্রমে অণুসম্বিৎকে নিত্য দৃশ্যরূপে দর্শন দেন। যে কাল পর্য্যন্ত অশুদ্ধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া অচিতের অন্যতম জ্ঞানে পরমাত্ম-দর্শনে বদ্ধজীব ধাবমান হন, তৎকালাবধি পরমাত্ম বস্তু দৃশ্যরূপে তাঁহার অধিকৃত বিষয় হন না। দৃশ্যবস্তুর নিত্যকামনাই অণুসম্বিতের বিশুদ্ধ কামনা। অণুসম্বিৎ যেকালে বিভু সম্বিতের কামনা অবহেলন পূর্ব্বক স্বীয় অণু চেতন ধর্ম্মের ব্যবহার করিতে গিয়া বিভুবিমুখ জড় ভোগপর হন, তখনই তাঁহার জীবাত্ম-নিজত্বে বৈষ্ণবেতর প্রতীতি। বৈষ্ণবেতর প্রতীতির মূলভূমি প্রাকৃত মন এবং অস্ত্র শস্ত্র ভোগপর জড়েন্দ্রিয় সমূহ। সেই কালেই অণুসম্বিতের ভগবদ্বস্তুর মায়াশক্তিপারণতি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকেই সবিশেষ নিত্য চিদানন্দ তত্ত্ব বলিয়া ভ্রান্তি ঘটে। অণুসম্বিতের নিজত্বে বৈষ্ণবপ্রতীতি দ্বারা বিষ্ণু দৃষ্ট হন। সবিশেষ বিষ্ণু বস্তুই বৈষ্ণবের নিত্য-চিদানন্দ বৃত্তিত্রয়ের আরাধ্য। অবৈষ্ণব প্রতীতিতেই জড়-নির্ব্বিশেষ বৌদ্ধবাদ প্রতিষ্ঠিত। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মায়াবাদে অজড়-নির্ব্বিশেষবাদের জড়চেষ্টা দ্বারা কল্পনা দেখা যায়। জড়াজড়-নির্ব্বিশেষবাদেও গৌণ ভাবে ভোগ-কামনা বর্ত্তমান। সবিশেষ বিভুবস্তুর নিত্য কাম অণুসম্বিতের নিত্য কামের সহিত অভিন্ন। যে কালে জীবাত্মা পরমাত্মভক্তিরহিত হন তৎকালেই তিনি বিষ্ণুমায়ার রজ্জুবদ্ধ বলীবর্দ্দ অর্থাৎ স্বয়ং বৈকুণ্ঠ বস্তুকে মাপিয়া লইয়া ভোগ করিবার জন্য ব্যস্ত। অণু সম্বিৎ জীবাত্মার বৈকুণ্ঠ-সেবনবৃত্তি নিত্য, কেবল চিন্ময়,

ও অপরিচ্ছিন্ন আনন্দময়ী। জীবাত্মার মাপিয়া লইবার বৃত্তিই পরমাত্ম-বিমুখতা। সচ্চিদানন্দ বস্তুকে মায়ানির্ম্মিত নিজ জড়ভোগময় আধার বলায় তাহা কুবিচার মাত্র। সেব্য ভগবানে সর্ব্বতোভাবে সেবন বুদ্ধিতে নিত্য অবস্থিত হইয়া সেবকাভিমানেই সবিশেষ বিষ্ণুর কামনা বা প্রীতি জীবের নিত্য শুদ্ধ চিদানন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে। জড়ানন্দ বা প্রাকৃতিক-দার্শনিকের লাগিত প্রেম কখনই বিষ্ণুপ্রীতির সহিত সমবস্তু নহে। প্রাকৃত নির্ব্বিশেষ দার্শনিক এবং অপ্রাকৃত নির্ব্বিশেষ দার্শনিক উভয়েই বিষ্ণুপ্রীতির অনুসন্ধান না করিতে পারিয়া জড়েন্দ্রিয় চালিত হইয়া স্বীয় মায়িক ভোগ বা ত্যাগকেই বহুমানন করেন। ভগবান্ স্বীয় করুণাময়রূপ না দেখাইলে কেহই তাঁহার মধুর কামদেব মূর্ত্তি দেখিতে সমর্থ হন না। ইতর বাসনা আসিয়া জীবকে শ্যামসুন্দর দর্শনে বাধা দেয়, কিন্তু শ্রীগৌর-সুন্দরের উদার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির দর্শন করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহাতেই মধুর চেষ্টার মুরলী নিঃস্বন প্রকৃত্যতীত জীবের অপ্রাকৃত শ্রীবৃন্দাবনে জীব মনের সমাধি দিবে। জীবের নির্ম্মল মন নিত্য বৃন্দাবনে লীন হইলেও কামদেবের বাসনা হইতে অন্য বাসনায় চালিত হইয়া অনিত্যকালে বিপথগামী হয় না। সচ্চিদ্বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশমালায় কৃষ্ণ-জ্ঞানের পারতম্য আবদ্ধ। পরমাত্মজ্ঞান সেখানে পূর্ণাপূর্ণ বিচারে অসম্পূর্ণ এবং ব্রহ্মজ্ঞান বস্তুর সান্দ্র-তারল্য-বিচারে অস্ফুট বা তরল। এ সকল কথা অণু সম্বিৎ জীব স্বীয় ব্রাহ্মণতায় উন্নতিক্রমে সত্তযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভজন আরম্ভ করিলেই চরমকল্যাণ লাভ করিবেন। নিত্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানে ব্রাহ্মণ অনেক সময় নির্ব্বিশেষে প্রাকৃত দর্শনে আবদ্ধ থাকিয়া যোগী হইতে অসমর্থ হন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞানে সম্পন্ন হইয়া পরমাত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইলে তিনি যোগী হইতে পারেন, আবার সত্তযুক্ত হইয়া বিষ্ণুর প্রেম-সেবায় নিযুক্ত হইলে বৈষ্ণবতাপর্য্যন্ত নিজত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারেন।

জীবমাত্রেই সচ্চিদানন্দ বৈষ্ণব, কিন্তু সেবন-ধর্ম্মের হ্রাস হওয়ায় যোগী এবং রহিত হওয়ায় নির্ব্বিশেষ জ্ঞানপর ব্রাহ্মণ, পরে অবনত হইয়া তাঁহার সগুণ ব্রাহ্মণতা।

বৈরাগ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিকাশ-ক্রম যে পর্য্যন্ত না অবলম্বিত হয়, সে পর্য্যন্ত কিছুই হয় নাই বলিলেও হয়। ভেকমাত্র গ্রহণ করিয়াই আমাদের আত্মবিকাশ-ক্রম উদয় হইয়াছে, এরূপ মনে করিলে আত্মবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হয় না। আমাদের সাধক অবস্থায় এ বিষয়টী প্রতিদিন সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। প্রতিদিন সতর্ক হইবার সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে একটী পদ্ধতি বলিয়াছেন, যথা—

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্রচৈষ ত্রিক এক: কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসং॥

আমাদের প্রতিদিন দেখা উচিত ও যে আমাদের শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই পরিমাণে আমাদের বৈরাগ্য ও সম্বন্ধ-জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে কি না। যদি না হয়, তবে জানিতে হইবে যে, আমাদের ভক্তিচেষ্টায় কৈতব আছে। সেই কৈতবকে বহু যত্নে দূর করিতে হইবে। ইহারই নাম ক্রমোর্দ্ধ-গমন।

এই বৈরাগ্য-কাণ্ডে এখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞাগুলি অনুশীলন করিতেছি। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্য খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে :—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি প্রীত হন গৌর ভগবান্॥

পুনরায় ঐ গ্রন্থের মধ্যে ২৩ পরিচ্ছেদে :—

সনাতনের বৈরাগ্যে প্রভুর আনন্দ অপার।

মধ্য ২৩ পরিচ্ছেদে—

যুক্তবৈরাগ্য-স্থিতি সব শিখাইল।
শুষ্ক বৈরাগ্য-জ্ঞান সব নিষেধিল॥

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন :—

বৈরাগ্য-বিদ্যা নিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ শরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে অবশেষে বলিয়াছেন :—

শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ॥

এই শ্লোকেও জ্ঞান, বিরাগ ও ভক্তির ক্রিয়া দ্বারা যে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ক্রিয়াস্থিতি তাহা কথিত হইল। বৈরাগ্য সহজ-ভক্তির একটী অবান্তর ফল তাহা বুঝিতে পারিলে আর বৈরাগ্যের জন্য পৃথক প্রয়াস থাকিতে পারে না। যাঁহারা ভক্তিতে স্থিতি লাভ না করিয়াই বৈরাগ্যের প্রয়াস করেন তাঁহাদের জীবন বৃথা হইয়া পড়ে এবং অবশেষে উৎপাত আসিয়া তাঁহাদিগকে স্থান ভ্রষ্ট করে।

ন যস্য কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতোহি সঃ॥

দেহ-যাত্রার জন্য যত প্রকার কর্ম্ম করা যায় এবং সমাজ-যাত্রার জন্য যে সকল নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকে, সেই সমস্ত যদি ধর্ম্ম উদ্দেশে না কৃত হয় তবে নিতান্ত হেয়। ধর্ম্ম উদ্দেশে কৃত হইলে কর্ম্মকে ধর্ম্ম বলি। ঐ ধর্ম্ম যদি বিরাগের উদ্দেশে না করা যায় তাহাহইলে তাহাও নিতান্ত হেয়। বিরাগের জন্য যদি ঐ সমস্ত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করা যায় তখন ঐ ধর্ম্মকে বৈরাগ্য বলি। বৈরাগ্যও যদি ভগবৎসেবার উদ্দেশে না করা হয় তাহাও নিতান্ত হেয়। সেরূপ বৈরাগীও জীবিত অবস্থায় শবতুল্য অকর্ম্মণ্য পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মহাপ্রভু-প্রতিষ্ঠিত মতে ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশে অর্থাৎ ভক্তির অবান্তর ফল স্বরূপ জানিয়া বৈরাগ্য স্বীকার না করিলে মঙ্গল নাই। সুতরাং বৈরাগ্য প্রয়োজন তত্ত্বে স্থান না পাইলেও তাহা সাধু লোকের অবশ্য লভ্য ধর্ম্ম বিশেষ। ভক্তিমান্ পুরুষকে অবশ্য বৈরাগী হইতে হইবেই হইবে। যাঁহার যতটুকু ভক্তি তাঁহার ততটুকু সহজ বৈরাগ্য। যে স্থলে অধিক ভক্তি দেখা যায় অথচ বৈরাগ্য নাই, সে স্থলে মূলে ভক্তি-সম্বন্ধে নিশ্চয় সন্দেহ করিতে হইবে।

ভক্তি যখন বিশেষ বল লাভ করেন, তখন বৈরাগ্যও প্রবল হইয়া ভক্তের সংসার ছেদন করেন। ক্রমে ক্রমে মায়া বন্ধন হইতে সহজ মুক্তি, নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য তাহা আসিয়া উপস্থিত হয়। গীতায় বলিয়াছেন:—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥

জড় সম্বন্ধে নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মসাযুজ্য হইবামাত্র ভক্তের ভক্তি ভাবা-

ভক্তিতে নিতান্ত অনুগত হইয়া সন্তান বা নিতান্ত সেবকের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিল। বৈরাগ্য বা মুক্তি আর স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে পরিলক্ষিত হইল না। কর্ম্ম সকল যেরূপ নৈষ্কর্ম্ম্যরূপে পরিপাক হইয়া ভক্তি হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্য নিজ নিজ ক্রিয়ার পরিপাকে ভক্তির সহিত সারূপ্য ও ক্রমশঃ সাযুজ্য লাভ করে। ভক্তিই নিত্য, অনাদি ও অনন্ত। কর্ম্ম, বৈরাগ্য ও বিবেক এ সকলই অনিত্য, সুতরাং নিত্যধর্ম্মে পরিণতি লাভ করে। তখন এইরূপ কৃষ্ণে প্রেমভক্তি, কৃষ্ণেতর জীব সকলকে কৃষ্ণদাস বলিয়া ভ্রাতৃজ্ঞান, এবং কৃষ্ণেতর বস্তুতে বৈরাগ্য এবং কৃষ্ণপ্রীতি-কামে কর্ম্মচেষ্টা এই মাত্র স্থিতি হয়।

এখন কেহ কেহ এরূপ মনে করিতে পারেন যে, সংসারে অবস্থিত হইয়া বস্তুসিদ্ধি পর্য্যন্ত এই সমস্ত সাধিত হইতে পারে, তবে কৌপীনাদি গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? নিদাঘ, রিভু, জনক, রামানন্দ, শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতির ন্যায় স্ত্রীপুত্র লইয়া প্রেমভক্তির সাধন করিলেই যখন হয়, তখন পৃথক ত্যাগাবস্থার প্রয়োজন কি? বৈরাগ্যাশ্রমে কিছু আহার্য্য সংগ্রহ ও কিছু পরিমাণ অর্থেরও প্রয়োজন, তবে গার্হস্থ্যধর্ম্মে ও বৈরাগ্যাশ্রমে ভেদ কি? উত্তর এই যে, বৈরাগ্যাশ্রমে অনেকটা অর্থ-চেষ্টার লাঘব আছে। অল্পেই অভাব মোচন হয়, নিরন্তর অর্থ-সঞ্চয়ের জন্য উদ্বেগ থাকে না। অকিঞ্চন-বেশে অনেক প্রকার বস্ত্র-সংগ্রহের প্রয়োজন থাকে না। এই জন্যই সনাতন গোস্বামী ভেক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রভু তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন রামানন্দকে :—

ইহার যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম॥
তোমার যৈছে বিষয়-ত্যাগ, তৈছে তার রীতি।

সনাতনে কহিল তুমি যাহ বৃন্দাবন।
তোমার দুই ভাই তথা করিয়াছে গমন॥
কাঁথা করঙ্গিয়া মোর কাঙ্গাল ভক্তগণ।
বৃন্দাবনে আইসে তার করিহ পালন॥

গৃহস্থাশ্রমেই যে ভক্তি বলে বৈরাগ্য সাধিত হয়, এ কথা সত্য বটে, তথাপি শ্রীমহাপ্রভু রঘুনাথকে এরূপ বলিয়াছিলেন :—চৈঃ চঃ অন্ত্য ষষ্ঠে

প্রভু কহে কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমাকে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে॥
তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভব-বন্ধ॥
হেন বিষয় হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিল তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা॥

অবস্থাবিশেষে সংসারত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য-আশ্রম গ্রহণ করা যে মহাপ্রভুর অভিপ্রায়, ইহাতে আর সংশয় কি? মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে ফল্গুবৈরাগ্য-পরিত্যাগ ও যুক্তবৈরাগ্যের স্বীকার করায় যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্বিষয় কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। যুক্তবৈরাগ্য ও ফল্গুবৈরাগ্যের ভেদ বিচার করিয়া না রাখিলে সংশয় দূর হয় না। শ্রীরূপ গোস্বামী যুক্তবৈরাগ্যের এই লক্ষণ করিয়াছেন :—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

ফল্গুবৈরাগ্যের লক্ষণ যথা :—

প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় সমস্ত বিষয়কে কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধ করিয়া অনাসক্তভাবে যথাযোগ্য বিষয়গ্রহণ করাকে যুক্তবৈরাগ্য বলা যায়। ইন্দ্রিয়গণ স্বাভাবতঃ বিষয়ে অবশ্য বিচরণ করিবে। কৃষ্ণার্চ্চনপদ্ধতি যাহা পূর্ব্ব মহাত্মগন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, এই সকল ক্রিয়ায় বিষয়কে কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়া সরলভাবে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ করিলে কৃষ্ণ-সংসারে থাকিয়া ক্রমশঃ বৈরাগ্য হইতে পারে। শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত দেখ।

পক্ষান্তরে, এই প্রকার হরিসম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত বস্তু সকল ও ব্যক্তিগণকে প্রাপঞ্চিক বুদ্ধি করিয়া বিষয়বন্ধ হইতে মুক্তির চেষ্টায় যে বৈরাগ্য-পন্থা করা যায়, তাহাই ফল্গু বৈরাগ্য। প্রথম সাধন-কালে প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ-ত্যাগ করিয়া কি প্রকার সাধন হয় এবং সেই সাধন কতদিনই থাকিতে পারে? ফল পাইবার কোন আশা সে সাধনে নাই।

ভক্তি-বিকাশের ক্রম-বিচারেই এ কথা দেখা যাইবে। আদৌ সংসারী জীব কোন সুকৃতিক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে শ্রদ্ধা লাভ করেন। কৃষ্ণভক্তি আমার নিত্য ধর্ম্ম এবং তদতিরিক্ত আমার নিত্য লাভ আর কিছুতেই নাই, এরূপ সাধু উপদেশে যে বিশ্বাস তাহার নাম শ্রদ্ধা। সেই শ্রদ্ধা উদয় হইলে সাধুগুরু-সঙ্গ করিতে হয়। তাহাতে ভগবানের ভজন শিক্ষা ক্রমশঃ হইয়া থাকে। নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত ভজন করিতে করিতে অনর্থ সকল নিবৃত্ত হয়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াং॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।

হৃদ্দৌর্ব্বল্যাপরাধোঽসত্তৃষ্ণা তত্ত্ববিভ্রমঃ।
স্বতত্ত্বে পরতত্ত্বেচ সাধ্যসাধন-তত্ত্বয়োঃ॥
বিরোধী বিষয়েচৈব তত্ত্বভ্রমশ্চতুর্ব্বিধঃ।
ঐহিকেষ্বেষণা পারত্রিকেষু চৈষণাঽশুভা॥
ভুক্তিবাঞ্ছা মুমুক্ষাচ হ্যসত্তৃষ্ণা চতুর্ব্বিধাঃ।
কৃষ্ণনাম-স্বরূপেষু তদীয়-চিৎকণেষু চ॥
জ্ঞেয়া বুধগণৈর্নিত্যমপরাধা শ্চতুর্ব্বিধাঃ।
তুচ্ছাসক্তিঃ কুটীনাটী মাৎসর্য্যং স্বপ্রতিষ্ঠতা॥
হৃদ্দৌর্ব্বল্যং বুধৈঃ শশ্বজ্ জ্ঞেয়ংকিল চতুর্ব্বিধং।

এই সমস্ত অনর্থের মধ্যে স্বরূপবিভ্রমই প্রধান অবিদ্যাবান্ধন কার্য্য। যথা :—

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥

আমি অমুক শর্ম্মা, আমার কর্ম্ম এই এই বিষয়-ভোগ,—এই যে জড়ে অহঙ্কার, ইহা হইতেই যত উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে। ভজন করিতে করিতে যে অহঙ্কারের ক্রম-নিবৃত্তি, তাহাকে বৈরাগ্য বলি এবং ঐ অহঙ্কারের পূর্ণ নিবৃত্তির নাম মুক্তি। সুতরাং মুক্তি ও বৈরাগ্য একই তত্ত্ব। ক্রমগতিতে প্রথমে বৈরাগ্য ও চরমে মুক্তি হইয়া পড়ে। মুক্ত পুরুষেরই প্রেমভক্তি লাভ হইতে পারে।

এই ভয়ঙ্কর সংসার-বন্ধনকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে ছেদন করা দুঃসাধ্য, সুতরাং ইতর বিষয়ে যুক্তবৈরাগ্য না করিলে ভজন হয় না, এবং ভজন না হইলেও প্রয়োজন-সিদ্ধি হয় না। অবিচারিত বিধানের দ্বারা যাঁহারা সমস্ত সংসারবন্ধনকে নাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই ফল্গু বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া চরমে নৈরাশ্য ভোগ করিতে থাকেন।

এবং নির্ব্বিষয়ং চেতঃ ক্রমাদ্ভবতি নান্যথা।
ক্রমং বিসৃজ্য রভসাদারুরুক্ষুঃ পতত্যধঃ॥

ভজনবিকাশ-ক্রম যিনি ভালরূপ বুঝিলেন না, তিনি অবশ্য আরুরুক্ষু-অবস্থা হইতে অধঃপতিত হইবেন, ইহা নৈসর্গিক ধর্ম্ম। সুতরাং ভজন-কারীর পক্ষে যুক্তবৈরাগ্য নিতান্ত অবলম্বনীয়। ভজন পক্ক হইতে হইতে দুইটী অবস্থায় সাধক কৌপীন ধারণ পূর্ব্বক গৃহত্যাগ করিতে পারেন।

ভজন হইতেছে, কিন্তু সে সময় গৃহ তাঁহার পক্ষে, যদি ভজন-বিরোধী হয়, একথাটী সাধু সাধক, সে সময়ে স্বীয় সদ্বুদ্ধি এবং সদ্‌গুরু-উপদেশ আশ্রয়পূর্ব্বক বুঝিয়া লইবেন।

সম্পূর্ণ বিরাগ হইয়াছে, আর গৃহ ভাল লাগে না, এইরূপ স্থির বৈরাগ্য হৃদয়ে উদয় হইলে গৃহত্যাগ করিতে পারেন।

কৃষ্ণভজনের স্বভাব ও তাৎপর্য্য বুঝিয়া নির্ব্বন্ধিনী মতির সহিত যিনি ভজন আরম্ভ করেন, অতি অল্প কালের মধ্যে তাঁর ভক্তিবিষয়িণী শ্রদ্ধা অনেকটা অনর্থহীন হইয়া পরে নিষ্ঠা হইয়া পড়ে ও নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়।

সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্ব্বন্ধিনী মতিঃ।
অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ॥

ভজন চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে অনর্থ আরও অধিক পরিষ্কৃত হওয়ায় ভক্তিবিষয়িনী নিষ্ঠা রুচি হইয়া পড়ে। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তি বিষয়িনী রুচি ক্রমশঃ আসক্তি হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয়িনী আসক্তি ভাবরূপা হয়। ঐ প্রক্রিয়াক্রমে ভক্তিবিষয় ভাব রতি হয়; ভাব রতি ক্রমশঃ ঐ প্রকারে ভক্তিরস হয়। ইহাই ভক্তির বিকাশক্রম।

কৃষ্ণকৃপায় ভক্তির স্বরূপে উঁহাদের সাযুজ্য সিদ্ধি হয়। তখন অখণ্ড প্রেম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদয় হইয়া অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ স্বীয় জ্যোৎস্না বিস্তারপূর্ব্বক সাক্ষাৎ শ্রীব্রজরসকে উদয় করায়।

ভজনের বিকাশের স্বরূপ কি, ইহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। কৃষ্ণ ও তদীয় সমস্ত পরিচয় অপ্রাকৃত, পূর্ণ, সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব। জীব ঐ তত্ত্বসূর্য্যের কিরণকণ হইয়া সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিবার যোগ্যপাত্র। সম্প্রতি জীবের মায়াবদ্ধ অবস্থায় স্বীয় স্বরূপ, কৃষ্ণ-স্বরূপ ও তদুভয়ের সংযোগস্বরূপ জৈবজ্ঞানে বিপর্য্যয়-ধর্ম্ম ভোগ করিতেছে। ঐ বিপর্য্যয়-ভাবটী দূরীভূত হইয়া স্বরূপ-ভাবের উদয় করার যে চেষ্টা তাহার নাম সাধন-ভজন। উদয় হইলে ভাব-ভজন ও সম্পূর্ণ উদয় হইলে প্রেম-ভজন আসিয়া পড়ে।

সাধন-ভজন কেবল অপ্রাকৃত তত্ত্বানুসন্ধানরূপা চেষ্টা। বদ্ধজীবে যে লুক্কায়িতপ্রায় অপ্রাকৃত শুদ্ধভাব আছে, তাহাকে উদ্‌ঘাটন করিতে সাধনের দৃঢ় প্রবৃত্তি। এরূপ সাধন না করিলে জীব পুনরায় স্বীয় অপ্রাকৃত স্বভাব পাইতে পারেন না। এই কার্য্যে কিছু শুদ্ধচেষ্টা ও কিয়ৎ পরিমাণে কৃষ্ণ-কৃপার প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াটী বাক্যের দ্বারা বর্ণন ও অবিদ্যাবদ্ধ মনের দ্বারা চিন্তন দুঃসাধ্য হইয়াছে। সুকৃতিমান্ সাধক সদ্গুরুর ভক্তিভাব ও চরিত্র অনুকরণপূর্ব্বক যখন অত্রস্থ মায়িক দ্রব্য, দেশ, কাল, দেহ, চিন্তা, গৃহ, ভোজন, আচ্ছাদন ইত্যাদিতে অপ্রাকৃত ভাবকে নিশ্রিত করিয়া ভজন করেন, তখন অকিঞ্চন হইয়া কৃষ্ণচরণে শরণাপত্তি সহকারে অকৈতব অন্তঃদুঃখ নিবেদন করেন। তখন কৃষ্ণ কৃপা করিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি করিয়া দেন। সেই তত্ত্বের আলোকে সাধকের অপ্রাকৃত চক্ষু ক্রমে উন্মীলিত হইয়া পড়ে।

ব্রহ্মসংহিতায় যথা :—

অদ্বৈতমচ্যুতমনাদি অনন্তরূপ-
মাদ্যং পুরাণং পুরুষং নবযৌবনঞ্চ।
বেদেষু দুর্ল্লভমদুর্ল্লভমাত্মভক্তৌ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥
প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন
সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

এইরূপ কৃপা-দর্শন হইলে প্রকৃত অপ্রাকৃত ভজন হইতে থাকে ও বিকাশ সহজে হয়। বহির্ম্মুখ-চেষ্টা অসতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য, জাড্য ও অসৎ-সঙ্গ, এইগুলি অপ্রাকৃত চেষ্টার মহাপ্রতিবন্ধক। মূলকথা এই যে, প্রাকৃত চেষ্টায় অপ্রাকৃত লাভ হয় না। কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী মতি থাকিলে অপ্রাকৃত দেশকালদ্রব্যেও কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনা চেষ্টা হইতে পারে, তদাশ্রয়ে প্রাথমিক ভজন হয়, কিন্তু প্রাথমিক ভজনকালে সাধুগুরুকৃপায় যিনি কৃষ্ণনির্ব্বন্ধিনী মতিকে বরণ করিতে ইচ্ছা না করেন, তাঁহার আর উপায় নাই। এই জন্য বিশেষ যত্নসহকারে সদ্গুরুবরণেই সমস্ত লাভ হয়। অসদ্গুরু-বরণ-স্থলে কেবল নিষ্ফল লৌকিক সাধনমাত্র হইয়া থাকে।

ভাগবতে শ্রীশুকদেব দৃঢ়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা
স্তির্য্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতিধারণা যে॥

যাঁহারা বিশুদ্ধ সাধনভজন ও সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গকে অবহেলা করেন, তাঁহাদের ভজনের ফল ভাল হয় না। হৃদয় কঠিন হইয়া কৈতব-যুক্ত হইয়া যায় এবং অপ্রাকৃত ভাবকে স্পর্শ করে না; যথা শ্রীশুকবাক্যে—

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ॥

এখন বৈরাগ্যাশ্রিত মহাত্মদিগের ব্যবহৃতি সম্বন্ধে যে দুইটী আচার্য্যশিক্ষা ও শাস্ত্রশিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি :—

শুনি তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলা বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা॥
বৈরাগী করিবে সদা নামসংকীর্ত্তন।
মাগিয়া লইয়া করে জীবন রক্ষণ॥
বৈরাগী হইয়া যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥
বৈরাগী হইয়া করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥
বৈরাগীর কৃত্য সদা নামসংকীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না পরিবে আর ভাল না খাইবে॥
অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥

শাস্ত্রবাক্য, যথা ভাগবতে—

প্রাণবৃত্ত্যৈব সন্তুষ্যেন্মুনি র্নৈবেন্দ্রিয়প্রিয়ৈঃ।
জ্ঞানং যথাননশ্যেচতি নাবকীর্য্যেত বাঙ্মনঃ॥

শ্রীমহাপ্রভু-বাক্য যথা, শ্রীচৈতন্তচন্দ্রোদয় নাটকে :—

নিষ্কিঞ্চনস্থ ভগবদ্ভজনোন্মুখস্থ
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্থ
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥
শিষ্যানৈনৈবানুবধ্নীয়াৎ গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥
অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদন-সাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥
শোকামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্থ মানসং।
কথং তস্থ মুকুন্দস্থ স্ফুর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥
যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাত্তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

তাৎপর্য্য এই, বৈরাগ্যচিহ্ন কৌপীন গ্রহণানন্তর বনবাস বা ভক্ত-দিগের দেবালয়ে বা বিশুদ্ধতীর্থে বাস, বিষয়ি-সঙ্গ-পরিত্যাগ এবং প্রত্যহ কৃষ্ণ যাহা দেন, তাহাতেই দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া দিনযাপন, অসঞ্চয় ও যথা লাভে সন্তুষ্ট হওয়া আবশ্যক ও কাহার সহিত বা অন্য প্রকার সঙ্গ না করিয়া দিবারাত্র কৃষ্ণ কীর্ত্তন করা প্রয়োজন। মৃত্যু হইলে দেহের কি হইবে, সেবিষয়ে চিন্তা করা উচিত নহে।

যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।

যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ।
আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥

—নারদীয় পুরাণে।

শরীরধারণোপযোগী যে বিষয় পাইলে সহজে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, সেই বিষয়ের প্রতিগ্রহ বা স্বীকারকে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা বলে। ইহা বৈষ্ণবীদীক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রয়াসীর পালনীয় বৈধ চতুঃষষ্টি ভক্ত্যাঙ্গসমূহের অন্যতম। বিষয়ের অধিক এবং অল্প-সংগ্রহ উভয়েই দোষের কারণ। অধিক বিষয়-সংগ্রহে জীবের বিষয়াভিনিবেশহেতু বিষয়াসক্তি হয় এবং তৎফলে জীব শ্রীকৃষ্ণসেবা ভুলিয়া ঘোর বিষয়ী হয়। আবার বিষয়ের অত্যল্প সংগ্রহে জীবের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হওয়ায় ঐকান্তিক শ্রীকৃষ্ণভজনের বাধা উপস্থিত হয়।

বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব জানাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বিষয়, শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা বা মায়া শক্তির প্রকাশ এবং তজ্জন্য জীবের কৃষ্ণবিস্মৃতিরূপ অবিদ্যা-বন্ধনের হেতু। নিত্য কৃষ্ণভোগ্য জীব, বিষয়াভিনিবেশে ভোক্তাভিমানে মত্ত হয় এবং সেই বিষয়-মোহে ভুলিয়া স্বীয় নিত্যধর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণসেবা ত্যাগ করিয়া অনিত্য সুখ-ভোগাশায় মায়িক জগতে আগমন করে। পরে সংসারে আসিয়া স্বস্বরূপ-বিস্মৃতিতে দেহ ও মনের সুখভোগোদ্দেশক শুভা-শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বর্গ ও নরক ভোগ করিতে থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয় যে, জীবকে মহাক্লেশ প্রদান করে তাহা বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত জীবের উপলব্ধি হয় না। পুরীষের কীট যেমন পুরীষাস্বাদনে মত্ত হইয়া পুরীষের ভিতরেই অবস্থান করে, এবং উহা যে নিতান্ত ঘৃণ্য পদার্থ এবং অসার তাহা বুঝিতে না পারিয়া পুরীষাস্বাদনে নিজকে ধন্য মনে করে, সেইরূপ বিষয়ী বিষয়ভোগ

কীটের ন্যায় মহানন্দে নিতান্ত ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠাস্বাদনে প্রমত্ত হয়। সেই বিষয়াভিনিবিষ্টচিত্ত জীব তখন বুঝিতে পারেনা যে, বিষয়ই তাহার অলক্ষিতে তাহাকে স্বস্বরূপ-বিস্মৃতির অতল বারিধিতলে লইয়া যাইতেছে। যথা—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব হয় মহা অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥

—(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ)।

তাই বিষয়তত্ত্বজ্ঞাতৃগণ বিষয়কে "বিষ" আখ্যা দিয়া থাকেন। বিষ-সেবনে জীবের যেমন প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ বিষয়-সেবায় জীবের আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের লোপ হয়। অহো, বিষয় যে কি ভয়ঙ্কর, তাহা আমরা বিষয়ের ভিতরে থাকিয়া কি প্রকারে উপলব্ধ করিব? আমরা নিষ্কিঞ্চন অকিঞ্চন বৈষ্ণব-কুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের হৃদয়গ্রাহী গীতি হইতে বুঝিতে পারি—

বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর-কীর্ত্তনরসে মগন না হইনু॥

এহেন ভগবৎসেবা-ভুলান বিষয়, কিভাবে গ্রহণ করিলে জীবের শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের ব্যাঘাত না হইয়া বরং উত্তরোত্তর সেবাভিলাষ বৃদ্ধি পায়, তাহাই আলোচ্য।

সর্ব্বশাস্ত্রতাৎপর্য্যালোচনায় আমরা দেখিতে পাই, ভোক্তাভিমানই জীবের সংসার-বন্ধনের হেতু। জীব স্বস্বরূপে নিত্য কৃষ্ণভোগ্য হইয়া কাল্পনিক ভোক্তাভিমানে সংসারের যাবতীয় বস্তু ভোগ্য-জ্ঞানে অনিত্য দেহ ও মনের সুখ-ভোগোপকরণ বিষয় সংগ্রহ করে। কিন্তু দেহ, মন ও বিষয় অনিত্য বিধায় ভোক্তাভিমানে মত্ত জীবের ভোগ পূরণ না হওয়ায়, বিষয় হইতে বিষয়ান্তর-সংগ্রহে ব্যস্ত হইতে হয়। এইরূপ বিষয়ের প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি ও

প্রাপ্ত বিষয়ের পুনঃ নাশ হওয়ায় জীব ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিষয়সাগরে হাবুডুবু খাইতে থাকে। কিন্তু সৌভাগ্য ফলে যখন সেই জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তখন জীব জানিতে পারেন যে, জীব নিজেই, এমন কি চরাচর যাবতীয় বস্তুই শ্রীকৃষ্ণভোগ্য। নিজে অপরের ভোগ্য হইয়া স্বীয় ভোক্তার ভোগ্য অন্য দ্রব্যে ভোগবুদ্ধিহেতু জীবের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। তিনি তখন জানিতে পারেন—

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্॥

তাই, সেই ভাগ্যবান জীব, তখন সর্ব্বথা শরণাপত্তিতে নিজ নিত্য ধর্ম্মাভ্যুদয়ের জন্য ঐকান্তিক চেষ্টাবিশিষ্ট হন। তিনি তখন শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল বিষয় সংগ্রহ করিয়া সংগৃহীত বিষয় দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই করেন এবং পরে সেই অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রসাদ বস্তুর দ্বারা নিজের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তখন তাঁহার সংসার, ভোগময় মায়ার সংসার থাকেনা, কৃষ্ণের সংসার হইয়া যায়, কারণ তখন তিনি মায়ার কাল্পনিক ভোক্তা নহেন, নিত্যকৃষ্ণভোগ্য অস্বতন্ত্র জীব। শরণাগত ভক্তের জীবন যে কত ধন্য, তিনি যে কৃষ্ণকে কি ভাবে সেবা করেন তাহা আমরা দিব্যসূরী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'শরণাগতি' গীতিতে দেখিতে পাই—

আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই।
তুমিই আমার মাত্র পিতা বন্ধু ভাই॥
বন্ধু দারা সুত সুতা তব দাসী দাস।
সেইত সম্বন্ধে সবে আমার প্রয়াস॥
ধন জন গৃহ দ্বার তোমার বলিয়া।
রক্ষা করি আমি মাত্র সেবক হইয়া॥

তোমার কার্য্যের তরে উপার্জ্জিব ধন।
তোমার সংসার-ব্যয় করিব বহন॥
ভাল মন্দ নাহি জানি সেবা মাত্র করি।
তোমার সংসারে আমি বিষয়-প্রহরী॥
তোমার ইচ্ছায় মোর ইন্দ্রিয়-চালনা;
শ্রবণ দর্শন ঘ্রাণ ভোজন বাসনা॥
নিজ সুখ লাগি কিছু নাহি করি আর।
ভকতিবিনোদ বলে তব সুখ সার॥

সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণসেবাভিলাষী হইয়া সেবোদ্দেশে পরিমিত বিষয় সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করাই বিষয়ত্যাগের উপায় এবং যাবদর্থানুবর্ত্তিতা। ভক্তিদেবী কৃষ্ণাশ্রিতা, সুতরাং, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণী। তাই, ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবানুষ্ঠান ব্যতীত জীবহৃদয়ে ভক্তিদেবীর আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃত' গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥

অত্যাহার শব্দে অধিক আহরণ, সংগ্রহ বা সঞ্চয়-চেষ্টা।

ঐকান্তিককৃষ্ণাশ্রয়সাধুচরণ-রেণু প্রার্থী
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী, সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তিশাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য
নারায়ণপুর, পাঁজিয়া পোঃ (যশোহর)

ষড়্দর্শন-সঙ্ক্ষেপ।

(পূর্ব্ববৃত্তানুক্রমে)

দর্শন বিচারের পূর্ব্বে পাঠকগণকে 'চরম কল্যাণ কি?'-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করি। স্বীয় কর্ত্তব্য বিচার করিয়া লইয়া পরে জগতের ভিন্ন ভিন্ন মত তুলনামূলে বিচার পূর্ব্বক স্বীয় শ্রদ্ধার দৃঢ়তা বিধান ও মতান্তরগুলির নিরসন জন্য ক্রমে ষড়্দর্শন বিচারিত হইতে থাকুক। নচেৎ "সর্ব্বজ্ঞ হইয়া কিছুতেই বিজ্ঞ নহে" এরূপ অবস্থা আবাহন করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে।

সাংখ্য।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে যে কপিল মুনির কথা দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি শ্রীভগবদবতার, সত্যযুগে মহর্ষি কর্দ্দমের পুত্র। তাঁহার মাতা দেবহূতিকে উপদেশচ্ছলে তিনি জগতে সাংখ্যমত প্রবর্ত্তন করেন, শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ইহারই আভাস পাওয়া যায়, নচেৎ তিনি কোন বিশেষ মত গ্রন্থনিবদ্ধ করিয়া যান নাই। আমরা সাংখ্য-দর্শনকার বলিয়া যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ববাদী কপিল ঋষিকে দেখিতে পাই, তিনি ত্রেতাযুগে অগ্নিবংশ-সঞ্জাত। ইনিই সগরবংশ ধ্বংস করেন। তিনি কর্দ্দম কপিলের সাংখ্য-মতের সার সঙ্কলন করিয়া সাংখ্য-দর্শনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু, অনেক স্থলে প্রাচীন মত হইতে এই নব্যমতের পার্থক্য দেখা যায়। সেই সেই স্থল গুলি শ্রুতিবিরুদ্ধ। এই অংশগুলিই প্রচলিত সাংখ্য দর্শন নিরীশ্বর করিতেছে, এই জন্যই উহা সজ্জন-সমাজে অনাদরণীয় হইয়াছে। শ্রীপদ্মপুরাণে এই উভয় কপিলের নিম্নলিখিত তুলনা করা হইয়াছে।

"কপিলো বাসুদেবাখ্যঃ সাংখ্যং তত্ত্বং জগাদহ।
ব্রহ্মাদিভ্যশ্চ দেবেভ্যো ভৃগ্বাদিভ্যস্তথৈব চ॥
তথৈবাসুরয়ে সর্ব্বং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।
সর্ব্ববেদবিরুদ্ধঞ্চ কপিলোঽন্যো জগাদহ॥
সাংখ্যমাসুরয়েঽন্যস্মৈ কুতর্কপরিবৃংহিতম্॥

প্রাচীন কপিল দেবও ষড়্বিংশতিবাদী। জ্ঞানাংশে সাংখ্য-দর্শনের বিশেষ উৎকর্ষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঈশ্বর-প্রতিষেধ-দোষ জন্য উহা বহুমাননের যোগ্য নহে।

সংক্ষেপে সাংখ্যের মত এই। প্রকৃতি পুরুষের অবিবেক হেতু ত্রিবিধ দুঃখের উৎপত্তি। বিবেকোদয়ে অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে পুরুষের উপর প্রকৃতির আর অধিকার থাকে না, তখন ত্রিবিধ দুঃখের নাশ হয়। এই ধ্বংস অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় অনিত্য নহে। যেহেতু উহা অভাবরূপ। ভারাপগম হইলে যেমন সুখ, সেইরূপ দুঃখনাশেই আনন্দ-প্রাপ্তি। ইহা ভিন্ন আর মুক্তি অন্য কিছু নহে।

এই মতে আত্মবিবেকেই আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মোক্ষ। প্রকৃত্যাদি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পুরুষের বিবেক আবশ্যক। (১) প্রকৃতি, (২) বুদ্ধি (মহৎ), (৩) অহঙ্কার, (৪-৮) পঞ্চতন্মাত্র (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ), (৯-১৯) একাদশেন্দ্রিয় (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ, এবং উভয়েন্দ্রিয় মন), (২০-২৪) পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম্) এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হইতে পঞ্চবিংশতিতম তত্ত্ব পুরুষের বিশেষত্বরূপ প্রকৃতি পুরুষ-বিবেকের অভাবই ত্রিবিধ দুঃখের হেতু। এই বিবেকোদয় না হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইতে পারে না। অন্যান্য উপায়ে দুঃখের

সাময়িক উপশম হয় মাত্র, আবার পুনরুৎপত্তি হয়। উদাহরণ স্বরূপ পরিদর্শিত হইয়াছে যে, বাতপিত্তক এই ত্রিধাতুর বৈষম্যজনিত রোগজ শারীর দুঃখ ও কাম ক্রোধাদি মানস দুঃখ এই দ্বিবিধ আধ্যাত্মিক দুঃখ ঔষধকামিনী প্রভৃতি দ্বারা, যক্ষরাক্ষসাদির আবেশ হেতু আধিদৈবিক দুঃখ মন্ত্রোপাসনাদি দ্বারা এবং মনুষ্যপশ্বাদিহেতুক আধিভৌতিক দুঃখ দুর্গাদি দ্বারা, কিয়ৎকালের নিমিত্ত দূরীকৃত হইতে পারে বটে, কিন্তু সমূলে বিনষ্ট হয় না, দদ্রুবৎ পুনরায় উৎপন্ন হয়। অতএব, এ সকল সাময়িক উপায়ে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের চির উপশম হয় না, উহা স্থগিত থাকে মাত্র। তাহাতে কি লাভ? আত্যন্তিক নাশের জন্য প্রকৃতিপুরুষ-বিবেক আবশ্যক। আত্মবস্তু সুখ দুঃখাদি অনুভবনশীল, অনাত্মবস্তু প্রকৃতি-আদি জড়বর্গ। ইহাদিগের পরস্পর বৈধর্ম্ম্য, পরিণামিত্ব-অপরিণামিত্ব, দোষগুণাত্মকত্ব, হেয়-উপদেয়তা ইত্যাদি পৃথক জ্ঞানই বিবেক। যদি পূর্ব্বপক্ষ করা যায় যে, যেহেতু অচেতন প্রকৃতি ও চেতনাধিষ্ঠিত মহৎ আদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারে না, অতএব কোন চেতনাধিষ্ঠাতা আছেন, সুতরাং সর্ব্বার্থদর্শী পরমেশ্বরের সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার উত্তরে সাংখ্যকারের মত এই যে, অচেতন প্রকৃতির প্রয়োজন বশে প্রবৃত্তির উপপত্তি জন্য এরূপ স্বীকার অসঙ্গত, যেমন বৎস-বিবৃদ্ধির জন্য অজ্ঞ দুগ্ধের প্রবৃত্তি, সেইরূপ পুরুষবিমোক্ষ নিমিত্ত প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি। অতএব পুরুষার্থপ্রযুক্ত প্রকৃতিপুরুষসংযোগনিমিত্ত অচেতন চেতনাচেতনধিষ্ঠিত প্রকৃতিরও মহৎ-আদিরূপে পরিণতি। যেমন অচঞ্চল অয়স্কান্তের (চুম্বকের) সন্নিধানে লৌহের চাঞ্চল্য, সেইরূপ ব্যাপারহীন পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতির ব্যাপার। প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ পঙ্গু-অন্ধের ন্যায় পরস্পর-সাপেক্ষ। আচ্ছা, প্রকৃতির প্রবৃত্তি যদি পুরুষার্থ নিবন্ধন হয়, ইহার নিবৃত্তি কিসে হইবে? তদুত্তরে বলা হইয়াছে যে, স্বৈরিণী

যেমন স্বামিকর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা হইলে তৎসন্নিধানে আর পুনরাগমন করে না, কিংবা যেমন নর্ত্তকীর প্রয়োজন শেষ হইলে সে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রকৃতিও বিবেকোদয়ে পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টদোষা হইয়া বা কৃতপ্রয়োজনা হইয়া পুরুষকে পরিত্যাগ করে, ইহাই পুরুষের মুক্তি। সংক্ষেপে সাংখ্য-দর্শনের এই মত।

সাংখ্যে পুরুষকে নিষ্ক্রিয় করিয়া অচেতন প্রকৃতিকে যে কর্ত্রী স্বীকার করা হইয়াছে, ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ ও যুক্তিপ্রতিকূল। বেদে পুরুষই কর্ত্তা, প্রকৃতির কর্তৃত্ব শ্রুতিতে স্বীকৃত হয় নাই। তদ্ব্যতীত পরিণামশীল বলিয়া বুদ্ধি যদি অচেতন হয় (যাহা সাংখ্যের মত) তাহা হইলে কৃতি-অদৃষ্ট-ভোগের ন্যায় চৈতন্যেরও সমানাধিকরণ প্রতীতি হয়, তাহা সঙ্গত নহে, অর্থাৎ কৃতি হইতে তাহার সমানাধিকরণ অদৃষ্ট জন্মে, উহা তাদৃশ ভোগ উৎপন্ন করে, সেইরূপ "আমি চেতন" ইত্যাদি সমানাধিকরণ প্রতীতি হয়। "আমি করিতেছি" এরূপ প্রতীতি জন্য কর্ত্তারই চৈতন্য, সুতরাং অচেতন প্রকৃতি কর্ত্রী হইবে কিরূপে? যুক্তিতে ও প্রকৃতির কর্তৃত্ব সঙ্গত হইল না। যদি বল, পরিণামী বলিয়া এরূপ প্রতীতি চৈতন্যাংশে ভ্রম মাত্র অর্থাৎ প্রকৃতির কর্তৃত্ব ভ্রান্তি বশে পুরুষে আরোপিত, তদুত্তরে বলা যায় যে, কৃতি অংশে এরূপ বলা যাইবে না কেন? অর্থাৎ চেতন পুরুষের কর্তৃত্ব প্রকৃতিতে আরোপিত নহে, তাহার প্রমাণ কি? আর কর্ত্তা ও চেতন পৃথক্‌তত্ত্ব অঙ্গীকার করিলে সুখদুঃখের অভাবহেতু সংসার ও মোক্ষের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে। আবার অচেতন প্রকৃতির কার্য্য বলিয়া বুদ্ধির চৈতন্য নাই, যেহেতু কার্য্যকারণ তাদাত্ম্য, এরূপ বলিলে কর্ত্তার জন্যত্ব

অসিদ্ধি আসিয়া পড়ে। বীতরাগ জন্মদর্শন হেতু কর্ত্তার অনাদিত্ব, সুতরাং অবিনাশিত্ব; অতএব নিত্যত্ব স্বীকার্য্য হয়। অতএব বেদবিরুদ্ধত্ব ও অযুক্তত্বহেতু অচেতন প্রকৃতির জগৎস্রষ্টৃত্বখ্যাপক সাংখ্যমত নিরস্ত হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি, এল্।

শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা।

ক্রোধামর্ষাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসং।

কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥

শ্রীভাগবত।

ক্রোধ, অমর্ষ অর্থাৎ শোক মোহ ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হৃদয়ে ভগবান্ মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা কোথায় অর্থাৎ অসম্ভব।

। শোক—বিরূপ-গ্রহণ।

বদ্ধজীব পঞ্চবিধ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন, যথা—স্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা বা অজ্ঞান, জড়দেহে 'আমি' বুদ্ধি বা বিপর্য্যাস, জড় ভোক্তাভিমান বা ভেদ, দ্বিতীয়াভিনিবেশ বা ভয় ও বিরূপগ্রহণ বা শোক। দেহ, দ্রবিণ ও সুহৃদ্, এই ত্রিবিধ তত্ত্বের বিয়োগে শোকের উৎপত্তি হয়। শোকাভিভূত হৃদয় অশান্ত এবং আত্মতত্ত্ববিস্মৃতিপূর্ণ এবং শোকাবস্থায় জীব উন্মত্ত। দেহ, দ্রবিণ ও সুহৃদ, ইহাদের তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ে শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া যায়, সুতরাং এই ত্রিবিধ তত্ত্বের আলোচনা আবশ্যক।

(ক) দেহ, জড় ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম-নির্ম্মিত চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ এই দশেন্দ্রিয়বিশিষ্ট তত্ত্ব। অন্যান্য জড় বস্তুর ন্যায় ইহাও উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়াধীন। দেহ জড় এবং সজীবতাশূন্য, অপ্রাকৃত জীবাত্মার অবস্থানহেতু দেহের সজীবতা লক্ষিত হয়, পুনরায় তদভাবে ইহা বিনষ্ট হয়। দেহ, কৃষ্ণসেবাভ্রান্ত বদ্ধ জীবের ভোগময় দ্বিতীয়াবরণ। নিজ-সুখান্বেষী কৃষ্ণসেবাচ্যুত জীব, প্রথমে মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক বাসনাময় দেহে আবদ্ধ হন, পরে বাসনানুযায়ী জড় স্থূল দেহে বিশেষভাবে আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মানুযায়ী উচ্চ-নীচ-যোনিতে ভ্রমণশীল হইয়া সংসার-আবর্ত্তে হাবু ডুবু খাইতে থাকেন। সুতরাং জড়দেহ বদ্ধজীবের কারাগারসদৃশ। নির্দ্দিষ্ট সময় গতে অপরাধী ব্যক্তি যেমন কারামুক্ত হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণসেবাপরাধী জীব কর্ম্মানুসারী নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য কোন জড়দেহবাসী হন, পরে সেই দেহ ত্যাগ করেন। জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া জীব যেরূপে নূতন বস্ত্র পরিধান করে, সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ পূর্ব্বক নূতন দেহ ধারণ করে। যথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় —

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

সুতরাং 'মৃত্যু' শব্দে দেহান্তর বা এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্তি বুঝায়। শিশুর দেহ যেমন কৌমার, যৌবন ও জরাগ্রস্ত হইয়া বিভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ। অতএব ধীর ব্যক্তি দেহগতে মোহিত হন না। যথা শ্রীগীতায় —

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

আরও সাধারণভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে, জন্ম হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য জীবাত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। তিনি অবিনশ্বর, নিত্য এবং সনাতন। তবে জড়দেহের উৎপত্তি ও প্রলয় অনিবার্য্য। যথা শ্রীভাগবতে —

"অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং।

তাই বুদ্ধিমান-ব্যক্তি দেহ-বিনাশে শোকগ্রস্ত হন না এবং মৃত্যুর জন্য চিন্তিত হন না, বরং দেহে অবস্থান-কাল পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে শ্রীহরি-ভজনে তৎপর হন। কারণ, তিনি জানেন, মৃত্যু কেশাগ্রে সর্ব্বদা অবস্থান করে অর্থাৎ প্রতিমুহূর্ত্তেই দেহ-পতনের সম্ভাবনা। 'কেশেষু ইব গৃহীতো মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ।' অতএব ভজনশীল ব্যক্তি শোকাদিতে মুগ্ধ না হইয়া সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণানুশীলনে যত্নবান্ হইবেন। কারণ —

জনম লভেছ কৃষ্ণভক্তি লভিবারে।

কৃষ্ণভক্তি বিনা মিথ্যা সকলি সংসারে॥

(খ) দ্রবিণ—অর্থ।

অর্থ অর্থাৎ রজত-কাঞ্চনাদি আমাদের জড়সুখ-ভোগের প্রধান উপকরণ। অর্থে ভোগোপকরণ সংগ্রহ হয় সত্য, কিন্তু অহঙ্কার, মাৎসর্য্য বৈরতা, মদান্ধতা বৃদ্ধি করে। তাই, শাস্ত্রে বলিয়াছেন, অর্থই অনর্থের মূল। অনর্থ চারি প্রকার :—স্বস্বরূপের অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের অপ্রাপ্তি, অসত্তৃষ্ণা, হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও অপরাধ। অর্থে জীবকে দেহাত্মাভিমানী ও ভোক্তাভিমানে উন্মত্ত করাইয়া ভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু ব্যতীত অপর অসৎ বস্তুতে ধাবিত করায়, পরে অসৎ বস্তুতে ধাবিত জীব বস্তুপ্রাপ্তির আশায় নানাবিধ পাপ-কর্ম্মের আবাহন করিয়া মহা-অপরাধী হয় এবং অসহ্য যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হয়। সুতরাং অর্থ অর্থ করিয়া উন্মত্ত না হওয়াই কর্ত্তব্য। রজত-কাঞ্চনাদি মৃত্তিকার বিকার ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। সুতরাং তজ্জন্য লুব্ধ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অর্থ না থাকিলে তদভাবে কষ্ট-

প্রাপ্তিতে কতই না অনর্থের উদ্ভব এবং বিনাশে শোক উপস্থিত হয়। তাই, শাস্ত্রে বলেন, কামিনী ও কাঞ্চন জীবের বন্ধন। শাস্ত্রে আরও বলিয়াছেন যে, যাবদর্থানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ গ্রাসাচ্ছাদনসাধন-বিষয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যতীত অতিরিক্ত অর্থ-সংগ্রহ না করাই এই অনর্থের হস্ত হইতে মুক্তির উপায়। বাস্তবিকই, জীবন-ধারণোপযোগী অনায়াস-সাধ্য বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকিলে জীব শান্ত হন; পরন্তু অধিক বিষয়-সংগ্রহে মত্ত হইলে বিষয়ের অপ্রাপ্তি, প্রাপ্তি ও তদ্বিনাশে অসহ্য যন্ত্রণা পাইতে হয়। এই অবস্থায় জীব কৃষ্ণসেবা-ভ্রান্ত, কারণ, অত্যাহার ভক্তিবিনাশক যথা :—

শ্রীউপদেশামৃতে—

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥

(গ) সুহৃদ্—আত্মীয় স্বজন বা পরিবারবর্গ। যাহাদিগের সহিত আমরা সর্ব্বদা বসবাস করি এবং যাহারা আমাদিগের জড়ীয় সুখস্বচ্ছন্দতার সাহায্যকারী, তাহাদিগকে আমরা আত্মীয় মনে করি। ইহাদিগের বিয়োগে আমরা শোকগ্রস্ত হই। স্ত্রী, পুত্রাদি আত্মীয়ে মমতাবুদ্ধিই এই শোকের কারণ। কৃষ্ণবিমুখ জীবের জড়ীয় দেহে আত্মবুদ্ধি এবং স্ত্রী পুত্রাদিতে মমতাবুদ্ধিই গোখরত্বের উদাহরণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন :—

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌমইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥

বাত, পিত্ত, কফ এই ত্রিধাতুবিশিষ্ট দেহে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে স্বজনবুদ্ধি, মৃত্তিকায় প্রতিমাবুদ্ধি, সলিলে তীর্থবুদ্ধি, পরন্তু ভগবদ্ভক্তে মমতাবুদ্ধি বা তীর্থবুদ্ধি যাহার নাই, তিনি গোখর।

স্থূল দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যায় যে, এ সংসারে কেহ কাহারও নহে। জীব স্বীয় কর্ম্মফলে এখানে আসে, কর্ম্মাবসানে পুনরায় চলিয়া যায়। সুতরাং, সংসার-ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজন, পথিক-পথিকের মিলন-সদৃশ। একটু স্থির হইলে দেখা যায় যে, জীব মাতৃগর্ভ হইতে যে দেহ লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় সেই দেহই পুনরায় ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়; সুতরাং সেই নশ্বর দেহসম্বন্ধায় আত্মীয় স্বজন যে আপন নহে, তাহা বুঝিতে বিচক্ষণের অসুবিধা হয় না। তাই শাস্ত্রে দেখা যায়:—

"কে কস্য পতি-পুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।"

শ্রীভগবানের অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া-কবলিত হইয়া স্বরূপভ্রান্ত জীব স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতা-বুদ্ধিতে ভগবদ্-বিস্মৃতির অতল বারিধিতলে চলিয়া যায়—এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন:—

(১০ম স্কঃ ৪৯ অঃ ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি অক্রূর-বাক্যং)

নেহ চাত্যন্তসংবাস কস্যচিৎ কেনচিৎ সহ।
রাজন্ স্বেনাপি দেহেন কিমু জায়াত্মজাদিভিঃ॥ ২০
একঃ প্রসূয়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে।
একোঽনুভুঙ্‌ক্তে সুকৃতমেক এব চ দুষ্কৃতম্॥ ২১
অধর্ম্মোপচিতং বিত্তং হরন্ত্যন্যেঽল্পমেধসঃ।
সম্ভোজনীয়াপদেশৈর্জলানীব জলৌকসঃ॥ ২২
পুষ্ণাতি যানধর্ম্মেণ স্ববুদ্ধ্যা তমপণ্ডিতম্।
তেঽকৃতার্থং প্রহিন্বন্তি প্রাণা রায়ঃ সুতাদয়॥ ২৩
স্বয়ং কিল্বিষমাদায় তৈস্ত্যক্তো নার্থকোবিদঃ।
অসিদ্ধার্থো বিশত্যন্ধং স্বধর্ম্মবিমুখস্তমঃ॥
তস্মাল্লোকমিমং রাজন্ স্বপ্নমায়ামনোরথম্।
বীক্ষ্যায়ম্যাত্মনাত্মানং সমঃ শান্তো ভব প্রভো॥ ২৪

অর্থাৎ এ সংসারে কেহ কাহার সহিত অধিক দিন বাস করিতে পারে না। হে রাজন্! জীব নিজ দেহেই যখন অধিক দিন থাকিতে পারে না তখন পুত্র, পরিবারাদির সহিত বাসের কথা আর কি বলিব? ২০

জীব একক জন্মগ্রহণ করে এবং একলা মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং স্বীয় কর্ম্মানু-যায়ী একাকী সুকৃত এবং দুষ্কৃত ভোগ করে। ২১

মৎস্যের জীবন সদৃশ জলই যেমন সেই মৎস্যের মৃত্যুর কারণ হয়' সেই-রূপ মূঢ় ব্যক্তির পুত্র-পরিবারের জন্য অধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ, অন্যে অপহরণ করে। ২২

অপণ্ডিত অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তি যে পুত্র-পরিবারবর্গকে স্বজনবুদ্ধিতে অধর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালন করে, সেই স্বজনাদি ও অর্থ উক্ত ব্যক্তির ভোগের পূর্ণতা না হইতেই চলিয়া যায়। ২৩

এইরূপ স্বজনাদি-পরিত্যক্ত অজ্ঞ ব্যক্তি অধর্ম্মপরহেতু অপূর্ণমনোরথ হয় এবং নিজে স্বকৃত পাপসহ অন্ধকারে প্রবেশ করে। ২৪

অতএব হে রাজন্! এই জগৎ স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় অলীক জানুন এবং হে প্রভো! বিবেক বুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিয়া লোভাদিশূন্য এবং শান্ত হউন। ২৫

উক্ত শাস্ত্রবাক্যের প্রমাণ, মহামুনি বাল্মীকী মুনির পূর্ব্ব চরিত্র। অতএব সুহৃদ্বর্গ বদ্ধজীবের বন্ধনের কারণ। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক শ্রীল গোবিন্দদাস প্রভুর কড়চায়ও আমরা দেখিতে পাই যে, 'নাগর' নগরে অবস্থানকালে একজন ভণ্ড মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিতে আসিলে প্রভু বলিয়াছিলেন :—

ব্রাহ্মণে ডাকিয়া শেষে চৈতন্য গোঁসাই।
বলে; মোরে মেরে তুমি হরি বল ভাই ॥
শুন, ওহে দয়াময় ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
হরি হরি বল, সুখ পাইবে প্রচুর ॥

অনিত্য দেহেতে আর কোন সুখ নাই।
হরিনামে মজিয়া আনন্দ কর ভাই॥
জড়পিণ্ড এই দেহ মরণ সময়।
কেহ নাহি সঙ্গে যাবে এইত নিশ্চয়॥
ভাই, বন্ধু, দারা, সুত কেহ কার নয়।
সবে বস্ত্র, অলঙ্কার, অর্থ দাস হয়॥
শৃগাল কুক্কুরে খাবে অনিত্য শরীর।
পচিয়া গলিয়া যাবে এই কর স্থির॥
দারা বল, পুত্র বল বেদিয়ার খেলা।
দিন দুই তরে করে সংসারেতে মেলা॥
খাবার লাগিয়া ছল করে পরিবার।
ভাব দেখি, ভাই তুমি, কে হয় তোমার॥
গলে দিয়া প্রেম-ফাঁসী নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে॥
মুখেতে মধুর ভাষা অন্তরেতে বিষ।
অর্থ না পাইলে হাতে, করে খিশ্‌মিশ্‌॥
যেতে নাহি দেয় কদাচন তত্ত্ব-পথে।
বন্ধনে ফেলিয়া ধ্বংস করে মনোরথে॥
রমণীর প্রেম হয় গরল সমান।
অমৃত বলিয়া তাহা মূর্খ করে পান॥
মৃত্যুকালে পুত্রকন্যা নিকটে আসিয়া।
বলে বাবা, মোর তরে গেলা কি করিয়া॥
এই সব মনে করি সাধু বিপ্র ভাই।
ভক্তি সহ হরি বল এই ভিক্ষা চাই॥

অন্যত্র শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গাহিলেন :—

জনক জননী স্নেহেতে ভুলিয়া
সংসার লাগিল ভাল।

শরণাগতি।

অতএব আত্মতত্ত্বজ্ঞান-হরণকারী আত্মীয়-স্বজনে আসক্তি হইলে জীবের দুঃখের সীমা থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্র বলিয়াছেন, যথা—

(ভাঃ ৮ স্কঃ ২২ অঃ ভগবন্তং প্রতি বলিবাক্যং)

কিমাত্মনানেন জহাতি যোঽন্ততঃ
কিং রিক্থহারৈঃ স্বজনাখ্যদস্যুভিঃ।
কিং জায়য়া সংসৃতিহেতুভূতয়া
মর্ত্তস্য গেহৈ কিমিহায়ুষো ব্যয়ঃ॥

অর্থাৎ অনিত্য এবং ভবিষ্যতে পতনশীল দেহে; ধন-লোলুপ দস্যুরূপ স্বজনে, বন্ধনের হেতু স্ত্রীতে এবং আয়ুক্ষয়কারী মর্ত্ত্যলোকের গৃহে আবশ্যক কি?

তাই শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রয়াসী ব্যক্তি, ভগবদ্ভক্তে মমতা বুদ্ধিতে একমাত্র আত্মীয়জ্ঞানে তদীয় সঙ্গে নিজের আত্মজ্ঞানোদয়ে সতত যত্নবান্ হইলে, জড় সুখ ভোগের সুহৃদাদিতে আসক্তির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন।

২। ক্রোধ :— রাগ। ইহা মনসংবেগ। মনের বেগ দ্বিবিধ :— অবিরোধ প্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ। ইহা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ষড়্ রিপুর অন্যতম। অভিষ্টবস্তু-প্রাপ্তির বিরোধ ভাব হইতেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধ জীবকে স্বরূপভ্রান্ত করাইয়া তদ্দ্বারা অকার্য্য সম্পাদন করায়। বিষয় ধ্যান হইতে বিষয়াসক্তি হয় এবং তাহা হইতে জীবের কামনা উপস্থিত হয়, তৎপরে কাম্য বস্তুর

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

আচার ও আচার্য্য

আচার ও আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ অপূর্ব্ব মীমাংসা। প্রত্যেক আচার ও আচার্য্যাভিলাষীকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্ব স্ব জীবনযাপন করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ।৵০।

সাধন পথ

সৌভাগ্যবান্ সাধক এই নিষ্কণ্টক পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউন, তবেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিবেন। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, প্রাকৃত রসশতদূষণী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ এবং শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৵০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে সঙ্কলিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বোধ ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ৷৷০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ৷৷৵০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী মূল্য ৸০।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত,) তথ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ৬৲ টাকা। বাঁধা ৭৲ টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক

সিদ্ধান্ত

ইহাতে ২০৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদের অধিকার ও যোগ্যতা, ইতিহাস প্রভৃতি বেদ, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনবাক্যাদির প্রমাণ সহ দৃঢ়সদ্‌যুক্তিমূলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহার-কাণ্ডে পরস্পরের তারতম্য-বিষয়িণী মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে কাহারও আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের মূল্য ॥৵০ দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিতে ৸৵০ মাত্র।

শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ-বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১।০ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড ৬৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)

ম্যানেজার শ্রীসজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

ত্রিবিক্রম ৪৩[illegible] ।

চতুর্বিংশ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা ।

আকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত ।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া

বিষয় নির্দ্দেশ

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত ।

বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০ নমুনা প্রেরিত হয় না ।

ভক্তিসন্দর্ভ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-রচিত ষট্‌সন্দর্ভের ইহা পঞ্চম সন্দর্ভ। প্রথম চারি অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। এই সন্দর্ভে অভিধেয় ভক্তির সকল মীমাংসা স্থান পাইয়াছে। আকর গ্রন্থের প্রচারাভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের যে দুর্গতি লক্ষিত হয় সেই অভাব এইবার সন্দর্ভের প্রচারে পূরিত হইবে। শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যের সহিত মূল গ্রন্থ ছাপা হইতেছে।

শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের রচিত সরল পদ্যে শ্রীধামনবদ্বীপের সকল কথা অশিক্ষিত ও শিক্ষিত সকলেরই সহজপ্রাপ্য হইয়াছে। মূল্য ৵০ আনা

নিবেদন।

সকলেই অবগত আছেন, ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ, বৈষ্ণব গ্রন্থসমূহের তাৎপর্য্য, বৈষ্ণবগণের জীবনী, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির, শ্রীপাটাদি তীর্থ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণের যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান একাধারে পাইবার কোন সংগ্রহ-গ্রন্থ নাই। এই অভাব-মোচন-জন্য পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্‌ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সম্পাদনাধীনে 'মঞ্জুষা' আখ্যায় একখানি সার্ব্বভৌমিক বৈষ্ণবকোষ গ্রন্থ সঙ্কলনের বিপুল আয়োজন হইতেছে। কাশিমবাজারের দানশৌণ্ড বৈষ্ণব মহারাজ এই কার্য্যে বিশেষ আনুকূল্য করিতেছেন। বহুলোকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই সুমহৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব। তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে বিদ্বৎসমাজ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সকলেরই নিকট এই বিরাট্ অনুষ্ঠানে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী সর্ব্ববিধ সহায়তা প্রার্থনা করিতেছি। সম্প্রতি মঞ্জুষা-সমাহৃতির খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রাহকগণ আবেদন করুন।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (ভক্তিশাস্ত্রী, এম্,এ, বি, এল,)
অধ্যক্ষ, শ্রীসজ্জন তোষণী ও শ্রীমঞ্জুষা কার্য্যালয়।
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড্, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্ ।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী ।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৪ বর্ষ } ত্রিবিক্রম । ৪৩৫ { ৩য় সংখ্যা ।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী ।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী ॥

মেকি ও আসল ।

বস্তু নহে কিন্তু বস্তুর ন্যায় প্রতীতিবিশিষ্ট তাহাই মেকি বস্তু। অস্তিত্বাভাবে, মেকি বস্তুর অজ্ঞান তিরোহিত হইলে তাহাই অবস্তু বলিয়া প্রতীত হয়। উহা আসল নহে। আসলের মত দেখায় কিন্তু কর্ত্তৃসত্তায় আসল নহে। অজ্ঞানের খাদ্য মাত্র। যাহা নিত্য কাল অবস্থিতিবিশিষ্ট তাহাই বস্তু। বস্তুর ধর্ম্ম শক্তি বলিয়া পরিচিত। যে স্থলে বস্তু নিত্য তথায় শক্তি নিত্য। যেকালে শক্তি অনিত্য সে কালে বস্তুর ধারণা নিঃশক্তিক ব্রহ্ম। নশ্বর শক্তিবিশিষ্ট বস্তু কখনই ব্রহ্ম নহে সুতরাং তাহা অবস্তু বা মেকি। বস্তুরূপ বা তদ্রূপ বৈভব নিত্য ও প্রপঞ্চাতীত। প্রপঞ্চে বস্তু বা তদ্রূপ বৈভবের

অবতার বা বিলাস অবস্তুর ন্যায় প্রতীত হয় কিন্তু অনুভূতি যে স্থলে বস্তু বা তদ্রূপবিষয়ক সে ক্ষেত্রে নশ্বর মেকিবস্তুর সদৃশ অনুভূতি বলিয়া তাহাকে ভ্রমপূর্ণ মনে করা উচিত নহে।

শ্রীগৌরসুন্দর যে কালে নশ্বর অনুভূতিবিশিষ্ট মানবের উপাস্য সেকালে গৌরসুন্দরের ধারণা উপলক্ষণে ভোগময় জীবের যে বদ্ধপ্রতীতি তাহা আসল নহে তাহাও মেকি। সদ্‌ভক্ত যে কালে আত্মবৃত্তিতে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তি বিলোচন দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করেন, অপ্রাকৃত গুণের উপলব্ধি করেন, অপ্রাকৃত লীলায় প্রবেশ করেন তৎকালে তাহা আসল। শ্রীগৌরসুন্দর প্রপঞ্চে আসিয়াছিলেন তাঁহার তদ্রূপ বৈভব তাহার অনুগমন করিয়াছিল। প্রপঞ্চে আবির্ভূত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দর বা তদ্রূপ বৈভব শ্রীনবদ্বীপধাম নশ্বর প্রতীতির অনুভবনীয় মেকি বস্তু নহে। অপ্রাকৃত ভক্তের উপাস্য গৌরহরি কিছু কপট মেকিনয়নের দৃশ্য বস্তু নহেন। প্রপঞ্চে তদ্রূপ-বৈভব শ্রীনবদ্বীপ আবির্ভূত হওয়ায় তাহা ভক্তের আবাস্য ভূমি। প্রাকৃত অভক্ত তাহার আদৌ দর্শন পায়না সেই ভূমি স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। যেরূপ স্বচ্ছ কাচের অভ্যন্তরস্থিত মধু বহিঃপ্রদেশস্থিত মক্ষিকার লভ্য বস্তু হয় না তদ্রূপ বৈভব সেইরূপ প্রাকৃত নয়নের দৃষ্টিগোচর হয়না। শুদ্ধ ভক্তের অনুভূতি আসল, মিছা-ভক্তের অনুভূতি মেকী। মেকীভক্ত শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান যোগপীঠ দেখিতে পাননা। তিনি মিছাভক্তিবলে অপ্রাকৃত যোগপীঠকে স্থানান্তরিত করিয়া মেকীমায়াপুর নির্ম্মাণ করেন আবার যাহারা মিছাভক্তের অনুগত তাঁহারা মেকি মায়াপুরকে আসল বলিয়া মনে করেন। যে প্রেমদৃষ্টিতে স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু তদ্রূপ বৈভব মায়াপুর শুদ্ধভক্ত ও তদনুগগণ দর্শন করেন তাদৃশ শুদ্ধ ভক্তির অভাবে স্থানান্তরকে বৈকুণ্ঠ বা মথুরা মনে করিয়া জড় ভোগের উপাদান ইন্দ্রিয় তর্পণ ও কামিনীকাঞ্চনলাভই মিছাভক্তের প্রাপ্য বলিয়া

নির্ণীত হয়। মেকী বুদ্ধির এরূপ দৌরাত্ম্য যে আসল বস্তুকেও মেকী বলিয়া তাহাদের ভ্রম হয়। তাই বলি শুদ্ধ ভক্তির মেকী ও আসল স্বরূপ শুদ্ধ ভক্তগণ জানিতে পারেন, পক্ষান্তরে কামিনী কাঞ্চন প্রতিষ্ঠাশা লোলুপ মিছা ভক্তগণ মেকী জিনিষ লইয়াই দিনপাত করেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের জন্মস্থান দর্শন করিবার দুই প্রকার বুদ্ধি আছে। মেকী বুদ্ধি বিশিষ্ট ব্যক্তগণ মেকী চক্ষুর সাহায্যে মেকী স্থানকেই মায়াপুর বলেন। মেকী মায়াপুরকে আসল বলিয়া চালাইতে গিয়া প্রাচীন মায়াপুর নাম দেন। মিছা ভক্তের কথায় মিছা ভক্তগণই আসল বস্তু ছাড়িয়া মেকীকেই আদর করেন। তাঁহারা আদর করিলেই যে মেকী বস্তুটি চলিবে তাহা নহে। আসল চক্ষু দ্বারা আসল বস্তু দেখিবার যত্ন হইতেই আসল বস্তু পাওয়া যাইবে। নকল মরক চর্ম্ম কিছু মরক চর্ম্ম নহে, পিটুলী কিছু সোনা নহে, চুণের গোলা কিছু দুগ্ধ নহে, মিছাভক্তের অনুভূতি কিছু সত্য ভক্তি নহে, নাস্তিকের অনুভূতিতে কিছু ঈশ্বর স্থাপিত নহেন, কপট পাপাচারীর চেষ্টা কখনও সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হয় না, বিষয়ী কিছু নির্ব্বিষয় বুঝিতে পান না পরন্তু "ভাল করিতে পারিনা মন্দ করিতে পারি" এই নীতি গ্রহণ করেন। কর্ম্মজ্ঞানাবৃত চেষ্টাকে ভক্তি বলিয়া চালাইব, শুদ্ধভক্তকে মিছাভক্ত বলিয়া লোক ঠকাইব এরূপ বুদ্ধি যেন কোন বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষীর হৃদয়ে স্থান না পায়। মেকী ভক্তির দ্বারা জনসাধারণ প্রতারিত হন, সত্য পরমেশ্বর বস্তু দর্শনে জীবের মিছাভক্তি ছাড়িয়া যায় সেই জন্যই বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের গুরু শ্রীবাদরায়ণ পরমহংস সংহিতার প্রারম্ভেই নিরস্তকুহক সত্য বস্তুর ধ্যান করিয়াছেন। আমরা বারান্তরে কুহকাবৃত সত্য উদ্ঘাটনে প্রয়াস করিব। শক্তিপরিণামবাদীর মিছা

ভক্তি আদৌ গ্রহণের বিষয় নহে। ধান্য বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া শ্যামাঘাস রাখিয়া দিলে কালে উহা শ্যামা ঘাসের বীজ উৎপাদন করিবে, ধান্য পাওয়া যাইবেনা। মেকী ধারণায় প্রতারিত হইলে চিন্ময় ধামের ধারণা হয় না।

শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ৬৪ পৃষ্ঠার পর)

বিষয় ধ্যান হইতে বিষয়াসক্তি হয় এবং তাহা হইতে জীবের কামনা উপস্থিত হয়, তৎপরে কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ, পরে সম্মোহ তদনন্তর স্মৃতিবিভ্রম, পশ্চাৎ বুদ্ধিনাশ এবং অবশেষে বিনাশ প্রাপ্তি হয়। যথা :—শ্রীগীতায়াং।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

আবার বিষয়চিন্তার মূলকারণই বিষয়িসঙ্গ। কারণ সঙ্গই জীবের শুভাশুভ ফলপ্রদ। তাই বিষয়ী বা কৃষ্ণসেবা ভ্রান্ত 'ভোক্তাভিমানীর সঙ্গে অপর ব্যক্তির জড়বিষয়ে আসক্তি হয় কিন্তু সৎসঙ্গে জড়বিষয়াসক্তির পরিবর্ত্তে অপ্রাকৃত অদ্বিতীয় বিষয় রূপ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে আসক্তির উদয় হয়। সুতরাং ক্রোধ অতি প্রবলরিপু। এই বলবান রিপুর হস্ত হইতে উদ্ধার না পাওয়া পর্য্যন্ত জীবের কৃষ্ণ-সেবার আরম্ভ হইতে পারে না। তাই শ্রীশ্রীমদ্রূপ প্রভু উপদেশামৃতের প্রথমেই ষড়রিপু জয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন :—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

কিন্তু জীব নিজ-চেষ্টায় এই রিপুষট্‌কের হস্ত হইতে মুক্তি পাইতে পারে না। যথা—

ক নিরোধো বিমূঢ়স্য যো নির্ব্বন্ধং করোতি বৈ।
স্বারামস্যৈব ধীরস্য সর্ব্বদাসাবকৃত্রিমঃ॥

গারুড়সংহিতায়াং।

অর্থাৎ এমন কোন্ মূঢ় ব্যক্তি আছে যে নির্ব্বন্ধ করিয়া রিপু জয় করিতে পারে কিন্তু ঈশানুগত্যে অর্থাৎ শ্রীভগবানে শরণাগতিতে জীবের রিপুগণ দমিত হয়। জীবের ইন্দ্রিয় সকল যখন শ্রীহরি সেবায় প্রবৃত্ত হয় তখন জীব এই ষড়রিপুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া শান্ত হয়। তখন এ সংসার ক্ষেত্রে তাহার আর ক্ষোভের বিষয় কিছুই থাকে না যথা ভাগবতে—

হৃষীকেশে হৃষীকাণি যস্য স্থৈর্য্যগতানিহ।
স এব ধৈর্য্যমাপ্নোতি সংসারে জীবচঞ্চলে॥

ক্রোধী ব্যক্তি জগতে ত কতই না অন্যায় কার্য্য করে। এমন কি পরিশেষে ভগবান ও ভক্তের নিকট অপরাধ করে। দুর্ব্বাসা ঋষির ক্রোধ ইহার উদাহরণ স্থল। সোহহং বুদ্ধিতে উন্মত্ত ঋষি, প্রপন্নভক্ত অম্বরীষ মহারাজের নিকট কিরূপে শিক্ষা পাইলেন, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে আমরা তাহা দেখিতে পাই। অতএব শরণাগতিই এই রিপুজয়ের উপায়। তাই ভক্ত গাহিয়াছেন :—

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ)

কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা-

উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি-

স্ত্বামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে ॥

অর্থাৎ হে ভগবন কামাদির কত প্রকার দুষ্ট আদেশ আমি পালন করিয়াছি তথাপি আমার প্রতি তাহাদের করুণা এবং আমার লজ্জা উপশান্তি হইল না। হে যদুপতে! আপাততঃ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধি লাভ করতঃ তোমার অভয় চরণে শরণাগত হইয়াছি। তুমি এখন আমাকে আত্মদাস্যে নিযুক্ত কর।

৩। মোহ:—মত্ততা। ইহা ষড়রিপুর অন্যতম। অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ সঞ্চার হয় পরে সেই অভীষ্ট বস্তুর প্রতি এত আসক্তি হয় যে তদবস্থায় জীব আর সমস্ত জ্ঞান হারাইয়া কেবল মাত্র সেই বস্তুর প্রতিই ধাবিত হয়। মোহ জীবের স্বরূপ ভ্রান্তির চরমাবস্থা। অন্যান্য রিপুর ন্যায় এই রিপু দমন করিতে গেলে শরণাগতি আবশ্যক। ক্রোধ সম্বন্ধে উক্তিতে ইহা বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে সুতরাং এবিষয় বেশী বলা বাহুল্য।

৪। অমর্ষ:—দুঃখ এবং পরশ্রীকাতরতা। ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তিতে দুঃখ এবং পরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া হিংসা করার নাম পরশ্রীকাতরতা। জীব যখন নিজে ভোক্তাভিমানে মত্ত হয় তখন সে অপর জীবকেও নিজের প্রতিদ্বন্দী ভোক্তা জানে এবং তাহার ঐশ্বর্য্যদর্শনে হিংসা করে এবং দুঃখী হয় আর দুঃখদর্শনে সুখবোধ করে। এইরূপ অমর্ষবশে জীব ঘোরতর অশান্তি ভোগ করে। সুখও দুঃখ মনের বিকার মাত্র। কেননা যে বস্তুতে এক ব্যক্তির প্রীতি হয় সেই বস্তুতে অপরের দুঃখ হয়। আরও এ সংসারে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই কারণ জীব নিজ নিজ কর্ম্ম ফলভোগ করে ইহাতে কাহারও হস্ত নাই। সুতরাং কর্ম্মফল বা ভাগ্যেরই প্রাধান্য দেখা যায়। ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষং। জীব যখন

ঈশানুগত হন তখন তিনি নিজকে সম্পূর্ণ ভাবে কৃষ্ণভোগ্য জানেন এবং ভাবেন যে ভগবান আমাকে যে অবস্থায় রাখিয়াছেন এটা সেই সর্ব্বজীব প্রভুর বিধান তাই তিনি তদপেক্ষা উচ্চ বা নীচ কোন অবস্থারই আকাঙ্ক্ষা করেন না। সর্ব্বদা সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থিত হইয়া হরিভজন তৎপর হন। ঈশানুগতা ব্যতীত জীবের তাপত্রয়ের ও ইন্দ্রিয়াদির হস্ত হইতে মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমরা দেখিতে পাই জীব যতদিন পর্য্যন্ত দুর্ল্লভ সৎসঙ্গাশ্রয়ে বা শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মে নিজেকে বিকাইয়া তদাদিষ্ট ন্থায় শ্রীশ্রীহরিভজনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টাবিশিষ্ট না হন ততদিন তাহার অশান্তির সীমা নাই। তাই সর্ব্ববিধ আলোচনা করিয়া মূল দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি সঙ্গই একমাত্র জীবের উদ্ধার বা পতনের কারণ। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—

(ভাঃ ৩ স্ক ২৩ অঃ ৫৫ শ্লোক)

সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।

স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে॥

দুর্ব্বুদ্ধিক্রমে অসৎসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের উদ্ভব এবং সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে সর্ব্বমঙ্গলোদয় হয়। তাই শ্রীভাগবত বারংবার বলেন :—

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।

সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥

অতএব দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সৎ সঙ্গ করিবেন। সাধুগণ সাধু উপদেশদ্বারা বিষয়মলিনচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল বাসনা বন্ধন ছেদন করিবেন।

কারণঃ— (ভাঃ ৩ স্কঃ ২৫ অঃ ২২ শ্লোক)

সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।

অর্থাৎ সাধুসঙ্গক্রমে মদীয় হৃৎকর্ণরসায়ন কথা সকল আলোচিত হয় সেই সেই কথা শ্রবণ করিতে করিতে অপবর্গ পথ স্বরূপ আমাতে শীঘ্র প্রথমে শ্রদ্ধা পরে রতি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হয়।

অতএব জীব সাধুসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীভগবদ্ভক্তি দ্বারা শোক মোহাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীভগবানের সেবা পাইতে পারেন। শ্রীভগবানে শরণাগতি ভিন্ন জীব কখনও দৈবীমায়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেনা। শরণাগতিই একমাত্র দুষ্প্রাপ্য ভগবৎসেবাপ্রাপক। তাই ভাগবত বলেন যে, যে পর্য্যন্ত জীব ভগবানের অভয় পাদপদ্ম লাভ করিতে না পারে সে পর্য্যন্ত সর্ব্বদুঃখের আকর অহং মম ভাবে মত্ত হইয়া ভয়, শোকও লোভাদির দ্বারা ক্লিষ্ট হয়ঃ—

(ভাঃ ৩ স্ক ৯ অঃ ৬ শ্লোক)

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং শোকস্পৃহাপরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলম্ যাবন্নতেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

অন্যত্র শ্রীহরিভক্তিবিলাসে ঃ—

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেদ্দেহদ্রবিণজনতা-লোভপাষণ্ডমধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যান্নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র॥

অর্থাৎ একটী হরিনাম যাঁহার মুখে উদিত হন, স্মরণপথ গত হন বা শ্রোত্র-মূল প্রাপ্ত হন শুদ্ধবর্ণে উক্ত হউক বা ব্যবধান যুক্ত অশুদ্ধবর্ণে হউক এবং ব্যবহিত রহিত হউক বা খণ্ডোচ্চারিত হউক নামগৃহীতাকে অবশ্য উদ্ধার

করিবে। হে বিপ্র, নামেরও এইরূপ মাহাত্ম্য। কিন্তু যদি সেই নামাক্ষর, দেহ, দ্রবিণ, জনতা, লোভ এই সকল পাষাণ স্বরূপ অপরাধমধ্যে পতিত হয় তাহা হইলে শীঘ্র ফলজনক হয় না। অর্থাৎ নামাপরাধ নিবৃত্তির যে উপায় আছে তাহা অবলম্বন না করিলে হয় না।

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসেবাভিলাষী
শ্রীনয়নাভিরাম ভক্তিশাস্ত্রী-সম্প্রদায়বৈভব-ভক্তি-শাস্ত্র-পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
নারায়ণপুর, পাঁজিয়া পোঃ (যশোহর)

শ্রবণাঙ্গ।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবতে।

যুগধর্ম্মবিচারে আমরা শ্রীশুক ও পরীক্ষিত সংবাদ হইতে জানিতে পারি যে, শ্রীশ্রীহরিকীর্ত্তনই একমাত্র যুগধর্ম্ম। পুনরায় যদি বিশেষভাবে বিচার করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় যে, শ্রীহরিকীর্ত্তন কেবল্ মাত্র কলিযুগধর্ম্ম কেন সর্ব্বযুগ এবং এমন কি জীবমাত্রেরই নিত্যধর্ম্ম।

শ্রীহরিকীর্ত্তন বলিলে শ্রীহরি, তাঁহার কীর্ত্তন এবং কীর্ত্তনকারীর নিত্য অবস্থিতির উপলব্ধি হয়। শ্রীহরি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। তিনি অনাদি, সর্ব্বাদি এবং সর্ব্বকারণ-কারণ। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, প্রাকৃতাপ্রাকৃত সকল বস্তুই তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীহরিই সর্ব্ববস্তুতে বিরাজিত আছেন এবং প্রলয়াবসানে তিনিই অবশেষ থাকিবেন। সুতরাং সেই অচ্যুতপুরুষই নিত্যকালই সর্ব্বারাধ্য, এবং তাঁহার কীর্ত্তনও নিত্য। আমরা

আম্নায় বা বেদ বা অপৌরুষেয় বাক্য হইতে জানিতে পারি যে সেই শ্রীহরিতে চিৎ, অচিৎ ও জীব এই ত্রিবিধশক্তি নিত্য বর্ত্তমান। চিচ্ছক্তি অপ্রাকৃত বা বৈকুণ্ঠ এবং শ্রীহরির স্বরূপশক্তি, অচিৎ বা মায়া বহিরঙ্গা শক্তি এবং জীব চিদচিৎ উভয়শক্তির মধ্যবর্ত্তী তটস্থাখ্য শক্তি। যেমন সূর্য্যের কিরণ-মণ্ডল, অন্ধকার ও কিরণকণ।

কলিপাবনাবতার, অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখবাক্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" অর্থাৎ জীব, স্বরূপতঃ নিত্য কৃষ্ণদাস এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনই তাহার নিত্যধর্ম্ম। পুনরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে দেখা যায়—

চেতো দর্পণ-মার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনং॥

অর্থাৎ চিত্তদর্পণমার্জ্জনকারী, ত্রিতাপরূপ সংসারযন্ত্রণা দূরকারী, মঙ্গলরূপচন্দ্রের জ্যোৎস্না বিতরণকারী, পরাবিদ্যার জীবনস্বরূপ প্রতিপদে পূর্ণামৃতাস্বাদনপ্রদ এবং সর্ব্বাত্মস্নপনকারী শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা জয়যুক্ত হউন। এই শ্লোকে পরম শব্দের প্রয়োগে কৃষ্ণেতর অন্যান্য যাবতীয় কীর্ত্তনের অপ্রাধান্য বিচারিত হইয়াছে। আরও শ্রীমদ্ভাগবতে :—

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

শ্রীহরিই যে একমাত্র কীর্ত্তনীয়, স্মরণীয়, সে বিষয়ের প্রমাণ বহু উক্তি মাত্র।

এখন দেখিতে হইবে যে, শ্রীহরি কীর্ত্তন কে করিবে। তদুত্তরে বলা যায় যে যিনি শ্রীহরি কীর্ত্তন শ্রবণ করিবেন তিনিই কীর্ত্তন করিবার উপযুক্ত। কারণ কোন বিষয়ের শ্রবণ ব্যতীত কীর্ত্তন অসম্ভব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরূপানুগভজনপর বৈষ্ণবজন কিঙ্কর
শ্রীঘনশ্যাম ওঝা।
গ্রাম কুলডাঙ্গা, পোঃ জামতাড়া, (এস্ পি)

আমার নিজের কথা।

(১)

আমি নিজে অপরাধী তবু গো অপরে,
গাহিয়া বেড়াই মন্দ।
আমি নিজের দিকেতে চাহিনা ফিরিয়া,
দেখি, অপরের ভাল মন্দ।

(২)

আমি, পরকে বিলাতে যাই গো অমিয়া,
দিতে, চাই না আপন মুখে।
আমার পর দুখ দেখি বুক ফেটে যায়,
নাহি দুখ নিজ দুখে।
আমি, অপরে বিষয়ী বলি ঘৃণা করি,
আপনার বেলা অন্ধ।

(৩)

আমি অপরে পড়াই বিবিধ শাস্ত্র,
নিজে সে গুলি না বুঝিয়া।
আমি সবারে শুনাই চিদ্-রস কথা,
রহি আপনি এ জড়ে মাতিয়া।
পরে খুলে দিতে যাই তব শুভ পথ,
করি আপনার পথ বন্ধ।

(৪)

যাই, যশ-পিয়াসায় সবারি নিকটে,
তব সেবা-সুখ ভুলিয়া।
প্রভো, কিসে বল পারি সেবিতে তোমারে,
অদোষ দরশী হইয়া।
প্রভো, দাও তব সেবা থাকিতে সময়,
করি' সমুচিত দণ্ড।

বৈষ্ণবদাসানুদাস
শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কলিকাতা গৌড়ীয় মঠে

শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবপ্রকটমহামহোৎসব।

বিগত ভাদ্রমাসে কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে পরম সমারোহে সঙ্কীর্ত্তনমুখে শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণবাবির্ভাব মহামহোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও সমগ্র মাসব্যাপী এই তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সভ্য মঠসেবকগণ অহরহ কীর্ত্তন করিয়া হরিগুরু বৈষ্ণবের প্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং মাসান্তে সেই ভিক্ষালব্ধ প্রসাদ বিতরণ করিয়া ধনী নির্ধন চণ্ডাল ব্রাহ্মণ নির্ব্বিশেষ সমাগত সুকৃতিশালী সকল লোককেই—শুধু মানব নহে, পশুপক্ষিকীট পতঙ্গ যাবতীয় প্রাণীকেই কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ইহাই জীবে প্রকৃত দয়া। লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া জীব ভগবৎসেবা প্রসাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া আত্মপ্রসাদের অভাব হেতু অন্যাভিলাষ কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ বিপথে গমন করিয়া ক্ষুৎপিপাসা কাতর হয়। ত্রিতাপদগ্ধজীবের সেই ব্যথায় ব্যথিত হইয়া মঠসেবকগণ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিনামকথামৃত সকল জীবকেই পান করাইবার জন্য তীব্র ব্যাকুল হৃদয়ে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা মাথায় করিয়া, সকাল, দ্বিপ্রহর, সন্ধ্যায়, রাত্রি সর্ব্বক্ষণ অবিরাম চেষ্টা করিয়াছিলেন। শ্রদ্ধাবান জীবগণকে স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী সেই গুরুপ্রসাদ পাইতে দেখিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থজ্ঞান করিয়াছিলেন।

একদিকে দেখিতে গেলে এই অনুষ্ঠান যেমন সর্ব্বোত্তম, জীবে দয়া অপরদিকে ইহাই শ্রীগুরুসেবামূলে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাস্তবিকই এই সুবৃহৎ অনুষ্ঠান হইতে আমাদের দেখিবার ও শিখিবার দুইটী বিষয় আছে—একটী জীবে দয়া,

অপরটী শ্রীগুরুসেবা। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখশ্রুত হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া জীবগণকে কৃষ্ণোন্মুখী করিয়া দয়া করেন। তদ্দ্বারাই শ্রীগুরুর আদেশ পালনরূপ সেবা করিয়া তাঁহারই কৃপামহিমার বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করাইয়া জগতে সেবকগোষ্ঠি বৃদ্ধি করেন। এজন্যই পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

আর একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে গৌর বিহিত হরেকৃষ্ণ নাম প্রবলবেগে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মুখে সীতারাম বা রাধে-কৃষ্ণ উপাসনা স্বীকার করিলেও তাঁহাদের অনেকেরই অন্তরে নির্ব্বিশেষ বিশ্বাস প্রবল। ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থের মুখে উপাস্যোপাসনা ও উপাসকের নিত্যত্ব বিষয়ক কীর্ত্তনশ্রবণে অনেকেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের এই গৌরকৃষ্ণ নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে উন্মুখতা দেখিয়া বাস্তবিকই মনে মহতী আশার সঞ্চার হয় যে অনতিবিলম্বে একদিন সমগ্র উত্তর ও মধ্যভারতবর্ষে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে হিন্দিভাষা-ভিজ্ঞ আর্য্যসন্তানগণের মধ্যে মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তি প্রচারিত হইবে। সে দিন কবে দর্শন করিব।

২৮ শে ভাদ্র শ্রীভক্তিবিনোদ আবির্ভাব দিবসে সাধারণ মহামহোৎসব হইয়াছিল। ঐ দিন খুলনার আচার্য্য শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস ভক্তিসিন্ধু মহাশয় সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ছয়ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত অবিরাম কীর্ত্তন করিয়া সমাগত বহুশ্রোতার আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। সে দিন প্রচুর বারিবর্ষণ ও দুর্য্যোগসত্ত্বেও দ্বিপ্রহর হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত শত সহস্রব্যক্তি শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করিয়াছিল। কয়েকটী স্বেচ্ছাসেবক এই কার্য্যে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিশেষ সাহায্য করেন। প্রদোষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার এম্ এ, পি, এইচ, ডি, শ্রীযুক্ত অনন্তকুমার

মুখোপাধ্যায় এম, এ, বিদ্যোৎসাহী ভূম্যধিকারী শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী এম্ এ বি এল, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ পাল চৌধুরী প্রসিদ্ধ ধনী ও ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত সাক্ষী-গোপাল বড়াল, শ্রীযুক্ত জগবন্ধু দত্ত, শ্রীযুক্ত বঙ্ক বিহারী পোদ্দার, শ্রীযুক্ত মণিমাধব মিত্র ভক্ত সুহৃদ প্রভৃতি বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতিগোস্বামী ঠাকুরের নিকট হরিকথা শ্রবণ করিয়া পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববৎসরের ন্যায় এ বৎসরও উৎসাহী নিষ্কিঞ্চন ভক্ত শ্রীপাদ মুকুন্দ বিনোদ দাস বাবাজী মহারাজের সুনিপুণ অধ্যবসায় অবিশ্রান্ত যত্ন ও আন্তরিক চেষ্টাফলে বহুলোক হরিগুরু বৈষ্ণবের কৃপাপ্রসাদ লাভ করিয়া সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

মৈমনসিংহে শ্রীনামপ্রচার।

ঢাকায় শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ সংস্থাপন ও শ্রীদামোদর ব্রতাবসানে, মৈমনসিংহ সহরনিবাসি শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ বি,এ, সব্ ডেপুটী-কালেক্টর মহাশয়ের অত্যাগ্রহাতিশয্যে পরমহংস পরিব্রাজক-আচার্য্য অষ্টোত্তরশত-শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ তদীয়-চরণাশ্রিত ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীত্রয় ও কয়েকজন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের-অমলশিক্ষা প্রচার কল্পে অগ্রহায়ণ বুধবার দ্বিপ্রহরে ঢাকা হইতে রেলপথে রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ৪॥০ ঘটিকায় সময় মৈমনসিংহ সহরে পদার্পণ করেন। শ্রীযুক্ত শচীকান্ত ঘোষ মহাশয় সহরে একজন বিশেষ পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইঁহারা কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই সহরে বসবাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইঁহাদের বসতবাটী "বড়বাসা" বলিয়া পরিচিত। বুধবার সন্ধ্যার পর শচী

বাবুর বাড়ীতে পরমহংস গোস্বামি মহারাজ পুরাণরাজ শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ভিক্ষুগীতি পাঠ করেন। আমরা সেই স্থানে কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও সহরের অনেক গণ্যমান্য লোককে উপস্থিত দেখিয়াছিলাম। সকলেই নিবিষ্টচিত্তে অশ্রুতপূর্ব্ব মধুময় উপদেশ শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। পরে পরমহংস মহারাজের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তদনুগ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী সন্ন্যাসীদ্বয় জৈবধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গের আনন্দ বিধান করেন। রাত্রি ১১টার সময় শ্রীহরিকীর্ত্তনের পর সে দিবসের মত পাঠ বন্ধ হইল। পরদিবস পরমহংস মহারাজের শ্রীধাম মায়াপুর যাইবার কথা কিন্তু শ্রীযুক্ত শচীবাবু বিশেষতঃ গত রাত্রির শ্রোতৃবর্গের সানুনয় প্রার্থনায় তাঁহার যাওয়া হইল না। বৃহস্পতিবার সকালে পরমহংস মহারাজ তদীয় সেবকবর্গ ও সহরের কতিপয় লোকসঙ্গে নগরকীর্ত্তন প্রসঙ্গে সহর ভ্রমণ ও পুণ্যতোয় ব্রহ্মপুত্রনদ দর্শন করেন। পুনরায় সন্ধ্যার পর পূর্ব্বদিবসের ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করেন। গতদিবস অপেক্ষা শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা-সে দিবস বেশী হইয়াছিল অধিকন্তু-সে দিবসের পাঠ অতিমধুর হইয়াছিল। সেই সভার সকলের অনুরোধক্রমে পরমহংস মহারাজের পরদিবস শ্রীধামে যাওয়া স্থগিত হইল এবং সহরের বিখ্যাত "দুর্গাবাড়ী" নামক স্থানে শ্রীহরিকথার প্রচারের উদ্যোগ হইল।

শুক্রবার প্রাতে পুনরায় ভক্তবৃন্দ অরুণোদয়-কীর্ত্তন করিতে করিতে সহরের অনেকস্থান, যথা কলেজ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করেন। দ্বিপ্রহরে ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী-বার লাইব্রেরিতে উপস্থিত হইলে তথায় উপস্থিত উকিলবাবুদের আগ্রহাতিশয্যে অনেক কথা বলেন। বক্তৃতাশ্রবণে সকলেই বিশেষ-আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা ছয়টার সময় পরমহংস মহারাজ তদীয় শিষ্যবর্গ ও স্থানীয় অনেক ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে

স্থানীয় দুর্গাবাড়ীতে গমন করেন। তথায় শ্রীনাম কীর্ত্তনান্তে ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তি বিবেকভারতী গোস্বামী মহারাজ জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে পরমহংস মহারাজ তাঁহার স্বভাবসুলভ মধুরভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া শ্রোতৃবর্গের তৃপ্তিসাধন করেন। সেই দিবসের শ্রীহরিকথা শ্রবণে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী তৎপর রবিবার দিবস স্থানীয় সূর্য্যকান্ত টাউনহল নামক গৃহে বক্তৃতার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে রবিবার দিবস টাউন হলে দুই ঘণ্টা ব্যাপী বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হয় সভাতে প্রায় পাঁচ শত শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। স্থানাভাবে অনেক শ্রোতা ফিরিয়া যান। স্থানীয় ভক্তবৃন্দের অনুরোধক্রমে তথায় আরো দুইদিবস কাল গৃহে গৃহে শ্রীনামকীর্ত্তন ও পাঠ ইত্যাদি হইয়াছিল। ঢাকায় বিশেষ কার্য্যের জন্য প্রচারকবৃন্দ স্থানীয় ভক্তবৃন্দের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ময়মনসিংহ ত্যাগ করিতে বাধ্যহন।

শ্রীমাধব গৌড়ীয় মঠ।

শ্রীসজ্জনতোষণীর পাঠক সকলেই অবগত আছেন, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ঠাকুর বিগত নভেম্বর মাসের প্রথমেই কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে শ্রীগুরু আজ্ঞায় ঢাকা মহানগরীতে স্থায়িভাবে একটী শুদ্ধ-ভক্তির প্রচার কেন্দ্র সংস্থাপনের বাসনাবীজ হৃদয়ে লইয়া শুভ বিজয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রবল উৎসাহের সহিত গমন করিয়াও দেখিলেন কার্য্যক্ষেত্র স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের তত অনুকূল নহে। বুঝিলেন, ঢাকাবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের অনুগত ...

মুখে পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা অন্তরে আপনাদিগকে বৈষ্ণব অর্থাৎ হরিজনসেবক বলিতে বা জানিতে কুণ্ঠিত এবং নিজের ন্যায় সংসার কূপনিপতিত বিষয়ীকে গুরুজ্ঞানে অসদাচার ও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া কেবল মাত্র বাহ্য বর্ণ, বেশ ও চিহ্নকেই গৌরানুগত্যের একমাত্র প্রমাণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন।

বহু কাল যাবৎ "অন্যাভিলাষ," "কর্ম্ম" জ্ঞান ও "যোগের" পাষাণ প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিয়া শুদ্ধ ভক্তির অমল কিরণচ্ছটা তথায় রুদ্ধগতি হওয়ায় ঢাকানগরী আলোকহীন গহ্বরের ন্যায়, স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছিল।

আরও বিস্ময় এবং অনুতাপের কথা, শিক্ষিত সম্প্রদায় বৈষ্ণব বেশধারী কপট-ভক্তগণের দুরাচার দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত অমল ধর্ম্মে শ্রদ্ধাহীন হইতেছিলেন। এমনকি বর্ত্তমান শুদ্ধভক্তি-স্রোতের পুনঃ প্রবাহের মূল-মহাপুরুষ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয়ের সংবাদ পর্য্যন্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেন না। ফলে তাঁহারা এযাবৎ পরমার্থ-রাজ্যের কোন সংবাদ না রাখিয়া জড়ের সন্দেশে পরিতৃপ্ত থাকিয়া দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন। স্বস্বরূপ, উপাস্য তত্ত্ব স্বরূপ ও অভিধেয় স্বরূপ জানিয়া আত্ম কল্যাণ লাভের পরিবর্ত্তে প্রাকৃত রাজনীতি, সমাজ-নীতি ও রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বিবাদযোগ্য বিষয় তাঁহাদের চিত্তবৃত্তিকে আলোড়িত করিতেছিল।

অপরদিকে, ধর্ম্মধ্বজী ভাক্তগণ গৌরভক্তির নাম করিয়া রক্তপূয়-ক্লেদাদিযুক্ত ত্রিধাতুক কুণপে অত্যন্ত আসক্তি হেতু ব্যভিচারের পঙ্কিল কূপে আকণ্ঠ মগ্ন থাকিয়া ঐ বিষয় ভোগরূপ আবর্জ্জনাকেই পরমোপাদেয় জ্ঞানে কৃষ্ণকথা পরিত্যাগ করিয়া সংসার রঙ্গমঞ্চে তাণ্ডব নৃত্য করিত। অন্যথা আচার্য্যাভিমানিগণ ঐশ্বর্য্যমূলক শৌক্রবংশের তুচ্ছ মিথ্যাগর্ব্বে

স্ফীত হইয়া অর্থোপার্জ্জনমূলে পণ্যবিক্রেতার ন্যায় স্ব স্ব বিপণীতে নাম, মন্ত্র, অর্চ্চা, ভাগবত প্রভৃতি বিবিধ বস্তু সজ্জিত করিয়া পরমার্থ ব্যবসায় দ্বারা জিহ্বা উদর ও উপস্থ বেগ বৃদ্ধি করিতেছিল এবং ইন্দ্রিয় তর্পণ রূপ বিপুল গৃহমেধ-যজ্ঞে নিত্য কল্যাণ কামনারূপ ঘৃতাহুতি দিতেছিল। হতভাগ্যগণ বোঝে নাই যে স্বযত্নবর্দ্ধিত যজ্ঞাগ্নির লেলিহান জিহ্বায় আপনারাই অচিরে দগ্ধীভূত হইবে। কেবল তাহাই নহে, পুরুষানুক্রমে প্রাপ্য নিজস্ব ধন বলিয়া যদি হৃদয়ে কিঞ্চিৎ গর্ব্বও অনুভব করিত, তাহা হইলে সমাজের অশেষ কল্যাণকারী শুদ্ধ সাত্বত সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া অনিত্য দেহ সম্পর্কিত দারা পুত্র পরিবার বা দগ্ধ উদরের জন্য কর্ম্ম জড় স্মার্ত্ত ও নির্ব্বিশেষবাদী পঞ্চোপাসক সমাজের দাস হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব পূজার বিরোধী হইত না। আপনাদিগকে পতিতপাবনের বংশধর বলিয়া অভিহিত করিলেও কার্য্যতঃ গোস্বামিত্ব (ইন্দ্রিয়ের প্রভুত্ব) করিবার পরিবর্ত্তে গোদাস (ইন্দ্রিয় দাস) হইয়া পতিতের দল পুষ্টি করিতেছিল। এই সকল আচার্য্যাভিমানী একদিকে যেমন কীর্ত্তন পরিত্যাগ করিয়া নামাপরাধ বৃদ্ধির সঙ্গে শ্রীঅর্চ্চাকে প্রাকৃত ফলভোগ দাতা যন্ত্ররূপে অর্চ্চন করিতে ব্যস্ত, অপরদিকে অবৈধ প্রবৃত্তিধর্ম্মপর যোষিৎসঙ্গী হইয়া পরম নিবৃত্তমার্গাশ্রয়ী শুদ্ধ অদ্বয় জ্ঞানবিৎ অপ্রাকৃতেন্দ্রিয় জাতরুচি ভক্তগণের একমাত্র অনুশীলনীয় "রাসলীলা" প্রকাশ্য স্থানে অর্থবিনিময়ে স্ত্রীজনমোহন বিবিধ বাগ্‌বিন্যাস সহকারে পাঠ করিয়া আপনাদিগকে ও অনধিকারী শ্রোতৃবর্গকে অনন্ত রৌরবপথে দ্রুত প্রেরণ করিতেছিল। ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষ বাঞ্ছারূপ কৈতব অমানিশার গাঢ় অন্ধকার তখন ঢাকায় রাজত্ব করিতেছিল। মোহিনী মায়া আপনার মোহিনী তুলিকাস্পর্শে ঢাকাবাসীকে সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। ঢাকাবাসী তাই, অজ্ঞানরূপ তমিস্রের গাঢ়স্তরে নিমগ্ন থাকিয়া শুদ্ধ ভক্ত্যালোকের অমল অরুণচ্ছটার নবীন মাধুর্য্য

উপভোগ করিতে এবং ভক্ত কোকিলের কীর্ত্তন কুহরব শুনিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত ছিল।

ঢাকাবাসীর এ হেন ঘোর দুর্দ্দিনে মহাবদান্য শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেরণা-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডপাবন, জীবদুঃখকাতর শ্রীগুরুদেবের কৃপাশক্তিতে শক্তিমান হইয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ সভার অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ হৃদয়ের সুমহৎ আশাবীজ রোপণ করিয়া নবীন উদ্যমে, প্রবল আগ্রহে শ্রীগুরু আজ্ঞাটহল প্রচার করিতেছিলেন। বিভুচিৎ ভগবানের সেবা-রূপ চেতন বৃত্তির নিত্যধর্ম্ম পালনের জন্য তাহাদের সুপ্ত চেতনবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনুকূল প্রতিকূল প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃত বৈচিত্র্যময় অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রচার চলিতেছিল। অবশেষে এই প্রচার কার্য্যে শুদ্ধভক্তি প্রচারের প্রবল সহায়রূপে সমগ্র ঢাকাবাসীর মধ্যে একটী নিরপেক্ষ লোক মিলিল। অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় তাঁহার ভক্তিপ্রদীপটীও শ্রবণ কীর্ত্তন স্নেহাভাবে নির্ব্বাপিত-প্রায় হইতেছিল। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপায় স্বীয় প্রাক্তন সুকৃতিবশে তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন। ক্রমশঃ হরিকথা শ্রবণ করিতে করিতে সম্বন্ধজ্ঞানের বিকাশ ও শ্রদ্ধার বৃদ্ধিক্রমে অবিলম্বে শুদ্ধভক্তির আচার ও প্রচারে প্রবল উৎসাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এতদিনে উক্ত আশাবীজে অঙ্কুরোদ্গম হইল। কিছু দিন পরেই অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তন স্নেহযোগে ভক্তিপ্রদীপ ক্রমশঃ প্রবলভাবে দীপ্তি পাইতে পাইতে যথাসাধ্য ঢাকাবাসীর হৃদয় গুহার তমোরাশি বিদূরিত করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে সেই প্রদীপের উজ্জ্বল কিরণালোকে বঙ্গবাসী প্রকৃত শুদ্ধ আচার ও আচার্য্যের এবং কণ্টকশূন্য সাধনপথের সন্ধান লাভ করিল। উহার মধ্যে কয়েকটী সৌভাগ্যবান ব্যক্তি চেতনবৃত্তির বিকাশ-

এইবার প্রচারকগণের কীর্ত্তন শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব বিষয় ভোগ বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় দারুণ রোষাবেশে নিতান্ত মৎসরতা পরবশ হইয়া কোন কোন দানব প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। কিন্তু মুরারি যাঁহার সহায় তাঁহার পরাজয় কোথায়—ভয়ই বা কোথায়? যুগে যুগে এই সকল অসুর হরি, হরিজন, হরিভক্তি বিরোধী হইয়া ধ্বংসপথে গমন করিয়াছে। এদিকে প্রচারকগণও "পাষণ্ডদলনবানা" শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম চিন্তা করিয়া দ্বিগুণোৎসাহে মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ নাম জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সুষুপ্ত শিক্ষিতাভিমানিগণের অনেকেই শ্রীগৌরসুন্দরের অমল উপদেশ শ্রবণে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। অঙ্কুর তরুণ বৃক্ষে পরিণত হইল।

এইরূপে কিছু কাল অতিবাহিত হইলে বিগত শারদীয় অবকাশে চাতুর্ম্মাস্যের শেষভাগে ঊর্জ্জাব্রত পালনোদ্দেশে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আনুগত্যে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার প্রায় চল্লিশজন প্রচারক ঢাকামহানগরীতে শুভবিজয় করেন। মাসাধিক-ব্যাপি সুমহৎ কীর্ত্তনযজ্ঞ আরম্ভ হইল। সহরের বিভিন্ন স্থানে ——

"দ্বাপরীয়ৈর্জনৈর্বিষ্ণুঃ পঞ্চরাত্রৈস্তু কেবলৈঃ।

কলৌ তু নামমাত্রেণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥" মুণ্ডকোপ-নিষদ্ভাষ্যে বৈকুণ্ঠবায়ুর অবতার শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যোদ্ধৃত এই নারায়ণসংহিতা-বচন কীর্ত্তন করিতে করিতে বেগে নাম প্রচার চলিতে লাগিল। এইবারে দানবদলনী লীলা আরম্ভ হইল। ভীমপ্রভঞ্জনের অবতার যতীশ্বর আনন্দ তীর্থের কৃপাবায়ু প্রভাবে দানবদলের বিষয় ভোগরূপ গৃহ বিধ্বস্ত, উন্মূলিত ও উৎপাটিত হইতে লাগিল। নিরপেক্ষ গুণগ্রাহি ব্যক্তিমাত্রেই প্রচারকবর্গের ভোগে বীতস্পৃহা ও কীর্ত্তনে জীবের প্রতি করুণাপ্রত দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ক্রমশঃ [illegible]

অনুভব করিতে লাগিলেন। ঢাকাবাসীর আগ্রহফলে বিভিন্নস্থানে পরমহংস গোস্বামি ঠাকুর ও তদনুগত অন্যান্য কতিপয় আচার্য্য কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ পঠিত ও ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। প্রত্যহ শত শত লোক ভগবৎ কথামৃতপানে পরিতৃপ্ত হইতে লাগিলেন। চারা ক্রমশঃ পল্লবিত হইল; শীঘ্রই একটী মঠ সংস্থাপনের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সাধু যাঁহার সঙ্কল্প ভগবান তাঁহার সহায়। অনতিবিলম্বে স্থানীয় কতিপয় ভূম্যধিকারীর বদান্যতায় ও যত্নফলে ৯০নং নবাবপুর রোডে একটী প্রকাণ্ড ত্রিতলগৃহে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়মঠ শুভদিনে সংস্থাপিত হইল। অতঃপর ১৪ই কার্ত্তিক পরমসমারোহে শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধরের অর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সকলআশা, সকল সাধ এতদিন পর শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিলেন, মনে হইল। আশাবৃক্ষ এতদিন পর ফলপুষ্প ভারে শোভিত হইল। অতঃপর সাধারণ বিরাট মহামহোৎসবের জন্য আপামর সাধারণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রচারকবর্গ চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অর্থের নিতান্ত অভাব। তথাপি ভোগ ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত কীর্ত্তনযজ্ঞের পুরোহিতগণ শ্রীগৌরসুন্দরের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সুমহান্ ত্যাগস্বীকারে বিস্মিত হইয়া অনেকেই অতি আদরের সহিত স্ব স্ব সামর্থ্যানুযায়ী আনুকূল্য প্রদান করিয়া হরিসেবা করিবার সুকৃতি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপ অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সমবেত প্রচারকবর্গের অবিরাম পরিশ্রমলব্ধ অর্থ ও তণ্ডুল দ্বারা ২৬শে কার্ত্তিক শ্রীমঠে প্রথম বার্ষিক উৎসব বিপুল আড়ম্বর ও সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। ঢাকার স্বনাম খ্যাত স্বধামগত বদান্য জমিদার সনাতন দাস মহাশয়ের ধর্ম্মশীলা পত্নী উৎসবের ফল তরকারি প্রভৃতির ব্যয়ভার বহন করিয়াছেন। উৎসবের দিবস মঠের

সারাদিন অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মঠের সেবক ও স্বেচ্ছাসেবকগণের অতুলনীয় যত্ন, দীনতা ও অমায়িক ব্যবহারে এবং আদরাপ্যায়নে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলেই তৎকালে কুলমদ জাতিমদ বর্ণমদ বিস্মৃত হইয়া একপংক্তিতে পরম আগ্রহ ও শ্রদ্ধাভরে মহাপ্রসাদসম্মান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। বর্ষীয়াণ অভিজ্ঞগণের মত এই যে ঢাকামহানগরীতে নিঃসম্বল ভিক্ষুক গণের কেবল ভিক্ষা সংগৃহীত দ্রব্যে এরূপ বিপুল বৈষ্ণব মহামহোৎসব বহুবর্ষযাবৎ দৃষ্ট হয় নাই। কপর্দ্দকহীন পথের কাঙ্গাল, অনিকেত, প্রাকৃত সহায় সম্পদবিহীন ভিক্ষুক প্রচারকগণের আশাবীজ এতদিনপরে শ্রীগুরুকৃপা-আলোক ও সেবাপ্রযত্নরূপ বায়ুর একত্র সংযোগে এবং অনুক্ষণ শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ অবিরাম জলসেচন ফলে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও বিবিধশাখা পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হইয়া প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইতে চলিল।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট প্রার্থনা, ত্রিতাপদগ্ধ পূর্ব্ববঙ্গবাসী এই মহীরুহের সুশীতল ছায়ায় বিষয় তাপ জুড়াইয়া শ্রীনিত্যানন্দপাদপদ্ম নিষ্কপটে আশ্রয় করিয়া ধন্য হউন।

শ্রীবিগ্রহ সেবা।

(পূর্ব্ব বৃত্তানুক্রমে ৩১ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীবিগ্রহসেবকেরা পৌত্তলিক নহেন তাহা ইতঃপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারা পরমেশ্বরের নিত্যস্বরূপকে অবলম্বন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা করেন। সুতরাং সকল প্রকার অধিকারী ভক্তের পক্ষেই শ্রীবিগ্রহসেবা পরম মঙ্গলকর। তবে উচ্চাধিকারী সম্যক্প্রণিহিত অমলচিত্তে মানস-সেবাই অধিক করিয়া

থাকেন, নিম্নাধিকারীর পক্ষে মনোময় বিগ্রহ ব্যতীত অন্য প্রকার শ্রীমূর্ত্তি-পূজার নিতান্ত প্রয়োজন। ক্রমে চিন্ময় ভগবদ্ভক্তের সঙ্গক্রমে চিন্ময় ভগবদ্ভাব যত উদিত হইতে থাকে, শ্রীমূর্ত্তির ভৌতিক ভাব ততই বিদূরিত হইয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ দর্শনলাভ ঘটে। ক্রমেই উচ্চাধিকার লাভ সৌভাগ্যক্রমে সংঘটিত হয়। নিম্নাধিকারে শ্রীবিগ্রহসেবা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

একণে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে শাস্ত্রে আছে ব্রাহ্মণেতর বর্ণের শ্রীবিগ্রহ পূজার অধিকার নাই। তবে কিরূপে নিম্নাধিকারী ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ পূজা সম্ভবপর হয়। তদুত্তরে শাস্ত্রমর্ম্ম উদ্‌ঘাটনপূর্ব্বক দেখান যায় যে, শাস্ত্রনির্দেশ অবশ্য পাল্য। ব্রাহ্মণেতর বর্ণব্যতীত অন্যবর্ণের পূজার যোগ্যতা নাই ইহা সর্ব্বতোভাবে স্বীকার্য্য। সেই নিমিত্ত শাস্ত্রের ইহাও বিধান আছে যে, সদ্‌গুরু কখনও অব্রাহ্মণে দীক্ষাদান করিবেন না, যেহেতু দীক্ষাদানের উদ্দেশ্যই যে দীক্ষিত শ্রীবিগ্রহ সেবা করিবেন। দীক্ষাদ্বারা আমি কৃষ্ণদাস এই সম্বন্ধ জ্ঞানের বীজ রোপিত হয়, সম্বন্ধ-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণদাসের অভিধেয় বা উপায় শ্রীবিগ্রহসেবা ও শ্রীনামসেবা আরম্ভ হইয়া যায়, যেহেতু এই দেবীধামে শ্রীভগবান্ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীনামরূপে অবতীর্ণ। ক্রমশঃ সেবা সৌষ্ঠবের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রদ্ধা, রতি, ভাব, ক্রমে পরম প্রয়োজন প্রেমভক্তি লাভ হয়। সুতরাং যেখানে দীক্ষার পরও দেখা যায় কেহ অব্রাহ্মণ, সেখানে জানিতে হইবে দীক্ষা হয় নাই, কেন না অব্রাহ্মণের দীক্ষা নাই। এরূপ দীক্ষা কেবল দীক্ষার অভিনয় মাত্র, যাত্রাদলের সাজা গুরু অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে শিষ্য বলিয়া সাজাইয়া তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া স্বীয় ইন্দ্রিয় ভোগের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন মাত্র, এরূপ অভিনয়ে পরমার্থের গন্ধ পর্য্যন্ত নাই, অধিকন্তু এসকল ব্যাপার সম্পূর্ণ পরমার্থবিরোধী। এই বিচার, আচার ও আচার্য্য নামক গ্রন্থে সম্যক্ আলোচিত হইয়াছে উহা সকল তত্ত্বজিজ্ঞাসুরই অবশ্য পাঠ্য। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যের ভক্তিরাজ্যে কোন অধিকারই নাই। নিম্নাধিকারী ও ব্রাহ্মণ ভিন্ন

অপর কেহ হইতে পারেন না। ইহাতে যদি কেহ কেহ হতাশ হন, তাহা হইলে উপায় নাই, শাস্ত্রের যাহা নির্দেশ তাহাই ব্যবস্থা হইবে, আমি ত আর নূতন রকমের ব্যবস্থা দিবার মালিক নহি, আর যাঁহারা শাস্ত্রলঙ্ঘন করিয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য, নিজে ও স্ত্রীপুত্রকন্যা ভাগ করিয়া লুচি ভাতি খাইবার জন্য, সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিয়া সুখভোগের জন্য, সাংসারিক উপার্জ্জনের ঝঞ্ঝাট হইতে রেহাই পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ইন্দ্রিয় চরাইবার জন্য, অভিমানিনী স্ত্রীকে অলঙ্কারে সর্ব্বাঙ্গ বিভূষিত করিয়া তাহার মন পাইয়া দাম্পত্য রসে রসিক হইবার জন্য প্রভুসন্তান বা গুরুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া কয়েক শতাব্দী স্বার্থপরতা মূলক শাস্ত্রবিরুদ্ধ মহাজনত্যক্ত নবব্যবস্থা দিয়া আসিতেছেন, তাহারাও মালিক নহেন। একথায় যাঁহারা বিমর্ষ হইতেছেন, তাহাদের শ্রীচরণে এই নিবেদন যে তঁহারা অকিঞ্চন সাধুর চরণাশ্রয় করিয়া দেখুন তাহাদের সকল গোল মিটিয়া যাইবে, হতাশে আশা আসিবে। তাঁহারা বুঝিবেন শৌক্রদুর্জ্জাতিত্ব বৃত্ত ব্রাহ্মণতার বিরোধি নহে। অবর কুলে জাত হইলেও সাধুগুরু কৃপায় ব্রাহ্মণাধিকার আসে, তখন গুরু দীক্ষার পর তাঁহাকে শূদ্র রাখিয়া তাঁহার স্পৃষ্ট পক্ক প্রসাদান্ন গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিবেন না, তাঁহাকে অনুপনীত রাখিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

এই মহান্ উপদেশ উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রত্যবায় ভাগী হইবেন না অথবা অনধিকারী শিষ্যকে পরমহংস সম্মান দিয়া ত্যক্তবর্ণাশ্রমচিহ্ন করিয়া শিষ্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন না, কনক কামিনী, বা অন্ততঃ প্রতিষ্ঠার জন্য গুরু সাজিয়া "বীক্ষতে জাতি সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং" এই শাস্ত্রাদেশ ভুলিয়া ভক্তিমার্গাশ্রিত শিষ্যের জাতিবুদ্ধি করিয়া স্বীয় নিরয়গমনের পথ প্রশস্ত করেন না। এ সকল বিষয় "ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের তারতম্য" নামক

গ্রন্থে সুবিস্তৃত ভাবে বিচারিত হইয়াছে, নিত্য মঙ্গল প্রার্থী ব্যক্তিমাত্রই তাহা পাঠ করিয়া শাস্ত্রপ্রমাণ, সদাচার, মহাপুরুষাচরিত পথ দেখিয়া নিশ্চিন্তমনে সাধুপাদাশ্রয় করুন এই প্রার্থনা। গুরু সাজা লঘু অসাধু ব্যক্তির শ্রীবিগ্রহ সেবার অধিকার দিবার সামর্থ্য নাই, যাহার যে জিনিষ নাই তাহার নিকট সে বস্তু চাহিলে কিরূপে মিলিবে, কথায় বলে "দিগম্বরের কাছে বস্ত্রভিক্ষা" যে গুরুর নিজের পারমার্থিক চেষ্টা নাই, অনভিজ্ঞ শিষ্যের মনোরঞ্জনের জন্য ফোঁটা মালা তিলক নামের ঝুলি প্রভৃতি সাজ করেন মাত্র, তাঁহার নিকট পারমার্থিক মঙ্গল আশাকরা তৈলিকের যণ্ডের তলদেশস্থ ভাণ্ড হইতে দুগ্ধাস্বাদ করার আশা একই কথা, ভাগ্যে মূত্রাস্বাদ ভিন্ন আর কি ঘটিবে? যাঁহারা শুদ্ধভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন, কোন শুদ্ধ ভক্তের আশ্রিত বলিয়া অভিমান করেন ও অপরকে শুদ্ধভক্তিমার্গ প্রবেশের উন্মুখ করিবার যত্ন করিতেছেন, তাঁহারা নিজে কেহ কেহ বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসাবস্থায় উন্নীত হইলেও শিষ্যবর্গের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদিগকে শাস্ত্রসম্মত সুষ্ঠু বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন, "তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ" ব্যাসদেবের এই বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে শিখাসূত্রাদি ব্রাহ্মণ চিহ্নে চিহ্নিত করিবেন, যখন তাঁহাদিগকে হরিসেবা-বিমুখ, ভক্তদ্বেষী, দুরাচারগ্রস্ত বলিয়া জানিবেন তখন তাঁহাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের—

"য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরং।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥

এই নিদেশানুসারে কুমুদকর, প্রিয় সেন, পদ্মনাভ প্রভৃতির মত ঐ সকল চিহ্ন ত্যাগ করাইবেন, এইভাবেই বৃত্তগত সুষ্ঠু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইলে তবে তাহা ত্যাগের পর পরমহংসাবস্থায়

গৃহমেধ ভিন্ন আশ্রমান্তর নাই, অচ্যুতাত্ম ব্রাহ্মণবর্ণ নাই। সমাজ সংস্কার তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য না হইলেও—

"বর্ণাশ্রমবতাং ধর্ম্ম এষ আচারলক্ষণঃ।
স এব মদ্ভক্তিযুতো নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥" ও
"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তত্তোষকারণম্॥"

কনিষ্ঠাধিকারিজনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ব্যভিচার বিস্তার কর্ত্তব্য নহে, ইহা উপলব্ধি করিয়া পরমার্থীর ব্রাহ্মণতা স্বীকার করিয়া যথার্থ বৈষ্ণবাচার্য্যের কার্য্য করিবেন, নচেৎ সকলই পণ্ড হইয়া যাইবে।

আবার এক স্বার্থপর সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা হইয়াছে, "ডুড্ও খাব, টামাকও খাব," শাস্ত্রের কথাও রাখিব, স্বার্থও বজায় করিব। সে সম্প্রদায়টী ভাড়াটিয়া পুরোহিতগণ। তোমরা বেশ করিয়া বিষয়কর্ম্ম দেখ, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া উপার্জ্জন কর, তাহার অংশ আমাদিগকে দাও, আমরা তোমার পরমার্থ করিয়া দিব। হায়, হায়, পরমার্থ এমনই পদার্থ বটে! তুমি সুখে ইন্দ্রিয়রত থাক, আমাকে মূল্য দাও, তদ্দ্বারা আমিও ইন্দ্রিয়-তর্পণ করি, মাঝ হইতে তোমার পরমার্থ হইয়া যাক্। বাঃ কেমন সোজা পথ। এইসব ভাড়াটিয়া লোক জগৎ ছাইয়া ফেলিয়াছে। বুদ্ধিমান্ জন জানিয়া ফেলিয়াছেন এই সকল ভাড়াটিয়া দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সেবা হয় না। তাহারা শ্রীবিগ্রহ দ্বারা নিজেদের সেবা করাইয়া লইতেছে, শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গিয়া নিজে খাইতেছে। তাহাদের সঙ্গ বিষবৎ পরিত্যাজ্য। শ্রীবিগ্রহসেবা অর্থে এইরূপ একটা কারণার কেহ যেন মনে না করেন। প্রতিষ্ঠার জন্য ঠাকুরবাটী করিয়া দিলাম, বেশ ভাল মন্দির; উত্তম অট্টালিকা, খব তোমরাও তোমরাও

বর্ত্তমান, কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটি কেহ যেন দেখাইতে না পারে, সব বন্দোবস্ত, কোনদিকে কোন বেবন্দোবস্ত নাই, দেখ কেমন সেবা চলিতেছে। সুধী জানিবেন ইহা সেবা নহে, ইহাও শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গা, ইহা কেবল প্রতিষ্ঠার্জ্জনের কল, শ্রীবিগ্রহসেবা নহে। ভাড়াটিয়া পুরোহিতগণ বলিতেছে দেখ, তোমরা ব্রাহ্মণেতর জাতি, তোমাদের ঠাকুরঘরে ঢুকিতে নাই, (কথা শাস্ত্রেরই বটে), তোমরা আমাদের পয়সা দাও, আমরা বামুন, আমরা তোমাদের উকীল হইয়া পূজা করিব। হায়, হায়, পরমার্থ জগতে উকীল লাগাইতে হয় না, নিজেকে সেবা করিতে হয়, তবে গুরুদেব বুদ্ধিকে সেবোন্মুখ করিয়া দিবেন বটে, কিন্তু আমার কৃত সেবাকার্য্য গুরুর স্কন্ধে চাপান চলেনা। তিনি ত' নিত্য সেবাধিষ্ঠিত আছেনই। হায়, হায় ভাড়াটিয়া পুরোহিত, ভাড়াটীয়া গুরু, ভাড়াটিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যাতা যে কোমল-শ্রদ্ধ, সরলচিত্ত লোকের কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে না পারিলে পরমার্থ সাধন সুদূর পরাহত কথা !! জীব নিত্য ভগবদ্দাস, জীবের স্বরূপ ভগবদ্দাস্য, সেই স্বরূপ ভ্রান্তিতেই আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। সে দুর্দ্দশার হাত এড়াইতে সেবাধর্ম্ম সম্যক্‌ভাবে আশ্রয় না করিলে উপায়ান্তর নাই। এরূপ স্থলে ভাড়া দিয়া অপরের দ্বারা সেবা করানতে কতদূর সেবাধর্ম্ম অব্যাহত হইবে বিবেচক মাত্র বুঝিতে পারেন।

এক্ষণে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন্ শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনাদি দ্বারা ভগবানের সেবা বজায় কি করিয়া হয় ? আচ্ছা, তদুত্তরে জানিতে হইবে যে শ্রীবিগ্রহ সেবা পৌত্তলিকতা নহে, ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নিত্য ভগবন্মূর্ত্তির প্রতিমা পূজা বিশেষ মঙ্গলময়। শ্রীমূর্ত্তি-সেবন ও তদীয় গুণলীলাদি শ্রবণ কীর্ত্তনই অতি নিম্নাধিকারীর একমাত্র উপায়। মহাজন-

কৃত্য না থাকে, যাহা কিছু করা যায়, তাহাই যদি শ্রীমূর্ত্তির উদ্দেশে কৃত হয়, নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কোন চেষ্টা না করিয়া যদি কেবল শ্রীবিগ্রহ-সেবাতেই আত্মসমর্পণ করা যায়, তাহা হইলে সেবকের সেবাবুদ্ধি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইতে থাকে, সেবার বিপরীত ভাব ভোগেচ্ছা ক্রমশঃ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে লোপপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে, তখন সেবাবুদ্ধি সম্যক্ হয় তখন সেবা চিন্ময়ভাবপ্রাপ্ত হয়। কেননা ভোগবুদ্ধিই মায়িক বন্ধনের হেতু, তন্নিমিত্তই জড়াভিনিবেশ হইয়া থাকে, ভোগবুদ্ধি যত কম হয় জড়ভাব তত অল্প হইতে থাকে, চিদ্ভাব ততই স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইবার অবসর পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শ্রীমূর্ত্তিসেবা হইতে ক্রমে জড়ভাব অপহৃত হইয়া জীবের চিদ্ভাবোদয় হয়। তখনই ত' জীব স্বস্বরূপ চিন্ময় কৃষ্ণদাস্যে অবস্থিত হইলেন। সুতরাং শ্রীমূর্ত্তি সেবা উপেক্ষণীয় নহে, এটী সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

আর একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, শ্রীবিগ্রহ সেবায় কি কি কৃত্য আছে? শ্রীবিগ্রহসেবা বলিতে কি কেবল ঠাকুরঘরে গিয়া অপরের সংগৃহীত অন্ন নিবেদন, মন্ত্র পূজা ও ঘণ্টাবাদনই বুঝায়, আর কিছু নহে? ইহার মীমাংসা করিতে হইলে পুনরায় মূল ধরিয়া বিচার আরম্ভ আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহসেবাফলে আমাদের সেবাবুদ্ধি পরিপক্ক ও ভোগবুদ্ধি অন্তর্হিত হয়। তৎকল্পে আমাদের সকল কৃত্যই শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশেই সাধিত হওয়া আবশ্যক, যাহা কিছু অঙ্গ চেষ্টা, যাহা কিছু মানসিক চিন্তা সকলই শ্রীবিগ্রহ-সেবা-সৌষ্ঠব জন্য কৃত হওয়া আবশ্যক, যেন কোন কার্য্য নিজ ভোগ-তাৎপর্য্যময় না হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে কি শুধু ঘণ্টানাড়া প্রভৃতি ঠাকুরঘরের কার্য্যতেই শ্রীবিগ্রহসেবা আবদ্ধ থাকিতে পারে? কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি সকলগুলিই শ্রীবিগ্রহসেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। রাজা অম্বরীষ যেমন—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমং।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

(ভা, ৯।৪।১৮—১৭)

মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে, বাক্যকে কৃষ্ণগুণবর্ণনে, হস্ত দুইটী হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি কার্য্যে, কর্ণকে অচ্যুতসম্বন্ধীয় কথা শ্রবণে, চক্ষুকে মুকুন্দের শ্রীমূর্ত্তি ও মন্দির দর্শনে, অঙ্গকে কৃষ্ণদাসগণের গাত্রস্পর্শে, ঘ্রাণকে কৃষ্ণপাদপদ্ম সৌরভে, রসনাকে তুলসীযুক্ত প্রসাদান্নসেবনে, পদদ্বয় হরিক্ষেত্র ভ্রমণে, মস্তককে কৃষ্ণপাদাভিবন্দনে, কামকে কামবস্তু ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণসেবায় নিয়োগ করিবেন। এই সকল দ্বারা কৃষ্ণাশ্রিত রতির উদয় হয়। তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য, ইন্দ্রিয়, কাম-ক্রোধাদি রিপুবর্গকে পর্য্যন্ত হরিসেবায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার হরিসেবা ভিন্ন স্বতন্ত্র কৃত্য অন্য কিছু ছিল না। ইহাই শ্রীবিগ্রহ সেবা। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,

"মদর্থেঽঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণং।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ॥"

(ভা, ১১।১৯)

আমার উদ্দেশে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যদ্বারা আমার গুণবর্ণন, আমাতে চিত্তার্পণ, সর্ব্বকাম বর্জ্জন, আমার জন্য অন্য অর্থত্যাগ, ভোগ ও সুখ পরিত্যাগ, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত, তপ এই সমস্ত মদীয় দাস্যের অঙ্গ। অন্যত্র বলিতেছেন,

"মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্ব্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনং॥
সংমার্জ্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্ত্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদ্‌ যদমায়য়া॥
যদ্‌যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে॥"

(ভা, ১১।১১।৩৫,৩৯,৪১,)

মৎ কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, যাহা কিছু লভ্য হয় আমাকে অর্পণ ও দাস্যের সহিত আমাতে আত্মনিবেদন, আমার মন্দির মার্জ্জন, অঙ্গনলেপন, জল প্রোক্ষণ (ছাড়ন), পূজাধারমণ্ডলাদিনির্ম্মাণ, গৃহদাসের ন্যায় নিষ্কপটে আমার গৃহ (মন্দির), নিজ ইষ্টবস্তু ও অতি প্রিয় বস্তু আমাকে অর্পণ এই সমস্ত করিলে অনন্ত ফল (ক্রমে ক্রমে প্রেম প্রয়োজন সিদ্ধ) হয়। ফলকথা, নিজ ভোগবাঞ্ছাত্যাগকরিয়া কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত হইলেই শ্রীবিগ্রহসেবা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। যাঁহার যাহা আছে তাহাই শ্রীবিগ্রহসেবায় দিতে হইবে, তবে তাঁহার মঙ্গল। দীক্ষাকালে "সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ," সর্ব্বস্ব গুরুকে দান করিতে হয়, তাহার অর্থে সাজা গুরুর বাটীতে ধনকড়ি সব পৌঁছাইয়া দিয়া সাজা গুরু গৃহিণীর তৃপ্তি সংসাধন নহে, তাহাকে রাণী সাজাইয়া, মুকুট পরাইয়া তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের স্বপ্নের অতীত ভোগৈশ্বর্য্যে উন্মত্ত করান নহে, রাজারাণীর মত জোড়ের ফটো তুলিয়া মাঠ কুরুণের দর্পবাড়ান নহে। গুরুকে সর্ব্বস্বদান অর্থে শিষ্যের যাহা কিছু আছে, শরীর, ধন, মন, বিদ্যা, আভিজাত্য, কোন বিশেষ দক্ষতা সমস্তই শ্রীকৃষ্ণ সেবাতে ন্যস্ত করিতে হইবে, তাহারই নাম গুরুকে সর্ব্বস্বদান। নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া, আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিজন্য

কোন চেষ্টা না করিয়া সকল চেষ্টাই কৃষ্ণ সেবায় নিয়োগ—তাহারই নাম গুরুকে সর্ব্বস্ব দান। গুরু নির্দেশানুবর্ত্তী হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা রক্ষা না করিয়া নির্ব্যলীকভাবে হরিসেবায় সর্ব্বতোভাবে আত্ম-নিয়োগ—তাহারই নাম গুরুকে সর্ব্বস্ব দান, তাহাই শ্রীবিগ্রহ সেবার চরম। সুতরাং শুধু ঘণ্টানাড়া শ্রীবিগ্রহসেবা নহে, যাঁহার যেরূপ কৃতিত্ব আছে, শ্রীবিগ্রহসেবাসৌষ্ঠব জন্য তাহারই পরিচালনে শ্রীবিগ্রহসেবা সংসাধিত হইবে। রন্ধনশালায় ভোগপ্রস্তুত, ভোগরাগের জন্য শাক তরকারীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তদুৎপাদন, পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত, সামর্থ্য থাকিলে হলচালনাদ্বারা ভোগের তণ্ডুলোৎপাদন, যোগ্যতা থাকিলে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ বা সংস্কার, ঠাকুরবাটীর গৃহবর্দ্ধন ও সংস্কার, ঠাকুরবাটীর কার্য্য বিশেষের জন্য ভারবহন, গো, মহিষ পালন, জলোত্তোলন, জলাশয় খনন, শ্রীবিগ্রহসেবাকল্পে কার্য্যবিশেষ, বাণিজ্য, ভিক্ষাপ্রভৃতিদ্বারা অর্থসংগ্রহ এ সমস্তই শ্রীবিগ্রহসেবার অঙ্গ, কোনটী অন্য অপেক্ষা হীন নহে। এসকল কার্য্য স্বীয় ভোগার্থে, সংসার নির্ব্বাহকল্পে হইলে ইহারা কর্ম্ম ও বৃত্তি পদবাচ্য। তখন যাঁহার যে বৃত্তি, তদনুযায়ী বর্ণ নির্ণীত হইবে। কিন্তু শ্রীবিগ্রহসেবাকল্পে বিহিত সমস্ত ক্রিয়াই ভক্ত্যঙ্গ, কর্ম্ম নহে। এস্থলে শ্রীবিগ্রহসেবা এই ব্রাহ্মণবৃত্তিই বর্ণনির্ণায়ক, কার্য্যের উচ্চাবচ কর্ম্মাঙ্গ নহে বলিয়া বৃত্তি নহে, সুতরাং সেগুলি বর্ণনির্ণায়ক নহে।

ক্রমশঃ

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন,
শ্রীমায়াপুর, অদ্বৈতভবন।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

আচার ও আচার্য্য।

আচার ও আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ অপূর্ব্ব মীমাংসা। প্রত্যেক আচার ও আচার্য্যাভিলাষীকে আমরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া স্ব স্ব জীবনযাপন করিতে অনুরোধ করি। মূল্য ।৵০।

সাধন পথ

সৌভাগ্যবান্ সাধক এই নিষ্কণ্টক পথ অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হউন, তবেই পরম পুরুষার্থ লাভ করিবেন। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীশিক্ষাষ্টক, শ্রীউপদেশামৃত, প্রাকৃত রসশতদূষণী, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ এবং শ্রীগোস্বামিপাদ-বচন সহ প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ।৵০।

১। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৵০।

২। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় সংস্কৃত মহাকাব্য মূল্য ৷৹০।

৩। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

৪। পদ্মপুরাণ শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৫। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তি-বিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৬। সৎক্রিয়াসারদীপিকা সংস্কার দীপিকা সহ শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত।

৭। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০

৮। শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

৯। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত ॥৵০।

১০। ১১। ১২। শরণাগতি, কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী মূল্য ⅟০।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৷৹০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত,) ভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ৬৲ টাকা। বাঁধা ৭৲ টাকা।

প্রকাশিত হইয়াছে

ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক

সিদ্ধান্ত

ইহাতে ২০৪ পৃষ্ঠায় ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের স্বরূপ নির্ণয়, তাঁহাদের বিভিন্ন বিভাগ, তাঁহাদের অধিকার ও যোগ্যতা, বেদ, পুরাণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ইতিহাস-প্রভৃতি মহাজনবাক্যাদির প্রমাণ সহ দৃঢ় সদ্‌যুক্তিমূলে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। ব্যবহার-কাণ্ডে পরস্পরের তারতম্য-বিষয়িণী মীমাংসা আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে কাহারও আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। গ্রন্থের মূল্য ৷৵০ দশ আনা মাত্র। ভিঃ পিঃতে ৸৵০ মাত্র।

শ্রীরাসবিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীভক্তিবিনোদ আসন।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর কলিকাতা।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরস্পর-বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১৷৵০ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড ৬৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্‌ এ, বি এল্‌)

ম্যানেজার শ্রীসজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়।

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী

বামন ৪৩৫

চতুর্বিংশ খণ্ড [illegible]র্থ সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৫ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত

বার্ষিক ভিক্ষা ১।।০

নমুনা প্রেরিত হয় না।

শ্রীপত্রিকার সহকারী সম্পাদকগণ।

১। শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ।

২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী।

৩। শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল।

৪। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন।

৫। শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

৬। শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল পারমার্থিক হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ-বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা স্পষ্টভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১৸০ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড এখনও ৬৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (কবিভূষণ, ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)
ম্যানেজার শ্রীসজ্জনতোষণী। কলিকাতা কার্য্যালয়;
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

ভক্তিসন্দর্ভ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-রচিত ষট্‌সন্দর্ভের ইহা পঞ্চম সন্দর্ভ। শ্রীগৌড়ী ভাষ্যের সহিত মূল গ্রন্থ ছাপা হইতেছে।

প্রমেয় রত্নাবলী ছাপা হইতেছে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—————:০:—————

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপাত্রী।

২৪ বর্ষ	বামন। ৪৩৫	৪র্থ সংখ্যা।

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—————:০:—————

গুরু ও শিষ্যের কথা।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ভগবদ্‌ বিস্মৃতিরূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনকারী শ্রীগুরু-দেবকে আমি প্রণাম করি।

এ জগতে বহুবিধ বস্তু আছে কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যেমন সে সমুদায়ের কিছুই দেখিতে পায় না, সেইরূপ শ্রীভগবান জগতে সর্ব্বত্র বিরাজ করিলেও জ্ঞানচক্ষুবিহীন-ব্যক্তি সর্ব্বজীবপ্রভু সেই গোবিন্দকে দেখিতে পায় না। অন্ধব্যক্তিকে যদি নষ্টচক্ষুদান করিয়া বস্তুর পরিচয় দেওয়া যায় তবে সে

যেমন দৃষ্ট বস্তুর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারে সেইরূপ ভগবদ্বিষয়ানভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিব্যজ্ঞান দিলে সেই ব্যক্তি ভগবৎসেবালাভে সমর্থ হন। সুতরাং এবম্বিধ জ্ঞানদাতা অপার্থিব বস্তু এবং তিনিই শ্রীশ্রীগুরুদেব। শ্রীগুরুদেব সামান্য মানব নহেন, অসামান্য বা অলৌকিক। তাই শ্রীগুরুপ্রসঙ্গে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন:—(১) "জীব আমাকে সামান্য জ্ঞানে দেখিতে পায় না, তাই আমি জীব-হৃদয়ে চৈত্ত্যগুরুরূপে এবং বাহিরে আচার্য্যরূপে আপনাকে জানাই। শ্রীগুরুদেব আমারই ন্যায় পূজ্য। তাঁহাকে সামান্য মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে হিংসা করিও না, তিনি সর্ব্বদেবময়।"

এ জগতে মহারাজাধিরাজের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইয়া তদনুকম্পা লাভ করিতে হইলে যেমন তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়পাত্রের শরণাগত হইতে হয়, সেইরূপ বিশ্বসম্রাট, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ শ্রীভগবানের সেবা পাইতে হইলে তদীয় নিজজন শ্রীগুরুদেবের আশ্রয় লইতে হয়। শ্রীগুরুপাদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীভগবানের কৃপালাভের দ্বিতীয় উপায় নাই। এমন কি প্রাকৃত জগতে যখন কোন ব্যক্তিই গুরু ব্যতীত প্রাকৃত বিদ্যা, সঙ্গীত বিদ্যা, নৃত্য বিদ্যা, ধনুর্ব্বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না তখন পরমার্থ রাজ্যে শ্রীগুরুপাদাশ্রয়ের প্রাধান্য বিষয়ে অধিক লিপি বাহুল্য।

নিম্নলিখিত শ্রীগুরু-শিষ্য সংবাদে আমরা শ্রীগুরুতত্ত্বের অনেক আভাস পাইতে পারি।

শিষ্য:—প্রভো! শ্রীগুরুর লক্ষণ কি?

গুরু:—বৎস! পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, (২) মহাভাগবত ও ভগবন্মাহাত্ম্যাদিবিৎ বিপ্রই লোকমাত্রের গুরু, তিনি যাবতীয় লোকমধ্যে হরিবৎ পূজ্য। মহাকুলপ্রসূত সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত ও বেদের সহস্র শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ ও অবৈষ্ণব হইলে গুরুপদে অভিষিক্ত হইতে পারেন না।

শিষ্য :—তবে কি ব্রাহ্মণও গুরু হইতে পারেন না ? এ কিরূপ কথা ?

গুরু :—বৎস ! চঞ্চল হইও না। ব্রাহ্মণ বলিলে কি বুঝ ?

শিষ্য :—কেন প্রভো ! ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন-ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

গুরু :—বৎস ! তাহা নহে। শ্রীযামলে আছে—(৩) ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন যাবতীয় জীবই ব্রাহ্মণ। আরও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আছে যে, জীব জন্মগ্রহণ মাত্রেই শূদ্র, আচার্য্যের নিকট সাবিত্রী সংস্কার গ্রহণে দ্বিজ, বেদাধ্যয়নে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ হয়। (৪) কারণ মানবগণকে গুণ-কর্ম্মানুযায়ী ভগবান্ চারিবর্ণে সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য :—প্রভো ! তবে কি ব্রাহ্মণতা জাতিগত নহে ?

গুরু :—না বৎস ! ব্রাহ্মণতা জাতিগত বা বর্ণগত নহে—গুণগত। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, (৫) শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, ঈশভক্তি, দয়া ও শ্রদ্ধা এই কয়টী ব্রাহ্মণ স্বভাব; তেজ, বল, ধৃতি, শৌর্য্য, তিতিক্ষা উদারতা, উদ্যম, ধীরতা, ব্রহ্মণ্য ও ঐশ্বর্য্য এই কয়টি ক্ষত্রিয় স্বভাব। আস্তিক্য, দান, নিষ্ঠা, অদাম্ভিকতা, অর্থতৃষ্ণা এই সকল বৈশ্য স্বভাব। দ্বিজ-গো-দেবসেবা ও যথালাভে সন্তোষ ইহা শূদ্র স্বভাব। অশৌচ, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, বৃথা কলহ, কাম, ক্রোধ, ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা এই সকলই অন্ত্যজ স্বভাব। পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবত অন্যস্থানে বলিয়াছেন (৬) :—উপরিউক্ত বর্ণগত লক্ষণ বর্ণান্তরে দৃষ্ট হইলে বর্ণগত লক্ষণে বর্ণ নিরূপণ করিবে। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিতে শূদ্রোচিত গুণ দেখিলে তাহাকে শূদ্র এবং শূদ্র-কুলোৎপন্ন ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ দেখিলে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্ণয় করিবে অন্যথা প্রত্যবায় হইবে। সুতরাং স্বভাব দৃষ্টি করিয়া বর্ণ নিরূপণ করাই শাস্ত্রতাৎপর্য্য। কেবল জন্মদ্বারা বর্ণ নিরূপণ করা আজকালের ব্যবহার মাত্র। ইহজন্মেই বর্ণ বা লিঙ্গ পরিবর্ত্তন যোগ্য শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধে দেখা যায় যে, ব্রহ্মার মুখ হইতে ...

উরু হইতে বৈশ্য ও পদ হইতে শূদ্র এই চারিবর্ণ, পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমের সহিত এবং স্বীয় বর্ণগত গুণের সহিত জন্মিয়াছিলেন। এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যাঁহারা স্বীয় প্রভু ভগবানের সাক্ষাৎ ভজন না করিয়া নিজ নিজ বর্ণাশ্রম অহঙ্কারে ভজনে অবজ্ঞা করেন তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।

শিষ্য :—প্রভো! ইহার লৌকিক উদাহরণ কোথায়?

গুরু :—বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে যে, জবালা তনয় সত্যকাম মাতা জবালাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে আমি ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিব, আমি কোন্ গোত্রীয়। জবালা সত্যকামকে বলিলেন, বাবা আমি জানিনা তুমি কোন্ গোত্রীয়, যৌবনকালে আমি পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে আত্মজরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার নাম জবালা তোমার নাম সত্যকাম। সেই সত্যকাম জাবাল নাম বলিবে। সেই জাবাল, হারিদ্রুমত গৌতমের নিকট গমন করিয়া বলিয়াছিলেন আমি ব্রহ্মচারী হইয়া আপনার নিকট বাস করিব। ভগবান্ আপনার নিকট উপস্থিত হইলাম। গৌতম তাহাকে কহিলেন হে সৌম্য তুমি কোন্ গোত্রীয়? তিনি কহিলেন আমি জানিনা আমি কোন গোত্রীয়। মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন আমি যৌবনে পরিচারিণী হইয়া বিচরণ করিতে করিতে তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। তুমি যে কোন্ গোত্রীয় তাহা আমি জানিনা। আমার নাম জবালা তোমার নাম সত্যকাম। সেই আমি সত্যকাম জাবাল। গৌতম তাহাকে বলিলেন, বৎস, তুমি যে সত্য বলিলে ইহা অব্রাহ্মণ বলিতে পারে না। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ তোমাকে গ্রহণ করিলাম। হে সৌম্য সমিধ আহরণ কর। জাবাল কহিলেন সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি। গৌতম কহিলেন সত্য হইতে চ্যুত হইও না।

এইরূপ ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতে এ বিষয়ে বহু উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

বৎস! কেবলমাত্র সরলতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। যথা বনপর্ব্ব ২১১ অধ্যায়—আর্জ্জবে বর্ত্তমানস্তু ব্রাহ্মণামভিজায়তে।

শিষ্য:—প্রভো! আবার একটী প্রশ্নের উদয় হইল সেটী এই যে, আমরা সমাজে দেখিতে পাই "গোস্বামী" উপাধিটা ও বংশ পরম্পরা এটা কি? এবং গোস্বামী শব্দের অর্থ কি?

গুরু:—বৎস! বেশ প্রশ্ন করিয়াছ? গো শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়। স্বামী শব্দের অর্থ সেই ইন্দ্রিয়-বিজেতা। অর্থাৎ গোস্বামী শব্দে জিতেন্দ্রিয় পুরুষকে বুঝায়। শ্রীগৌর পার্ষদ শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন যে—

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥

অর্থাৎ যে ধীর ব্যক্তি বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধ বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ, উপস্থের বেগ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ তিনি সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করিতে পারেন অর্থাৎ তিনি গোস্বামী। এবম্বিধ গুণ যে ব্যক্তির আছে তিনিই গোস্বামী, তদ্ভিন্ন অপর সকলেই গোদাস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দাস। দেখ বৎস! গোস্বামিত্ব ও শৌক্র ব্রাহ্মণতার ন্যায় বংশগত নহে, গুণগত। তবে বর্ত্তমানে যে সমাজের কথা উল্লেখ করিলে সে সমাজ শিক্ষিত সমাজ নহে। অশিক্ষিত জনগণের সমাজে গোস্বামিত্ব বংশ-পরম্পরা চলিতেছে ও চলিবে। কিন্তু যে সমাজে অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত সে সমাজে বংশগত মর্য্যাদার আদর খুবই কম, গুণের আদর বেশী। কারণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা গুণগ্রাহী। বাস্তবিক গুণগত গোস্বামী না হইয়া আপনাকে আপনি গোস্বামী বলিয়া পরিচয় দিলে কিছুদিন মূর্খ-লোক-সমাজে প্রতিপত্তি পাওয়া যায় সত্য কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে গোস্বামী-সাজে

সজ্জিত গোদাসের স্বীয় প্রবৃত্তিগুলি কার্য্যে ধরা পড়ে। যেমন মেষ চর্ম্মে আচ্ছাদিত সিংহ নিজকে নিরীহ পরিচয় দিয়া মেষদলে মিশিতে পারে সত্য কিন্তু হৃদয়স্থিত সিংহের প্রবৃত্তি অত্যল্পকালেই প্রকাশ পায়। নকল জিনিষের উজ্জ্বলতা ক্ষণস্থায়ী। তাই বলি বৎস! ব্রাহ্মণতা ও গোস্বামিত্ব বংশগত নহে, গুণগত।

শিষ্য :—প্রভো! এযে বড়ই অপূর্ব্ব কথা। প্রভো! ব্রাহ্মণ ও গোস্বামী বিষয়ে আমার পূর্ব্ব ধারণা বিগত হইল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইলে গুরুর উপযুক্ত হন ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু :—চিন্মাত্র নিরাকার ব্রহ্মের জ্ঞাতাই ব্রাহ্মণ। কিন্তু যে ব্রাহ্মণ সেই ব্রহ্মকে চিদ্বিলাসবিগ্রহ শ্রীভগবানের অঙ্গজ্যোতিঃ জানেন এবং মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের উপাসক তিনিই বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ। শ্রীভগবানের ত্রিশক্তি—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। চিচ্ছক্তির প্রকাশ ব্রহ্ম; সচ্চিচ্ছক্তির প্রকাশ পরমাত্মা এবং সচ্চিদানন্দময় বিগ্রহই স্বয়ং ভগবান্। যেমন সূর্য্যের কিরণ, সূর্য্যমণ্ডল ও সবিগ্রহ সূর্য্য।

শিষ্য :—প্রভো! তবে কি ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন বৈষ্ণবই গুরু?

গুরু :—বৎস! স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর। কোন কুলের কথা হইতেছে না, কেবল গুণেরই কথা হইতেছে। বৈষ্ণব হইলেই গুরুর উপযুক্ত। এখন দেখ বৎস! বৈষ্ণব কে? না—যিনি, সর্ব্বধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ত্যাগ পূর্ব্বক নিষ্কাম অনন্য ভক্তিযোগে শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, তিনিই বৈষ্ণব। ইহাতে কোন বর্ণগত কথা নাই। আচ্ছা বৎস! অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শচীসুত শ্রীগৌরহরির শ্রীমুখবাক্য আলোচনা কর :—

(চৈঃ চঃ মধ্যঃ ৮ম পঃ)

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বংশজাত হউন ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্রই হউন, আশ্রমে সন্ন্যাসী হউন বা ব্রহ্মচারী বানপ্রস্থ গৃহস্থই হউন যে কোন বর্ণে বা আশ্রমে অবস্থিত হউন কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা গুরু অর্থাৎ বর্ত্ম প্রদর্শক, দীক্ষা ও শিক্ষা গুরু হইতে পারেন। গুরুর যোগ্যতা কেবলমাত্র কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, বর্ণ বা আশ্রমের উপর নির্ভর করে না। বৈষ্ণবতার অন্তরালে ব্রাহ্মণতা যেখানে ভিন্ন সেখানে তাদৃশ ব্রাহ্মণে গুরু-যোগ্য ব্রহ্মণ্য নাই আবার যেখানে বৈষ্ণবতা আছে তথায় শৌক্র বর্ণান্তর লৌকিক দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেও ব্রাহ্মণতার অভাব নাই।

শিষ্য :—প্রভো! ইহার লৌকিক উদাহরণ কৈ?

গুরু :—বৎস! উপরিকথিত তাৎপর্য্যানুসারে শ্রীবিশ্বম্ভর মহাপ্রভু শ্রীঈশ্বরপুরী সন্ন্যাসীর নিকট, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দ শৌক্র ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত শ্রীশ্যামানন্দের নিকট, শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য শৌক্রব্রাহ্মণেতর বংশ্য শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের নিকট, শ্রীদাস গদাধরের নিকট কাটোয়ার শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী পাঞ্চরাত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হন। ধর্ম্মব্যাধাদির অনেকেই শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। মহাভারতীয় স্পষ্ট আদেশ সমূহ এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে একাদশ অধ্যায় ৩২ শ্লোকে যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকং। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ। ইহাতে বিধিলিঙ্ প্রয়োগে বৈষ্ণব বিশ্বাসানুগমনে কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তার বৃত্তব্রাহ্মণতা বা নিত্য ব্রাহ্মণতা স্বভাবিক। সুতরাং ইতর লোক প্রচলিত শৌক্র-সম্বন্ধ ব্যতীত ব্রাহ্মণতা যেখানে হইতে পারে না তৎস্থলেও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ হইলে শৌক্রশূদ্র ও শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণতা লাভ করিয়া গুরু হইতে পারেন ইহাই শ্রীমহাপ্রভু সূক্ষ্মভাবে বুঝাইয়া দিলেন। যে সকল কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ করেন না তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজ ...

দৈক্ষ্য ব্রাহ্মণ মাত্র কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে অনেক সময় ব্রাহ্মণ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া নিরয়গামী হয়। বৈষ্ণব মাত্রেই জগতের গুরু সুতরাং তাঁহাদের ব্রাহ্মণাচার ও ব্রাহ্মণত্ব সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান। নিজ বাহ্যিক দৈন্য জ্ঞাপন করিতে গিয়া লৌকিক দৃষ্টিযোগ্য ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ না করিলেও পরমহংসের বা বৈষ্ণবের ব্রাহ্মণতার অভাব হয় না।

শিষ্য :—প্রভো! কথাপ্রসঙ্গে একটী প্রশ্নের উদয় হইল। দীক্ষা গ্রহণকালে সাবিত্র্য সংস্কারের আবশ্যকতা কি? এবং উপবীত গ্রহণ না করিলে দোষ হয় কি না?

গুরু :—উত্তম বলিয়াছ। শ্রবণ কর। দীক্ষা শব্দের অর্থ—দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ।" অর্থাৎ যাহা হইতে অপ্রাকৃত ভগবজ্-জ্ঞানোদয় হয় এবং পাপের সম্যক্ ক্ষয় হয় পণ্ডিতগণ তাহাকেই দীক্ষা বলেন। এবম্বিধ দীক্ষা গ্রহণে জীবের দ্বিতীয় জন্ম লাভ হয় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নোপযোগী ব্রহ্মসূত্র বেদাস্ত্রাধিকার ঘটে। যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং। অন্যত্র—পিতৃগোত্রেণ যা কন্যা স্বামি-গোত্রেণ গোত্রিকা। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং। অর্থাৎ রসবিশেষ সংযোগে কাংস্য যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, পিতৃ গোত্রের কন্যা বিবাহান্তে যেমন স্বামি গোত্রে গণিত হয় সেইরূপ দীক্ষা গ্রহণানন্তর জীবের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়। অর্থাৎ দ্বিজত্ব লাভে ব্রহ্মসূত্র ধ্বংস হয় না। সুতরাং দ্বিজত্বের পাপবিধ্বংসী সংস্কার ব্রহ্মসূত্র গ্রহণের আবশ্যক হয়। দেখ বৎস! জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য। জীব পিতার ঔরসে মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া শৌক্র জন্ম লাভ করে। পরে আচার্য্য সমীপে সংস্কার প্রাপ্তিতে সাবিত্র্য জন্ম লাভ করে। ... আচার্য্য তাঁহার পিতা বেদমাতা গায়ত্রী

মাতা এবং ঐ স্বাধ্যায় যোগ্য ব্যক্তি তখন ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হন। পরে তৃতীয় জন্মে অর্থাৎ দৈক্ষ্য জন্মে আচার্য্যই দীক্ষাগুরু হন।

মাতুরগ্রেধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতিচোদনাৎ॥

শাস্ত্রবাক্যে ও দেখ "জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজউচ্যতে। বেদ পাঠী ভবেদ্বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

অন্যভাবে দেখ! বৈদিক মন্ত্রপ্রদানই দীক্ষা। আবার শূদ্রে বেদমন্ত্র দান নিষেধ। শূদ্রে মন্ত্রদান করিলে শূদ্র নরকগামী হয় এবং মন্ত্রদাতা ব্রাহ্মণের চণ্ডালতা প্রাপ্তি হয়। যথা—স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ। শূদ্রো নিরয়মাপ্নোতি বিপ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ তাই শাস্ত্রে আছে যে যিনি উপবীত দানে শিষ্যকে বেদবিদ্যা এবং বেদের রহস্য জ্ঞান দান করেন তিনি আচার্য্য। উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥ অতএব দেখ বৎস! সংস্কার ব্যতীত মন্ত্রদানে শাস্ত্রবাক্যের প্রত্যবায় হয়। অতএব দীক্ষা গ্রহণ সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। তদ্ব্যতীত দীক্ষা হয় নাই জানিতে পারিবে। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীমদ্গোপাল ভট্ট গোস্বামি প্রভু তৎকৃত সংস্কার দীপিকায় এতৎপ্রসঙ্গ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ভজনানন্দী পরমহংস ত্যক্তবর্ণাশ্রম বৈষ্ণবগণ অনুরাগপথে ভ্রমণ করিতে গিয়া সাবিত্র্য সংস্কারবিধি গ্রহণ করেন নাই বলিয়া উহাই যে বর্ণাশ্রমীর একমাত্র বিধি হইবে এইরূপ নহে। বৈষ্ণবগণ সাবিত্র্য সংস্কার গ্রহণ না করায় নির্ব্বোধ লোকের তাঁহাদিগকে অব্রাহ্মণ বলায় রসিকানন্দ প্রভুর বংশেও শ্রীখণ্ডে শ্রীমুকুন্দ দাসের বংশে এবং নবীন হোড়ের বংশেও সাবিত্র্য ব্রাহ্মণতা আবাহমান চলিয়া আসিতেছে।

শিষ্য :—পতিতপাবন প্রভো! এ অধমের উপর আপনার অহৈতুকী কৃপা, তাই আজ অপূর্ব অশ্রুত বিষয় শ্রবণ করিবার অবসর পাইলাম। আচ্ছা প্রভো! সাধারণ লোকে কোন ব্রাহ্মণকুলে বংশ পরম্পরা গুরু নির্বাচন করে তাহা সে কুলে উপযুক্ত লোক থাকুন আর নাই থাকুন সে বিচার করে না—এরূপ দেখিতে পাই কেন?

গুরু :—বৎস! নির্ব্বোধ লোকেরাই এরূপ করে। পূর্ব্বের আলোচনায়ত তুমি বুঝিয়াছ যে গুরু, কোন নির্দ্দিষ্টকুলে উৎপন্ন হইবেন এ কথা শাস্ত্রসঙ্গত এবং মহাজনানুমোদিত নয়। আচ্ছা দেখ বৎস! চিকিৎসকের পুত্র কি উত্তরাধিকারিসূত্রে চিকিৎসক হইতে পারে?

শিষ্য :—তা কেন হইবে প্রভো! উক্ত চিকিৎসকের পুত্র যদি চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হয় তবে চিকিৎসক হইবে নচেৎ হাজার বেটা বনগরু হইবে।

গুরু :—তবে কেন বৎস, কোন নির্দ্দিষ্ট কুলোৎপন্ন ব্যক্তিসকল ক্রমাগত গুরু পদাসীন হইবে? বিশেষতঃ সে বংশে যদি উপযুক্ত লোক না থাকেন তবে কেন আর সে বংশে গুরুর মর্য্যাদা দেওয়া হইবে? সে বংশোৎপন্ন লোক অন্য সাধারণ বংশে গণিত হইবে। বৎস! গুণের আদর না থাকায় আজ আমাদের সমাজে এবং ধর্ম্ম বিষয়ে এত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীভগবান বলিলেন যে "গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুযায়ী চারিবর্ণের সৃষ্টি করিলাম।" কিন্তু এখন দেখিতেছি শৌক্রবিচার ভেদে বর্ণ পরিচয় হইতেছে—কৃষ্ণসৃষ্টং চতুর্ব্বর্ণং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ। কিন্তু ধূর্ত্তসৃষ্টং চতুর্ব্বর্ণং জননেন্দ্রিয়ভেদতঃ।

শিষ্য :—প্রভো! তবে যদি বংশগত গুরুকুলে উপযুক্ত লোক না পাওয়া যায় এবং যদি অপর উপযুক্ত গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যায়

গুরু :—না বৎস! কখনই না। যাহার গুণ নাই তিনি গুরু নহেন সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করায় কোন দোষ হইবে না। বৎস! মনে রাখিও গুরুর উপযুক্ত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই গুরু, তদিতর সর্ব্বলোকই অগুরু।

শিষ্য :—প্রভো! পূর্ব্বে যদি কোন লোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা যায় এবং পরে দেখা যায় যে সেই লোক বাস্তবিকই গুরুপদের অযোগ্য তখন কি কর্ত্তব্য?

গুরু :—বৎস! তখন সেই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী গুরু ত্যাগ করিতে হইবে। এইজন্য শাস্ত্রে গুরুলক্ষণ শিষ্যলক্ষণ ও উভয়ের পরীক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

শিষ্য :—প্রভো! শাস্ত্র প্রমাণ কোথায়?

গুরু :—বৎস! শাস্ত্রে আছে যে, অবৈষ্ণব কর্ত্তৃক উপদিষ্ট মন্ত্রে নরক-ভোগ হয় সুতরাং বৈষ্ণবের নিকট পুনরায় যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিবে।(৭)

শিষ্য :—প্রভো! এবার বুঝিলাম এরূপ ক্ষেত্রেও অযোগ্য গুরুত্যাগ হেতু দোষ হইল না। পতিতপাবন প্রভো! অদ্য আপনার কৃপায় আমার একটী বদ্ধধারণা বিগত হইল। হায়! হায়! লৌকিক আচরণে আসক্ত সাধারণ জীবের যে কত ক্ষতি হইতেছে তাহা অবর্ণনীয়। যাঁহার কৃপায় জীব এই দুস্তর সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাদি দুর্লভ শ্রীভগবানের সেবা লাভ করে, সেই পতিতপাবন শ্রীগুরুর আসন আজ কিনা সামান্য কাম-ক্রোধ-লোভাদিহত জীব দ্বারা পরিপূর্ণ। যাঁহার চক্ষু আছে তিনি অন্ধব্যক্তিকে পথ দেখাইতে সমর্থ কিন্তু যে ব্যক্তি নিজে অন্ধ সে অপর অন্ধকে কি করিয়া পথ দেখাইবে? যদিও যায় তবে দুইজনেরই কূপে পতন ব্যতীত অন্য লাভ অসম্ভব। প্রভো! এমন দিন কি আসিবে যে দিন

সদ্গুরু সঙ্গলাভ জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। শ্রীভগবানের অপার করুণা ব্যতীত জীবের সদ্গুরু লাভ হয় না।

গুরু :—হাঁ বৎস! ঠিক বলিয়াছ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে :—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান জীব।

গুরু কৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তিলতা বীজ॥

আমরা উপরিউক্ত প্রসঙ্গে শ্রীভগবান ও ভক্তের অনুগ্রহে বুঝিলাম যে, শ্রীগুরুদেব, শ্রীভগবানের নিজজন অপ্রাকৃত ভগবৎরসতত্ত্ববিদ্। তিনি আমাদের ন্যায় কাম-ক্রোধাদিরত সামান্য জীব নহেন। এবম্বিধ শ্রীগুরুর আসন কোন নির্দ্দিষ্টকুলে আবদ্ধ নহে। কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্ব গুণই শ্রীগুরুর মুখ্য লক্ষণ। সুতরাং কৃষ্ণতত্ত্ববিৎই শ্রীগুরুদেব। অন্য কোন ব্যক্তি নহে। সদ্গুরু লক্ষণে যদিও অন্যান্য অনেক গুণের উল্লেখ দেখা যায় তথাপি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তৃত্ব গুণেরই প্রাধান্য। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৮ অঃ ১২ শ্লোকে দেখা যায় যে—

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।

হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে যাঁহার কেবলাভক্তি, সমস্ত গুণ সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতে অবস্থিত। যিনি হরিভক্তিবিহীন তাঁহার মন সর্ব্বদা অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত হয়। তাঁহার পক্ষে মহদ্‌গুণ সকল অসম্ভব।

প্রমাণমালা।

(ভাঃ ১১স্কঃ ১৭অঃ ২২ শ্লোকঃ)

(১) আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।

(২) পদ্মপুরাণঃ— মহাভাগবতশ্রেষ্ঠো ব্রাহ্মণো বৈ গুরুর্নৃণাং।
সর্ব্বেষামেব লোকানামসৌ পূজ্যো যথা হরিঃ॥
মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুস্যাদবৈষ্ণবঃ॥

(৩) ব্রহ্মযামলেঃ— সর্ব্বে ব্রহ্মণো জাতা ইতি ব্রাহ্মণা।

(৪) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাঃ— চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

(৫) শ্রীমদ্ভাগবতেঃ— শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবং।
মদ্ভক্তিশ্চ দয়া সত্যং ব্রহ্মপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

তেজো বলং ধৃতিঃ শৌর্য্যং তিতিক্ষৌদার্য্যমুদ্যমঃ।
স্থৈর্য্যং ব্রহ্মণ্যমৈশ্বর্য্যং ক্ষত্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

আস্তিক্যং দাননিষ্ঠা চ অদম্ভো ব্রহ্মসেবনং।
অতুষ্টিরর্থোপচয়ে বৈশ্যপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

শুশ্রূষণং দ্বিজগবাং দেবানাঞ্চাপ্যমায়য়া।
তত্র লব্ধেন সন্তোষঃ শূদ্রপ্রকৃতয়স্ত্বিমাঃ॥

অশৌচমনৃতং স্তেয়ং নাস্তিক্যং শুষ্কবিগ্রহঃ।
কামঃ ক্রোধশ্চ তর্ষশ্চ স্বভাবোঽন্ত্যবসায়িনাং॥

(৬) ভাঃ ৭স্কঃ ১১অঃ ১০শ্লোঃ—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে —

(৭) অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্গুরোঃ॥

(খ) শ্রীপদ্মপুরাণে— গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

তত্র শ্রীগুরূপসত্তিকারণং।

ভাঃ ১১ স্কঃ নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

অথ শ্রীগুরূপসত্তিঃ।

ভাঃ ১১ স্কঃ—তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমং।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং॥

স্বয়ং শ্রীভগবদুক্তৌ:—মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকং।

শ্রুতৌ:— তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং। আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।

অথ অগুরু-লক্ষণং।

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ং॥

শুদ্ধভক্তি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ৩২ পৃষ্ঠার পর)

কনিষ্ঠাধিকার হইতে উন্নত হইয়া জীব এই প্রকার মধ্যমাধিকারে শ্রীবৈষ্ণবের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ হন। তখন তাঁহার বিচারে চারিটি বিভিন্ন ব্যাপার দৃষ্ট হয়। মধ্যমাধিকারীর সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে যাইয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেম-মৈত্রী-কৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥

যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তের সহিত মিত্রতা, বালিশ বা অনভিজ্ঞকে কৃপা এবং বিদ্বেষিজনে উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী ভক্ত। মধ্যম ভাগবত পরম উপাস্য শ্রীভগবানের সহিত নিজের নিত্য সম্বন্ধ জানেন এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিপ্রসূত দৃশ্য ও অদৃশ্য মায়িক বস্তুর সহিত শ্রীভগবান ও নিজের এবং এক জীবের সহিত অপর জীবের, এক জড়বস্তুর সহিত অপর জড়বস্তুর সম্বন্ধ শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে সম্যক্ অভিজ্ঞান লাভ করতঃ এবং শ্রীভগবানই পরম তত্ত্ববস্তু, তাঁহার ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে অন্তরঙ্গা শক্তিবিক্রমে অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি শ্রীভগবানের নিত্য বিহারধাম ও তটস্থাশক্তি জীব এবং বহিরঙ্গা শক্তিবিক্রমে জড়বস্তু সমুদয় এবং **"শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ"** এই ন্যায়ানুসারে শক্তিমান ভগবান হইতে শক্তির স্বাতন্ত্র্য নাই, শক্তিমানেই শক্তি অন্তর্নিহিত, এবং শক্তিমানেই শক্তি নিয়ত আছেই, ভগবদিচ্ছাক্রমে শক্তি অভিন্ন হইয়া নিত্যকালই শক্তিমানের সেবার জন্য ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত আছে। তদ্বৎ মধ্যমাধিকারী শক্তিজাতীয় হইয়া নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতঃ, পরম তত্ত্ববস্তু শ্রীভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট হন। শ্রীভগবানের সেবার সুষ্ঠুতা তদীয় প্রিয়জনের প্রীতি-অনুসন্ধান ব্যতীত সম্ভাবনা নাই জানিয়া বৈষ্ণবের সহিত সততই মিত্রতা বিশিষ্ট হইতে প্রয়াসী হন। তখন তিনি ত্রিবিধ অধিকারী বৈষ্ণবের সহিত ত্রিবিধপ্রকার মিত্রতা করেন যথা,

"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশং।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্য হৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥

যে দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মুখে এক কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন, এরূপ কনিষ্ঠাধিকার বৈষ্ণবে তিনি মনে মনে আদর করেন, আবার শ্রীভগবানে ভজনপরায়ণ মধ্যমাধিকারীকে প্রণাম দ্বারা স্বীয় আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং নির্ম্মৎসর ভজনপ্রবীণ উত্তমাধিকারী মহাভাগবতের সঙ্গ সর্ব্বোত্তমজ্ঞানে তাঁহার শুশ্রূষাদ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদনে যত্নশীল।

"বালিশ" অর্থাৎ কৃষ্ণভজনবিমুখ কিন্তু শ্রীভগবান্ তদ্ভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ নহেন, এরূপ ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন করিয়া তাহার চিত্ত শ্রীভগবানের সেবায় আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস করেন। যে পর্য্যন্ত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কীর্ত্তনশ্রবণে বিদ্বেষ প্রকাশ করতঃ দূরে সরিয়া না যায়, ততদিন সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট শুদ্ধ হরি কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে হরি ভজনে প্রবৃত্ত করেন। "নামে রুচি জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবন" এই পরম ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া তিনি কৃষ্ণবিমুখজনে কৃষ্ণনাম-দানে কৃষ্ণোন্মুখ করিয়া পরম দয় বিতরণে সততই সচেষ্ট। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধ জীবের পক্ষে মধ্যম ভাগবতই পরম বান্ধব। তাঁহার নির্হেতুক কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণবিমুখজনের পরম কল্যাণ লাভের গত্যন্তর নাই। মধ্যম ভাগবত পূর্ব্বকথিত কনিষ্ঠাধিকারে কৃপাপূর্ব্বক মধ্যাধিকারে উন্নীত করিতে সদাই যত্নশীল হয়েন। মধ্যম ভাগবত শ্রীভগবান ভক্ত ও ভক্তির বিদ্বেষকারী অপরাধী জীবের সঙ্গ দুঃসঙ্গজ্ঞানে বর্জ্জন করিয়া তাঁহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন। বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা মধ্যমাধিকারীর অহৈতুকী কৃপারই নিদর্শন। মধ্যম ভাগবত বলেন ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের মহাবাক্য "জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস কিন্তু জীব স্বীয় কৃষ্ণদাস্য বিস্মৃত হইয়া মন ও দেহে আত্মবুদ্ধিক্রমে জড়াভিমানে স্ফীত হইয়া স্বধর্ম্ম শুদ্ধভক্তির মাহাত্ম্য অনবগত থাকার দরুণ তাহাতে বিদ্বেষপরায়ণ

সে জগত বুঝিতে পারিবে সকল জীবের প্রতি দয়ার্দ্র মধ্যম ভাগবতগণ ভগবদ্ভক্তের বিদ্বেষহেতুই তাহার সহিত পারমার্থিক সম্পর্ক রাখিতে অনিচ্ছুক। এই সৌভাগ্য উদিত হইলে বিদ্বেষিজনের স্বীয় স্বরূপধর্ম্ম ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের সুযোগ কোনদিন ঘটিতে পারে। মধ্যম ভাগবতের ত্রিবিধ অধিকারী ভাগবতগণের ব্যবহার শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তৎকৃত শ্রীকল্যাণ কল্পতরু পুস্তিকায় গাহিয়াছেন

"কনিষ্ঠ মধ্যম উত্তম প্রভেদে বৈষ্ণব ত্রিবিধ গণি।
কনিষ্ঠে আদর মধ্যমে প্রণতি উত্তমে শুশ্রূষা শুনি॥
যে যেন বৈষ্ণব চিনিয়া লইয়া আদর করিব যবে।
বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি অবশ্য পাইব তবে॥
বৈষ্ণব চরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র যেই নিন্দে হিংসা করি।
ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে থাকে সদা মৌন ধরি॥

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥"

ভূত সকলে যিনি স্বীয় শ্রীভগবদ্ভাব দর্শন করেন অর্থাৎ সকলই হরিসেবায় রত দর্শন করেন এবং স্বীয় চিত্তে উদিত শ্রীভগবানের আশ্রয় রূপে সকল প্রাণীকে দর্শন করেন তিনিই উত্তম অধিকারী বা মহাভাগবত।
যথা শ্রীচরিতামৃতে :———

"স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র স্ফুরয়ে তাঁর ইষ্টদেব মূর্ত্তি॥"

অন্যত্র :—

"যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে,"

মহাভাগবতের দর্শনেই প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ অদ্বয়জ্ঞান প্রকাশ হন। "অদ্বয়জ্ঞান ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন" মহাভাগবত দর্শন করেন। তিনি দেখেন শক্তিমান্ বস্তুই অদ্বয় জ্ঞান এবং দ্বিতীয় বস্তুর স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান তিনি দর্শন করেন না। শক্তিমান্ অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র দ্বিতীয় বস্তুর অধিষ্ঠান নাই দৃষ্ট হয়। সেই শক্তিমান্ বস্তুর বিভিন্নশক্তির পরিণামে বিভিন্ন অনন্ত বস্তুর অধিষ্ঠান দর্শন হইলেও "শক্তিশক্তিমতোর-ভেদঃ" এই বেদবাক্যানুসারে শক্তিজাতীয় বস্তুসমূহের স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান না দেখিয়া শক্তিমানেই অধিষ্ঠিত দর্শন করেন। কিন্তু জড় মায়াবাদী, অহং-গ্রহাভিমানী শক্তিমান্ হইতে শক্তির পরিণাম দর্শনে বঞ্চিত হইয়া শক্তি-জাতীয়বস্তু সমূহকে শক্তিমান্ ধারণা করিতে যাইয়া মহাভ্রান্তিতে পতিত হন। মহাভাগবতের দর্শনে ও জড় মায়াবাদীর ব্রহ্মদর্শনে এই সুস্পষ্ট-প্রভেদ বর্ত্তমান আছে। মহাভাগবতের দর্শনে জড় বা অচিৎ প্রতীতি নাই কারণ তিনি পূর্ণ চিদ্বস্তু শ্রীভগবান্ হইতে চিচ্ছক্তি ও অচিচ্ছক্তির পরিণামে চিদচিদ্বিভাগ জ্ঞাত থাকিলে ও অঙ্গীর সহিত অঙ্গের প্রভেদ দর্শন না করিয়া চিদ্ দর্শনে অঙ্গীর অন্তরঙ্গ ও বাহ্য অঙ্গ অঙ্গীতে নিত্য আবদ্ধ দর্শন করেন। কিন্তু জড় মায়াবাদীর দর্শনে অঙ্গীর স্বতন্ত্র অধিষ্ঠান নাই এবং অঙ্গীর অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে স্বাতন্ত্র নাই, চিদ ও জড়ে বিভেদ নাই এবং বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা অঙ্গীর বিচিত্র বিলাস দর্শনরূপ নিত্যানন্দে বঞ্চিত। ইহা তাঁহার পরম দুর্ভাগ্য।

অতএব মহাভাগবত আত্মবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া আপনাকে তৃণাদপি সুনীচজ্ঞান করিলেও আচার্য্যরূপে অনেক সময় মধ্যম অধিকারী বলিয়া নিজের পরিচয় প্রদর্শন করতঃ অত্যন্ত দয়াপরবশ হইয়া কৃষ্ণবিমুখ জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করিবার জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন তজ্জন্য তাঁহাকে কখনই মধ্যমাধিকারী জ্ঞান করা উচিত নহে। এই শুদ্ধ মহাভাগবতের চরণে যেন

আমাদের অপরাধ না ঘটে তবেই আমাদের নিত্য কল্যাণ হইবে নতুবা নহে।

তাহা হইলে ত্রিবিধ অধিকারে শুদ্ধভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কনিষ্ঠ ভাগবত কেবলমাত্র বিষ্ণুর আরাধনা করেন, মধ্যম অধিকারী বিষ্ণু বৈষ্ণব উভয়ের আরাধনা বুলে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের ভেদ দর্শন করেন, তৎফলে অবৈষ্ণব সঙ্গপরিত্যাগ করেন পরন্তু মহাভাগবতের কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ ব্যতীত ইতর কৃষ্ণ সেবা রহিত বস্তুর দর্শন নাই। তাদৃশ দর্শনে কৃষ্ণকাম ব্যতীত প্রাকৃত আত্মকামের অধিষ্ঠান নাই—ইহাই শুদ্ধভক্তি।

শুদ্ধভক্তিপ্রার্থী—
শ্রীযশোদানন্দন দাস অধিকারী।

শ্রীবিগ্রহ সেবা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তিক্রমে ৯৬ পৃষ্ঠার পর)

শাস্ত্র বলিতেছেন,

"সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদ্দিশ্য যা ক্রিয়া।
সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ॥"

উদাহরণ কেহ যদি শ্রীবিগ্রহসেবার অর্থসংগ্রহার্থে কোথা হইতে বর্ত্তন সংগ্রহ করেন, তিনি শূদ্র নহেন, ব্রাহ্মণ; বাণিজ্য করেন, তিনি বৈশ্য নহেন, ব্রাহ্মণ; রাজা অম্বরীষের ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজা হইয়াও তিনিই ব্রাহ্মণ। হরিসেবনশীল মহাভারতোক্ত ধর্ম্মব্যাধই ব্রাহ্মণ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ খোলা-বেচা শ্রীধরই ব্রাহ্মণ। কেহ যেন শ্রীবিগ্রহ-সেবা কর্ত্তব্য বলিয়া কেবল ঠাকুরঘরে ঘণ্টা বাজাইবার জন্যই ব্যস্ত

না হ'ন, সকলে মিলিয়া ঘণ্টা বাজাইতে গেলে ভোগরাগের আয়োজন বন্ধ হইয়া সেবা কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবে, এরূপ বুদ্ধি-সেবা বুদ্ধি নহে। তবে আবশ্যক হইলে শ্রীবিগ্রহ সমীপে মন্ত্রপূজাদি ও করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। শ্রীমন্দিরাভ্যন্তরে বিশেষ সেবা কার্য্য না থাকিলে শ্রীমন্দিরে কেবল প্রাত্যহিক পূজকই প্রবেশ করিবেন, আমরা বাহিরের কার্য্য দ্বারা সেবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিব। আবার যেদিন বৈষ্ণবাদেশ পাইব সেদিন শ্রীমন্দিরে গিয়া পূজার আরাত্রিকাদিও করিবার জন্যও প্রস্তুত থাকিব। সর্ব্বদা শ্রীবিগ্রহকে দণ্ডবৎ দ্বারা নিরহঙ্কারতা জ্ঞাপন করিব, ভক্তসেবা জন্য ব্যস্ত থাকিব, সাধু গুরু নিদেশানুবর্ত্তী হইয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করিব। তাঁহার অনুজ্ঞায় শ্রীনাম প্রচার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিব, সাময়িক পত্র গ্রন্থাদিতে শ্রীগুরু সন্নিধানে শিক্ষিত তত্ত্ব সমূহের আলোচনা করিব, ভ্রান্তকে, বঞ্চক বঞ্চিতকে সাধু গুরু দেখাইয়া তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করাইবার যত্ন করিব, বিষয়ী হরিসেবারত হউন তাহার চেষ্টা করিব। ঐকান্তিক ভক্তি আশ্রয় না করাইতে পারিলেও যাহাতে তাহার সুকৃত সঞ্চিত হয় তজ্জন্য তাহার উপার্জ্জনের অংশ হরিগুরুবৈষ্ণব সেবায় লাগাইবার যত্ন করিব, ইহাতেই আমাদের শ্রীবিগ্রহ সেবার অধিকার ক্রমশঃ বর্দ্ধনোন্মুখ হইবে। শ্রীকৃষ্ণসখ সুদামা ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,

অয়ং স্বস্ত্যয়নং পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পূরুষঃ॥

যাঁহারা গৃহমেধী বা গৃহব্রত, একমাত্র গৃহকেই যাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া জানেন তাঁহাদের এইটীই স্বস্ত্যয়ন বা মঙ্গলপ্রদ পন্থা যে তাঁহাদের নিষ্পাপ পুণ্যার্জ্জিত বিত্তদ্বারা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক পুরুষোত্তমের পূজা হয়। ইহাতেও ক্রমে ক্রমে সুকৃতি সঞ্চয়ক্রমে ঐকান্তিক ভক্তির পথ সুগম হয়। সুতরাং যাঁহারা ঐকান্তিকভাবে শ্রীবিগ্রহ-সেবা নিরত না হইতে পারিতেছেন,

তাঁহারাও অকিঞ্চন সাধু বৈষ্ণবের অনুষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ সেবা ও মঠাদি সংস্থাপন পরিচালনকল্পে শুক্লবিত্তদ্বারা সহায়তা করিয়া সুকৃত অর্জ্জন করিতে পারেন। তবে এবিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যেন যথার্থ শ্রীবিগ্রহ-সেবারই সহায়তা হয়। যদি কোন মূর্ত্তি (এরূপ মূর্ত্তির অভাব নাই, ইহাদিগকে বিগ্রহ ব্যবসায়ী বলে) ঠাকুর সেবার ভাণ লইয়া স্বীয় ও পরিবারবর্গের স্বচ্ছন্দে উদর-পোষণ, উত্তম গৃহে বাস, অলঙ্কারাদি ভূষণ ইত্যাদি জন্য সেবাবুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া ব্যস্ত থাকে সে সকল স্থলে শালগ্রাম দিয়া বাদাম ভাঙ্গার ব্যাপারে যিনি যে অর্থ সাহায্য করেন তাহা পণ্ড হইয়া যায়, সেবায়েতের গৃহলক্ষ্মীর পায়ের চুটকীর, আর কোমরের চন্দ্রহারের অর্থ যোগাইয়া কাহারও কিছু সুকৃত হইবার আশা নাই। এই সকল বিগ্রহ ব্যবসায়ীরা একেবারে ভক্তিহীন, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে তাহাদের অর্থার্জ্জনের যন্ত্রবিশেষ বলিয়া মনে করে, একথা কাহারও অজ্ঞাত নাই। তাহাদিগের মন্দিরে যাহাই প্রদত্ত হয় তাহা শ্রীবিগ্রহ সেবা-কল্পে নহে, তাহা ভস্মে ঘৃত ঢালা ন্যায়। আর একটী বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে যেন হরিসেবায় শুক্লবিত্ত নিয়োজিত হয়। কাহারও মতে আমি জাল জুয়াচুরী করিয়া যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়া তাহার কিয়দংশ ঠাকুর সেবায় লাগাইব, তাহা হইলেই আমার আর পাপস্পর্শ করিবে না, পাপ পুণ্যে কাটাকাটি হইয়া যাইবে। এটী তাহাদের একটী বিষম ভুল, ইহাতে অপরাধ হয়, পাপ ত' হয়ই, আবার শ্রীবিগ্রহের সহিত এইরূপ প্রতারণা করায় তাহাদের নরকের পথ প্রশস্ত হয়। তবে পূর্ব্বের পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পাপ হইতে সম্পূর্ণ বিরত হইয়া বা সঞ্চিত অর্থ শ্রীবিগ্রহ-সেবায় দিলে সুফল হয় বটে। পাপ-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া সুকৃতের আশা কম। দয়াল গৌর নিত্যানন্দের অনন্দোদয়া দয়ায় পাপী ত্রাণ পায়, আর পাপে প্রবৃত্ত হয় না।

"প্রভু কহে ফিরে আর না করিহ পাপ।
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ॥"

আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সেটী উদ্ধৃত শ্লোকের "শ্রদ্ধয়া" শ্রদ্ধার সহিত যাহা শ্রীবিগ্রহ-সেবার্থে প্রদত্ত হয়, তাহাই মঙ্গল আনয়ন করে, নচেৎ প্রতিষ্ঠার লোভে বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত না হইয়া অশ্রদ্ধার সহিত যে দান, তাহা শ্রীবিগ্রহ-সেবায় লাগে না, তাহাতে কোন সুকৃত সঞ্চিত হইবে না। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিতেছেন,

"শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্য্যপি।
ভূর্য্যপ্যশ্রদ্ধয়া দত্তং ন মে তোষায় কল্পতে॥"

(ভা, ১১।২৭।১৭)

ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যাহা সংগৃহীত হয়, তাহা আর কিছু না হইয়া কেবল জল হইলেও তাহাই আমার প্রিয়তম। অশ্রদ্ধায় ভূরিদানেও আমার তুষ্টি সাধিত হয় না।

শ্রীবিগ্রহ-সেবার একটী প্রধান অঙ্গ এখনও উল্লিখিত হয় নাই, সেইটীই প্রাথমিক ব্যাপার হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু

"কিরূপে পাইব সেবা আমি দুরাচার।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥"

ইহা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের নিজ উক্তি নহে, আমার ন্যায় হতভাগ্যের অবস্থা স্মরণ করিয়া আমাদিগের প্রতি কৃপা বশতঃ আমার যাহা প্রার্থনা হওয়া উচিত তাহাই গীত-নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার এই কাকুক্তি শ্রবণে কেহ যেন এরূপ মনে করিয়া দুর্ভাগ্য অর্জ্জন না করেন যে, তিনি দুরাচারই বটেন, আর তাঁহার সেবাবুদ্ধির অভাব ছিল। বৈষ্ণবের স্বাভাবিক দৈন্য অনেক অসতর্ক বদ্ধজীবের সর্ব্বনাশের মূল। সে অঙ্গটী আর কিছু

শিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন, পদ্মপুরাণে,

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।

তস্মাৎপরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনং॥"

সেইজন্যই অর্চ্চনের প্রথমেই শ্রীগুরুপূজার ব্যবস্থা আছে। কনিষ্ঠাধিকারীর অধিকার, ক্রমে উচ্চ হইলে তিনি ভক্ত-সেবার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন, নচেৎ প্রথমে তাঁহার তাহাতে শ্রদ্ধা অল্পই দেখা যায়। হবি নিমিকে কনিষ্ঠ লক্ষণ বলিতেছেন, (ভা. ১১।২।৪৭)

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।

ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥"

অর্চ্চন করিতে করিতে ক্রমেই তাঁহার বৈষ্ণব চিনিবার সামর্থ্য জন্মিবে, তারতম্য বিচার আসিবে, তখন তিনি আপনা হইতে উচ্চ সাধুসঙ্গের জন্য ব্যস্ত হইয়া ভক্তপূজাতে আনন্দ পাইবেন। সকলের স্মরণ রাখা উচিত ভক্তের সম্মান বর্জ্জিত হইয়া কখনও সুষ্ঠুরূপে শ্রীবিগ্রহ-সেবা সম্পাদন করিতে পারা যায় না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে দেখিতে পাওয়া যাইবে,

"অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

ভগবৎপ্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষ জীব স্বীকার করেন না। মহাভাগবত সকল যেথা প্রসাদ বস্তুতেই ভগবৎপ্রসাদ বুদ্ধি করেন। তিনি যেখানে যাহা পা'ন তাহাই তিনি প্রসাদবুদ্ধিতে নির্লোভভাবে সেবা করেন। সে অবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত আমান্ন ও প্রসাদ এই স্বতন্ত্র বুদ্ধি কনিষ্ঠাধিকারী ও মধ্যমাধিকারীর থাকে। সুতরাং তাঁহাদের সকলেই হয় শ্রীবিগ্রহপূজা করিয়া তৎপ্রসাদ বা ভক্ত-প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু উপভোগ করেন না। সুতরাং সকলেরই শ্রীবিগ্রহপূজার ব্যবস্থা জানা

বিগ্রহের পূজা করিতেই হইবে, নচেৎ প্রসাদ কোথায় পাওয়া যাইবে। এতৎ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে শ্রীবিগ্রহ অষ্টপ্রকারে আমাদের সমক্ষে প্রতিভাত হ'ন।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেখ্যা লেপ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাঽষ্টবিধাঃ স্মৃতাঃ॥"

সুতরাং মনোময়ী প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা আছে। ফলকথা শ্রদ্ধা ও ভক্তিই মূলবস্তু, তদভাবে শ্রীবিগ্রহ সেবা হয় না। নিজ সেবাই হইয়া যায়। শ্রদ্ধার অভাবে নিজ উচ্ছিষ্ট বস্তুই অনেকস্থলে শ্রীবিগ্রহকে প্রদত্ত হয়। তাহা যদি শ্রীবিগ্রহ সেবা হয়, তাহা হইলে জগতে অসদাচার বলিয়া কিছু থাকিত না। পূজার ব্যবস্থায় আছে যে ভোগের দ্রব্য যেন কুকুর বা ব্রাহ্মণেতর বর্ণ না দেখে। তাহার মর্ম্মই এই যে ইহারা স্বভাবতঃ লোভী, ভোগের দ্রব্য দেখিয়া ইহাদের লোভ হইবে, রসনা আর্দ্র হইবে, লোভদৃষ্টিতে ভোগের দ্রব্য উচ্ছিষ্ট হইয়া যাইবে। যথার্থ ব্রাহ্মণ লোভমুক্ত, সুতরাং ব্রাহ্মণে দেখিলে দোষ নাই। ব্রাহ্মণ সেবা-বুদ্ধি সম্পন্ন, নিজভোগতাৎপর্য্যবিহীন, তাই লোভশূন্য, যে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া সেবাবুদ্ধিবিহীন, সে কিরূপে লোভমুক্ত হইবে? তাহার ত' ব্রাহ্মণতা নাই, তাহার দেখাও যা', কুকুরের দেখাও তা', ভোগের বস্তু উচ্ছিষ্ট হইয়া যায়, তাহার নিবেদনে অপরাধ ঘটে। আর পূজক যদি স্বয়ং ঐ শ্রেণীর লোক হয়েন, তাহা হইলে আর তাহার শ্রীবিগ্রহ সেবার অধিকার কোথায়? বাহির হইতে একই প্রকার আচরণ দেখাইয়া একজন সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত, আর একজন ইন্দ্রিয়-পরায়ণ বিষয়ী হইতে পারেন। বাহিরের আচরণ দ্বারা অনেক সময় লোকেকে প্রতারিত হয়। আপনি দুইটী ঠাকুর বাটীতে দুইটী উৎকৃষ্ট আম্র-

করিলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে উভয়েই নির্গত হইলেন, আপনি মনে করিলেন উভয়েই আপনার প্রদত্ত আম্র শ্রীবিগ্রহ সেবায় লাগাইলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় নাই। একজন পূজক ভোগপরবশ, সে ফলটী লইয়া যাইতে যাইতেই তাহার লোভ হইল, সে ভাবিল শীঘ্র ঠাকুরকে দেখাইয়া ইহার সুস্বাদ গ্রহণ করিতে হইবে, ইহারই নাম "ভোগের আগেই প্রসাদ" তাহার নিবেদিত আম্র দ্বারা শ্রীবিগ্রহ সেবা হইল না। অন্য পূজক সেবাবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে পারেন। তিনি ফলটী পাইয়া শ্রীহরিসেবায় উৎকৃষ্ট আম্র দিতে সমর্থ হইতেছেন বলিয়া পরমানন্দিত হইয়াছেন, সে আনন্দ লোভজনিত নহে। পরে যথাবিধি নিবেদন করিয়া উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী মধ্যে প্রসাদ বণ্টন করিয়া অবশেষ প্রসাদ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবেন। উৎকৃষ্ট আম্র বলিয়া নহে। দেখুন একই বাহ্য আচরণের মধ্যে অন্তরে কত প্রভেদ, প্রথম ব্যক্তি লোভী বিষয়ী, দ্বিতীয় মহাত্মা ভগবৎসেবী ভক্তচূড়ামণি। প্রথম আম্রটী আপনার দুষ্কৃত আনয়ন করিল. দ্বিতীয়টী ভগবান ও ভক্ত সেবায় লাগিয়া আপনার সুকৃত অর্জ্জন করিল। সুতরাং কোন ঠাকুর বাটীতে কিছু দিতে হইলে সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক দেওয়া উচিত। নিষ্কিঞ্চন নির্ব্বিষয় ভক্ত পরিচালিত সেবারই সহায়তা করা উচিত, অন্যত্র নহে। তাহাতে কষ্টার্জ্জিত অর্থ দিয়া দুর্ভাগ্য কেনা হয় মাত্র।

যদি হৃদয়ে শ্রদ্ধাভক্তি বদ্ধমূল থাকে, তাহা হইলে আর সেবাপরাধ হইবে এরূপ আশঙ্কার কারণ থাকে না। কেন না শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি শ্রীবিগ্রহ-সম্ভ্রম কখনও লঙ্ঘন করেন না, তিনি অপরাধ গুলি তন্নতন্ন করিয়া কণ্ঠস্থ না রাখিলেও শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি কোন অপরাধজনক কার্য্যে ব্রতী হয়েন না। শ্রদ্ধার অভাবে যতই কেন অপরাধ গুলির তালিকা

সেবাবুদ্ধি সম্ভ্রমমার্গেও হয়, বিশ্রম্ভমার্গেও হয়। যাঁহারা সঙ্গে অনুরাগ লইয়া সেবা প্রবৃত্ত দেখা যায় সেবাপরাধের তালিকাভুক্ত কতকগুলি কৃত্য তাঁহাদের বুঝি হইয়া গেল, কিন্তু তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তের ওরূপ সেবায় বুঝি সেবার অঙ্গহানি হইল। এখানে মূলবিচার ধরিতে হইবে। তাঁহাদের সেবা হইতেছে, না স্বীয় ভোগ-তাৎপর্য্যবিশিষ্ট কোন কার্য্য হইতেছে, গোপবালক ফল খাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন, নিজের ভোগের জন্য নহে, কৃষ্ণের আস্বাদ যোগ্য কি না দেখিবার জন্য, তাহাতে উচ্ছিষ্ট দোষ আসিল না, যেখানে নিজের ভোগ নাই, ভগবৎপ্রীতিই লক্ষ্য তাহাই প্রকৃষ্ট সেবা। গোপবালক শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক ক্রীড়ারস দ্বারা শ্রীকৃষ্ণেরই সেবা করিতেছেন, ইহারই নাম বিশ্রম্ভসেবা। যেখানে এরূপ রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয় নাই, সেখানে সম্ভ্রম-মার্গই সমীচীন, সেখানে বৈধীভক্তির বিধিসমূহ পালন পূর্ব্বক সেবা করিতে হইবে। নচেৎ কৃত্রিমভাবে রাগানুগভজনের অনুকরণ করিলে শ্রীবিগ্রহ সেবার পরিবর্ত্তে জড়বিষয় সেবা হইয়া যাইবে, সাধকের এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। এ নিমিত্ত মহাভাগবতের অবস্থার প্রতি লোভ হইয়া তাহা প্রাপ্তির জন্য যত্নবান হইতে হইলেও তাঁহার কৃত্রিম অনুকরণ যেন কাহাকেও বিধিমার্গ ভ্রষ্ট না করে।

চিন্ময়বিগ্রহসেবিভক্তদাসানুদাস

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন।

শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীমায়াপুর।

গীত।

শ্রীগৌরবিরহে নদীয়া।

(১)

নদীয়াপুর অম্বা অন্ধসমা বৈঠল
নয়নে গলয়ে জলধারা,
সো আকাশ তারা দল জ্যোতিহীন ভৈগেল
ছাওল নিবিড় আঁধিয়ারা!
শ্রীবাস গদাধর নীরবণ ত্যজল
সীতাপতি সোয়াতি না পায়,
মূরছত সুরধনী লীলারস চঞ্চলা
নদীয়ায় বিহগ না গায়!
সো বালা সুললিতা নিয়াসে শিহরত
সরলা কো কো অপরাধ,
ইহ যদি মনসাধ পাঁহিল ন বিচারলি
কঠিন কিনলি পরীবাদ!
পুন কত পরিকর যতনে জুটাওলি
অশনি হানিয়া কত মাথ,
ঐছন রীতি নীতি কো গুরু শিখায়লি

শ্রীকৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবন।

(২)

ছিয়ে ছিয়ে ছিয়ে রাজবেশ। ধ্রু

যশোমতি নন্দ অন্ধসম বৈঠই
নয়নে গলয়ে জলধারা,
ব্রজ কিশোরদল বাট বাট ফিরত
বিহরক বাউর পারা!
ধবর গোধনদল কঙ্কালসার ভেল
ফুকারত শ্যামনামাভাস,
ভিরল পাদপদল পরাণ হি তোড়ল
ছোড়ল জীবনক, আশ!
কলাপী কলাপী পিঞ্জন মেলত
ন মধু বোলত শুকসারী,
রঙ্গিনী অভাগিনী পথ পেখি, রোয়ত
তমালে মুরছ পিকনারী!
কোমল কমলবালা তাপে শুখায়ল
পরাণ রহুঁল অবশেষ,
সখীগণ মঞ্জরী মরল কি জীয়ল
অবহুঁ কি কহ মথুরেশ!

বৈষ্ণবদাস—
শ্রীনন্দনন্দনানন্দ-ব্রহ্মচারী
শ্রীমায়াপুর——

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরমহাশয়ের আবির্ভাবোৎসবোপলক্ষে ময়ুরভঞ্জ ও কুয়ামারা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে গীত।

গৌর সহচর, করুণা সাগর, ভকতিবিনোদ, দীনৈকশরণ।
(তব) প্রকট উৎসবে, মিলিয়াছি সবে, করিতে তোমার, গুণসংকীর্ত্তন॥

জানিনা কেমনে এই অভাজন,
হৃদয়ে হেরিছে তব শ্রীচরণ.
ইহা হয় মনে, এই শুভ দিনে,
পাপী তাপী সবে দিবে দরশন॥
কৃপাকর যেন হৃদয় মাঝারে,
যখন খুঁজিব পাইব তোমারে,
তব পদে ভক্তি, ধরে মহাশক্তি
আমা হেন পাপী উদ্ধার কারণ॥
গৌরলীলা কালে ভারতে আনিলে
পাপী তাপী কত উদ্ধার করিলে।
গৌরাঙ্গ আদেশে স্বকার্য্য সাধিয়া
কিছুকাল জন্য হ'লে অদর্শন॥
ত্রিশতাব্দ গতে, পুনঃ এ ভারতে
ঘটালে বিপ্লব নেড়া বাউলেতে।
কৃষ্ণভক্তি শেষে, মায়াবাদ দোষে
বিকৃত করিল সহজিয়াগণ।

মায়াপুর নাম গেল লুকাইয়া
গৌরজন্মস্থান হইল কুলিয়া
পাপীষ্ঠ দরবেশ, নেড়া সহজিয়া
লোক চক্ষে হ'ল বৈষ্ণব গণনা।
হেন দুঃসময়ে গৌরাঙ্গ আদেশে
আসিলে হে পুনঃ ভকতের বেশে।
অর্পিলে সকলে, নিজশক্তি বলে
শুদ্ধকৃষ্ণভক্তি অপার্থিব ধন।
যোগপীঠ মায়াপুর প্রকাশিয়া
স্থাপিলে শ্রীমূর্ত্তি গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া
শ্বেতদ্বীপস্মৃতি হৃদে জাগাইয়া
পরিতৃপ্ত কৈলে শুদ্ধভক্তগণ॥
কৃষ্ণনামে কত ধরে মহাশক্তি
জানালে সবারে দিয়া শুদ্ধভক্তি।
গৌরাঙ্গ ভজিলে ব্রজে কৃষ্ণ মিলে
শিখালে এ তত্ত্ব করিয়া যতন॥
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ প্রকাশিয়া
ভাসাইলে প্রেমে শুদ্ধ ভক্ত হিয়া।
প্রকাশিলে সত্য, অপ্রাকৃত তত্ত্ব।
যেই নবদ্বীপ সেই বৃন্দাবন॥
বেদবাণী রাখি তব গ্রন্থমাঝে
অর্পণ করিলে নিজ প্রিয়াঙ্গে
তাই প্রভু, আজ ভকতসমাজে
সে সিদ্ধান্ত সব হ'তেছে ব্যাখ্যান।

দয়াময় প্রভুপাদ সরস্বতী
জাগালেন মোর হৃদে এই গীতি
(তাই) কৃষ্ণহারা ভক্তিবিনোদ আসনে।
আনন্দে মাতিয়া করিতেছি গান॥

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ধানবাদে শ্রীনামপ্রচার।

বিগত শারদীয়া পূজাবকাশের কিছুদিন পূর্ব্বে স্থানীয় কতিপয় ভক্তের আগ্রহে ও উদ্যোগে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুগমনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থপাদ-প্রমুখ শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার কতিপয় সভ্য ধানবাদে শ্রীনাম প্রচারে গমন করেন।

প্রথম দিবস। স্থানীয় বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের ভবনে অধিবেশন হয়। প্রথমে শ্রীপাদ প্রদীপতীর্থ "সৎসঙ্গ" বিষয়ে হৃদয়গ্রাহি-বক্তৃতা করিলে সকলেই আনন্দিত হন। পরে শ্রীমৎ পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে-হরিকথা শ্রবণে সমবেত শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই নিত্য সম্বন্ধাভিধেয়-বিজ্ঞানে আকৃষ্ট হন।

দ্বিতীয় দিবস। স্থানীয় "লিণ্ডসে ক্লাবে"র অধিবেশনে তীর্থস্বামী "সনাতন ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অনেকক্ষণ বক্তৃতা করেন। পরে বিষ্ণুপাদ পরমহংস ঠাকুর কৃষ্ণদাস্যই যে আব্রহ্ম সকল জীবেরই নিত্য সনাতন ধর্ম্ম, তাহা বিশদ্ভাবে কীর্ত্তন করেন। এই দিবস বহু শ্রোতা উপস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তিকথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

তৃতীয় দিবস। পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় অপরাহ্নে স্থানীয় "রেলওয়ে ইন্‌ষ্টিটিউট্" গৃহে অধিবেশন হয়। এই দিবসও প্রথমে একটি কীর্ত্তন গানের পর শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বি,এ মহাশয় "জীবের কর্ত্তব্য কি?"

বিষয়ে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে তীর্থস্বামী এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তৃতা করেন। পরে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের কাহারও কাহারও প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ পরমহংস মহোদয় কিছুক্ষণ হরিকথা বলেন। তাহাতে সকলেই তৃপ্তিলাভ করেন। সভান্তে রাত্রিতে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

পরে একদিন সকলে মিলিয়া তথা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী "কাত্রাসগড়" নামক স্থানে গমন করিলে অপরাহ্নে তথাকার একটি সাধারণ নাট্যাগারে প্রথমে শ্রীপাদ গোস্বামী ঠাকুর, পরে তীর্থস্বামী উপস্থিত বহু হিন্দু মুসলমান শ্রোতার নিকট উদার সনাতন বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ঐ দিবস সন্ধ্যায় পরমহংস ঠাকুর কয়েকজন ভক্তসহ ধানবাদে প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু তীর্থস্বামী কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে পরবর্ত্তী "সিজুয়া" ষ্টেশনের সন্নিকটে এক ভদ্র মহাত্মার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ উপলক্ষে সারাদিন হরিকথা আলোচনা করেন। ইঁহারা পরদিবস কলিকাতার মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর, একদিন কয়লার খনি প্রদর্শনোপলক্ষে পরমহংস ঠাকুরের অনুগমনে কয়েকটি ভক্ত নিকটবর্ত্তী "কুসুণ্ডা" ষ্টেশনের অতি সন্নিকটে একটি কয়লার খনির অভ্যন্তরে "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কোথায় কলিকাতা গৌড়ীয় মঠবাসী বৈষ্ণবগণ, আর কোথায় সেই বিজন পাতালপুরীসদৃশ সুগভীর খনির অভ্যন্তরে যুগযুগান্তরের প্রস্তররূপী স্থাবর জীবগণ! অবিশ্বাস-প্রবণ আমাদিগের জন্যই শাস্ত্র পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, "মহান্তের স্বভাব এই তারিতে পামর।

নিজ কার্য্য নাই, তবু যান পরঘর॥"

তৎপর দিবস শ্রীপাদ গোস্বামী ঠাকুর অবশিষ্ট ভক্তগণসহ কলিকাতার গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

ভক্তি গ্রন্থাবলী।

১। আচার ও আচার্য্য। আচার ও আচার্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্ন ও তাহার শাস্ত্রসিদ্ধ অপূর্ব্ব মীমাংসা। মূল্য ।৵০

২। সাধন পথ। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ শ্রীশিক্ষাষ্টক, এবং প্রাকৃত রসশতদূষণী। মূল্য ।৵০।

৩। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৵০।

৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলাময় মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৫। পদ্মপুরাণ। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা। মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৭। সৎক্রিয়াসারদীপিকা। সংস্কার দীপিকা সহ। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার বিধি ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি দশসংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০।

৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত মূল্য ॥৵০।

৯। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ॥০।

১০। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা। মূল অনুবাদাদি সহ মূল্য ১৲।

১১। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত মূল্য ॥৵০।

১২। শরণাগতি। কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী মূল্য ৷৵০।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲।

১৬। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য। মূল্য ৷৵০।

১৭। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ। মূল্য ।০।

১৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত,) তত্ত্বভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ৬৲ টাকা। বাঁধা ৭৲ টাকা।

বৈষ্ণব মঞ্জুষা সমাহৃতি।

পরিচয়ঃ—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম তথা ঐহিক ও পারত্রিক সমাজ সম্বন্ধে যাবতীয় অনুদ্ঘাটিত ও প্রচলিত প্রশ্নের সদুত্তর সম্বলিত।

সার্ব্বভৌমিক কোষ গ্রন্থ—অভিধান।

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ।

২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র।

৩। বিষ্ণু বৈষ্ণব সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ।

৪। শ্রীধাম, শ্রীপাট, তীর্থ ও স্থানাদির বিবরণ।

৫। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ।

৬। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য।

সম্পাদকঃ—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ এবং তৎসহ বহু কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ নিরপেক্ষ ভক্তগণ।

প্রকাশ প্রণালীঃ—সমাহৃত বিষয়সমূহ বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণানুক্রমে অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে মুদ্রিত হইতেছে।

সাহায্যঃ—সঙ্কলন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কাশিমবাজারাধিপতি বদান্যবর বৈষ্ণব মহারাজ বাহাদুর সাহায্য করিতেছেন।

গ্রাহক ও গ্রহণ প্রণালীঃ—সমাহৃতির গ্রাহক হইতে হইলে অগ্রিম পাঁচ বা দশ টাকা জমা রাখিলে যে সংখ্যার যে মূল্য নিরূপিত হয় তাহার মূল্যবাদে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহকের হিসাবে জমা থাকিবে এবং সমাহৃতির সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। অগ্রিম জমার টাকা নিঃশেষিত হইলে কতক টাকা পুনরায় জমা রাখিতে হইবে।

প্রকাশকঃ—শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোড্, কলিকাতা।

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

১। বেদান্ত-কল্পদ্রুমঃ—যাবতীয় প্রচলিত ভাষ্য ও টীকা সহিত বঙ্গভাষার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ বেদান্ত-দর্শন।

২। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমঃ—বিভিন্ন প্রকরণ সহ মৌলিক আকর মূলে ভক্তির স্মৃতিপ্রবন্ধ।

৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্ঃ—অন্বয় ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা ও তৎসহ গৌড়ীয় ভাষ্য, তথা বিবরণাদি সম্বলিত।

৪। ষট্সন্দর্ভ বা ভাগবত সন্দর্ভঃ—অনুবাদাদি সহ।

৫। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ—টীকা অনুবাদ ও বিবরণ সহ।

শ্রীশ্রী মায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জনতোষণী।

শ্রীধর ও হৃষীকেশ ৪৩৫।

চতুর্বিংশ খণ্ড, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্তৃক

সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা

৪৩৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত

বার্ষিক ভিক্ষা ১৷৷০

নমুনা প্রেরিত হয় না।

শ্রীপত্রিকার সহকারী সম্পাদকগণ।

১। শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ।

২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী।

৩। শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল।

৪। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন।

৫। শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য।

৬। শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের নিশ্চিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ।

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ-বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১৷৷০ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড এখনও ৬৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি এল্)

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাহৃতির ২য় সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

ভক্তিসন্দর্ভ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামি-রচিত ষট্‌সন্দর্ভের ইহা পঞ্চম সন্দর্ভ। শ্রীগৌড়ীয় ভাষ্যের সহিত মূল গ্রন্থ ছাপা হইতেছে।

প্রমেয় রত্নাবলী ছাপা হইতেছে।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্‌।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

—:০:—

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

২৪ বর্ষ } শ্রীধর ও হৃষীকেশ। ৪৩৫ { ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।

জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

—:০:—

শ্রীনবদ্বীপ পঞ্জিকা।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৬।

বিষ্ণু ৪৩৬, ফাল্গুন ১৩২৮, মার্চ্চ ১৯২২।

১ বিষ্ণু ৩০ ফাল্গুন ১৪ মার্চ্চ মঙ্গল, প্রদ্যুম্ন বা ভানুবার, উদয় ৬।১৫ অস্ত ৬।৪ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ব্রহ্ম তিথি হং ৩।২২ উত্তর ফল্গুণী বা অব্যক্ত নক্ষত্র হং ১১।২৩।

চৈত্র ১৩২৮।

২ বিষ্ণু ১ চৈত্র ১৫ মার্চ্চ বুধ, অনিরুদ্ধ বা ভূতবার, উ ৬।১৪ অ ৬।৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া শ্রীপতি তিথি ১।১২ হস্তা বা পুণ্ডরীক নক্ষত্র [illegible]।

৩ বিষ্ণু ২ চৈত্র ১৬ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী বা আদিবার, উ ৬।১৩ অ ৬।৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া বিষ্ণু তিথি ১১।১৫ চিত্রা বা বিশ্বকর্ম্মা নক্ষত্র ৮।৪০।

৪ বিষ্ণু ৩ চৈত্র ১৭ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী বা নিধিবার, উ ৬।১২ অ ৬।৫ কৃষ্ণ চতুর্থী কপিল তিথি ৯।৩৬ স্বাতী বা সুবিশ্রবা নক্ষত্র ৭।৪০।

৫ বিষ্ণু ৪ চৈত্র ১৮ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী বা অব্যয়বার, উ ৬।১১ অ ৬।৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী শ্রীধরতিথি ৮।১৯ বিশাখা বা সম্ভব নক্ষত্র ৭।২।

৬ বিষ্ণু ৫ চৈত্র ১৯ মার্চ্চ রবি বাসুদেব বা সর্ব্ববার, উ ৬।১০ অ ৬।৬ কৃষ্ণ ষষ্ঠী প্রভু তিথি ৭।২৬ অনুরাধা বা ভাবন নক্ষত্র ৬।২৮।

৭ বিষ্ণু ৬ চৈত্র ২০ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ বা সর্ব্বশিব বার, উ ৬।৯ অ ৬।৬ কৃষ্ণ সপ্তমী দামোদর তিথি ৭।৩ জ্যেষ্ঠা বা ভর্ত্তা নক্ষত্র ৭।৪।

৮ বিষ্ণু ৭ চৈত্র ২১ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন, উ ৬।৮ অ ৬।৭ কৃষ্ণ অষ্টমী হৃষীকেশ তিথি ৭।১০ মূলা বা প্রভব নক্ষত্র ৭।৪৯।

৯ বিষ্ণু ৮ চৈত্র ২২ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ, উ ৬।৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণ নবমী গোবিন্দ তিথি ৭।৪৮ পূর্ব্বাষাঢ়া বা প্রভু নক্ষত্র ৯।৪।

১০ বিষ্ণু ৯ চৈত্র ২৩ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, উ ৬।৬ অ ৬।৮ কৃষ্ণ দশমী মধুসূদন তিথি ৮।৫৬ উত্তরাষাঢ়া বা ঈশ্বর নক্ষত্র ১০।৪৬।

১১ বিষ্ণু ১০ চৈত্র ২৪ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী, উ ৬।৫ কৃষ্ণ একাদশী ভূধর তিথি ১০।২৮ শ্রবণা বা অপ্রমেয় নক্ষত্র ১২।৫৩। একাদশীর উপবাস।

১২ বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৫ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী, উ ৬।৪ অ ৬।৮ কৃষ্ণ দ্বাদশী গদাধর তিথি ১২।২০ ধনিষ্ঠা বা হৃষীকেশ নক্ষত্র ৩।১৯।

১৩ বিষ্ণু ১২ চৈত্র ২৬ মার্চ্চ রবি বাসুদেব, উ ৬।৩ অ ৬।৯ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী শঙ্খধর তিথি ২।২৫ শতভিষা পদ্মনাভ নক্ষত্র ৫।৫৪।

১৪ বিষ্ণু ১১ চৈত্র ২৭ মার্চ্চ সোম সঙ্কর্ষণ, উ ৬।২ অ ৬।৯ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী পদ্মধর তিথি ৪।৩০ পূর্ব্বভাদ্রপদ বা অমর প্রভু নক্ষত্র রা ৮।২৯।

১৫ বিষ্ণু ১৪ চৈত্র ২৮ মার্চ্চ মঙ্গল প্রদ্যুম্ন, উ ৬।১ অ ৬।৯ অমাবস্যা চক্রধর তিথি সন্ধ্যা ৬।২৬ উত্তর ভাদ্রপদ বা অগ্রাহ্য নক্ষত্র রা ১০।৫৪।

১৬ বিষ্ণু ১৫ চৈত্র ২৯ মার্চ্চ বুধ অনিরুদ্ধ, উ ৬।০ অ ৬।১০ গৌর প্রতিপদ রা ৮।৪ রেবতী বা শাশ্বত নক্ষত্র রা ১।২।

১৭ বিষ্ণু ১৬ চৈত্র ৩০ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, উ ৫।৫৯ অ ৬।১০ গৌর দ্বিতীয়া রা ৯।১৮ অশ্বিনী বা ধাতা নক্ষত্র রা ২।৪৩।

১৮ বিষ্ণু ১৭ চৈত্র ৩১ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী, উ ৫।৫৮ অ ৬।১০ গৌর তৃতীয়া রা ১০।৩ ভরণী বা কৃষ্ণ নক্ষত্র রা ৩।৫৭।

এপ্রিল ১৯২২।

১৯ বিষ্ণু ১৮ চৈত্র ১ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী, উ ৫।৫৮ অ ৬।১১ গৌর চতুর্থী রা ১০।১৮ কৃত্তিকা বা বিশ্ব নক্ষত্র রা ৪।৪১।

২০ বিষ্ণু ১৯ চৈত্র ২ এপ্রিল রবি বাসুদেব, উ ৫।৫৭ অ ৬।১১ গৌর পঞ্চমী রা ১০।১ রোহিণী বা বিষ্ণু নক্ষত্র রা ৪।৫৬।

২১ বিষ্ণু ২০ চৈত্র ৩ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৬ অ ৬।১২ গৌর ষষ্ঠী রা ৯।১৫ মৃগশিরা বা বষট্কার নক্ষত্র রা ৪।৪১।

২২ বিষ্ণু ২১ চৈত্র ৪ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন, উ ৫।৫৫ অ ৬।১২ গৌর সপ্তমী রা ৮।২ আর্দ্রা বা ভূতভব্য নক্ষত্র রা ৪।৩।

২৩ বিষ্ণু ২২ চৈত্র ৫ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ, উ ৫।৫৪ অ ৬।১২ গৌর অষ্টমী স ৬।২৬ পুনর্ব্বসু বা ভবৎপ্রভু নক্ষত্র রা ৩।২।

২৪ বিষ্ণু ২৩ চৈত্র ৬ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, উ ৫।৫৩ অ ৬।১৩ গৌর নবমী ৪।৩১ ...

২৫ বিষ্ণু ২৪ চৈত্র ৭ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী, উ ৫।৫২ অ ৬।১৩ গৌর দশমী ২।২৩ অশ্লেষা বা ভাব নক্ষত্র রা ১২।১৮।

২৬ বিষ্ণু ২৫ চৈত্র ৮ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী, উ ৫।৫১ গৌর একাদশী ২।৪ মঘা বা ভূতাত্মা নক্ষত্র রা ১০।৪২। একাদশীর উপবাস।

২৭ বিষ্ণু ২৬ চৈত্র ৯ এপ্রিল রবি বাসুদেব, উ ৫।৫০ অ ৬।১৪ গৌর দ্বাদশী ৯।৩৯ পূর্বফল্গুনী বা ভূতভাবন নক্ষত্র রা ৯।২। দ্বাদশী মধ্যে পারণ।

২৮ বিষ্ণু ২৭ চৈত্র ১০ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ, উ ৫।৪৯ অ ৬।১৪ গৌর ত্রয়োদশী ৭।১৪ পরে চতুর্দ্দশী রা ৪।৫৪ ত্র্যহস্পর্শ উত্তর ফল্গুনী রা ৭।২৪।

২৯ বিষ্ণু ২৮ চৈত্র ১১ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন, উ ৫।৪৮ অ ৬।১৫ পূর্ণিমা চক্রীতিথি রা ২।৪২ হস্তা নক্ষত্র অপরাহ্ণ ৫।৫৩।

মধুসূদন ৪৩৬।

১ মধুসূদন ২৯ চৈত্র ১২ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ, উ ৫।৪৭ অ ৬।১৫ কৃষ্ণ প্রতিপদ রা ১২।৪৪ চিত্রা ৪।৩৬।

২ মধুসূদন ৩০ চৈত্র ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী, উ ৫।৪৬ অ ৬।১৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১১।৩ স্বাতী ৩।৩২। চড়কের বন্ধ।

বৈশাখ ১৩২৯।

৩ মধুসূদন ১ বৈশাখ ১৪ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৫ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৯।৪৩ বিশাখা ২।৪৯। গুডফ্রাইডের বন্ধ।

৪ মধুসূদন ২ বৈশাখ ১৫ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৮।৪৯ অনুরাধা ২।৩০।

৫ মধুসূদন ৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৪৩ অ ৬।১৭ কৃষ্ণ

৬ মধুসূদন ৪ বৈশাখ ১৭ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪২ অ ৬।১৭ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ৮।২৯ মূলা ৩।১৭। ইষ্টারমণ্ডে।

৭ মধুসূদন ৫ বৈশাখ ১৮ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪২ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৯।৬ পূর্ব্বাষাঢ়া ৪।২৫। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের তিরোভাব।

৮ মধুসূদন ৬ বৈশাখ ১৯ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪১ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১০।১২ উত্তরাষাঢ়া অপরাহ্ণ ৫।৫৯।

৯ মধুসূদন ৭ বৈশাখ ২০ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।১৮ কৃষ্ণ নবমী রা ১১।৪৩ শ্রবণা রা ৮।২।

১০ মধুসূদন ৮ বৈশাখ ২১ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৯ অ ৬।১৯ কৃষ্ণ দশমী রা ১।৩৩ ধনিষ্ঠা রা ১০।২৪।

১১ মধুসূদন ৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৮ অ ৬।১৯ কৃষ্ণ একাদশী রা ৩।৩৫ শতভিষা রা ১২।৫৮। একাদশীর উপবাস।

১২ মধুসূদন ১০ বৈশাখ ২৩ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৩৭ অ ৬।২০ কৃষ্ণ দ্বাদশী অহোরাত্র পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩।৩৫। বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস।

১৩ মধুসূদন ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৭ অ ৬।২০ কৃষ্ণ দ্বাদশী প্রাতঃ ৫।৩৮ উত্তরভাদ্রপদ দিবারাত্র। দ্বাদশী মধ্যে পারণ।

১৪ মধুসূদন ১২ বৈশাখ ২৫ এপ্রিল মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৬ অ ৬।২০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭।৩২ উত্তরভাদ্রপদ প্রাতঃ ৬।২।

১৫ মধুসূদন ১৩ বৈশাখ ২৬ এপ্রিল বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৫ অ ৬।২১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৯।৯ রেবতী ৮।১৪।

১৬ মধুসূদন ১৪ বৈশাখ ২৭ এপ্রিল বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৪ অ ৬।২১ অমাবস্যা ১০।২১ অশ্বিনী ১০।৩।

১৭ মধুসূদন ১৫ বৈশাখ ২৮ এপ্রিল শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৪ অ ৬।২১ গৌর প্রতিপৎ ১১।৫ ভরণী ১১।২৪।

১৮ মধুসূদন ১৬ বৈশাখ ২৯ এপ্রিল শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৩ অ ৬।২২ গৌর দ্বিতীয়া ১১।১৭ কৃত্তিকা ১২।১৫।

১৯ মধুসূদন ১৭ বৈশাখ ৩০ এপ্রিল রবি বাসুদেব উ ৫।৩২ অ ৬ ২২ গৌর তৃতীয়া ১০।৫৯ রোহিণী ১২।৩৮। শ্রীকৃষ্ণের চন্দন যাত্রা। শ্রীবদরি নারায়ণের দ্বারোদ্ঘাটন।

মে ১৯২২।

২০ মধুসূদন ১৮ বৈশাখ ১ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩২ অ ৬।২৩ গৌর চতুর্থী ১০।১১ মৃগশিরা ১২।৩০।

২১ মধুসূদন ১৯ বৈশাখ ২ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩১ অ ৬।২৩ গৌর পঞ্চমী ৮।৫৭ আর্দ্রা ১১।৫৮।

২২ মধুসূদন ২০ বৈশাখ ৩ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩০ অ ৬।২৩ গৌর ষষ্ঠী ৭।২০ পরে সপ্তমী ভোর ৫।২৫ ত্র্যহস্পর্শ পুনর্ব্বসু ১১।২।

২৩ মধুসূদন ২১ বৈশাখ ৪ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫ ৩০ অ ৬ ২৪ গৌর অষ্টমী রা ৩।১৪ পুষ্যা ৯।৪৯।

২৪ মধুসূদন ২২ বৈশাখ ৫ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৯ গৌর নবমী রা ১২।৫৪ অশ্লেষা ৮।২৩। সীতা নবমী। শ্রীজাহ্নবা মাতার আবির্ভাব।

২৫ মধুসূদন ২৩ বৈশাখ ৬ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।২৫ গৌর দশমী রা ১০।২৭ মঘা ৬।৪৭ পরে পূর্ব্ব ফল্গুনী ভোর ৫।৯।

২৬ মধুসূদন ২৪ বৈশাখ ৭ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২৮ অ ৬ ২৫ গৌর একাদশী রা ৮।০ উত্তর ফল্গুনী রা ৩ ২৯ একাদশীর উপবাস।

২৭ মধুসূদন ২৫ বৈশাখ ৮ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ গৌর দ্বাদশী অপরাহ্ণ ৫।৩৮ হস্তা রা ১।৫৮। ৯।৪৬ মধ্যে পারণ।

২৮ মধুসূদন ২৬ বৈশাখ ৯ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৭ অ ৬।২৬ গৌর ত্রয়োদশী ৩।২৪ চিত্রা রা ১২।৩৭।

২৯ মধুসূদন ২৭ বৈশাখ ১০ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৬ অ ৬।২৭ গৌর চতুর্দ্দশী ১।২৪ স্বাতী রা ১১।২৯। নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।

৩০ মধুসূদন ২৮ বৈশাখ ১১ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।২৭ পূর্ণিমা ১১।৪২ বিশাখা রা ১০।৪২। শ্রীকৃষ্ণের ফুল দোল। শ্রীপরমেশ্বরী দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

ত্রিবিক্রম ৪৩৬।

১ ত্রিবিক্রম ২৯ বৈশাখ ১২ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৫ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ১০।২১ অনুরাধা রা ১০।১৭।

২ ত্রিবিক্রম ৩০ বৈশাখ ১৩ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯।২৪ জ্যেষ্ঠা রা ১০।২০।

৩ ত্রিবিক্রম ৩১ বৈশাখ ১৪ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২৪ অ ৬।২৯ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৮।৫৭ মূলা রা ১০।৫২।

জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯।

৪ ত্রিবিক্রম ১ জ্যৈষ্ঠ ১৫ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৩ অ ৬।২৯ কৃষ্ণ চতুর্থী ৯।০ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১১।৫৬।

৫ ত্রিবিক্রম ২ জ্যৈষ্ঠ ১৬ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৩ অ ৬।৩০ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৯।৩৪ উত্তরাষাঢ়া রা ১।২১।

৬ ত্রিবিক্রম ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৭ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২২ অ ৬।৩০ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১০।৩৭ শ্রবণা রা ৩।১৯।

৭ ত্রিবিক্রম ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২২ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ সপ্তমী ১২।৬ ধনিষ্ঠা অহোরাত্র।

৮ ত্রিবিক্রম ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৯ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ অষ্টমী ১।৫৪ ধনিষ্ঠা প্রাতঃ ৫।৩৭।

৯ ত্রিবিক্রম ৬ জ্যৈষ্ঠ ২০ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ নবমী ৩।৫৪ শতভিষা ৮।৯।

১০ ত্রিবিক্রম ৭ জ্যৈষ্ঠ ২১ মে রবি বাসুদেব উ ৫।২০ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ দশমী অপরাহ্ণ ৫।৫৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১০।৪৬।

১১ ত্রিবিক্রম ৮ জ্যৈষ্ঠ ২২ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২০ অ ৬।৩৩ কৃষ্ণ একাদশী রা ৭।৪৯ উত্তরভাদ্রপদ ১।১৭। একাদশীর উপবাস।

১২ ত্রিবিক্রম ৯ জ্যৈষ্ঠ ২৩ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৯।২৪ রেবতী ৩।৩৪। ৯।৪৪ মধ্যে পারণ।

১৩ ত্রিবিক্রম ১০ জ্যৈষ্ঠ ২৪ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১০।৩৬ অশ্বিনী অপরাহ্ণ ৫।২৯।

১৪ ত্রিবিক্রম ১১ জ্যৈষ্ঠ ২৫ মে বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১১।২০ ভরণী সন্ধ্যা ৬।৫৪।

১৫ ত্রিবিক্রম ১২ জ্যৈষ্ঠ ২৬ মে শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ অমাবস্যা রা ১১।৩৩ কৃত্তিকা রা ৭।৫৩। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

১৬ ত্রিবিক্রম ১৩ জ্যৈষ্ঠ ২৭ মে শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ গৌর প্রতিপদ রা ১১।১৬ রোহিণী রা ৮।২২।

১৭ ত্রিবিক্রম ১৪ জ্যৈষ্ঠ ২৮ মে রবি বাসুদেব উ ৫।১৯ অ ৬।৩৫ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০।২৮ মৃগশিরা রা ৮।২২।

১৮ ত্রিবিক্রম ১৫ জ্যৈষ্ঠ ২৯ মে সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৯ অ ৬।৩৬ গৌর

১৯ ত্রিবিক্রম ১৬ জৈ্যষ্ঠ ৩০ মে মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৩৬ গৌর চতুর্থী রা ৭।৩৬ পুনর্ব্বসু রা ৭।৬।

২০ ত্রিবিক্রম ১৭ জৈ্যষ্ঠ ৩১ মে বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ গৌর পঞ্চমী অপরাহ্ণ ৫।৪০ পুষ্যা অপরাহ্ণ ৫।৫৬। শ্রীশ্যামানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব।

জুন ১৯২২।

২১ ত্রিবিক্রম ১৮ জৈ্যষ্ঠ ১ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর ষষ্ঠী ৩।২৯ অশ্লেষা ৪।১৪।

২২ ত্রিবিক্রম ১৯ জৈ্যষ্ঠ ২ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর সপ্তমী ১।৮ মঘা ৩।২।

২৩ ত্রিবিক্রম ২০ জৈ্যষ্ঠ ৩ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৩৭ গৌর অষ্টমী ১০।৪০ পূর্ব্বফল্গুনী ১।২৩। এম্পারাস বার্থ ডের বন্ধ।

২৪ ত্রিবিক্রম ২১ জৈ্যষ্ঠ ৪ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ গৌর নবমী ৮।১৩ উত্তরফল্গুনী ১১।৪৪। শ্রীগঙ্গামাতার আবির্ভাব। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের তিরোভাব। দশহরার বন্ধ।

২৫ ত্রিবিক্রম ২২ জৈ্যষ্ঠ ৫ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৮ গৌর দশমী প্রাতঃ ৫।৪৯ পরে একাদশী রা ৩।৩৩ ত্র্যহস্পর্শ হস্তা ১০।৯।

২৬ ত্রিবিক্রম ২৩ জৈ্যষ্ঠ ৬ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ গৌর দ্বাদশী রা ১।৩১ চিত্রা ৮।৪৬। ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপবাস।

২৭ ত্রিবিক্রম ২৪ জৈ্যষ্ঠ ৭ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৩৯ গৌর ত্রয়োদশী রা ১১।৪৬ স্বাতী ৭।৩৪। ৯।৪৪ মধ্যে পারণ।

২৮ ত্রিবিক্রম ২৫ জৈ্যষ্ঠ ৮ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ [illegible] গৌর চতুর্দ্দশী রা ১০।২৩ বিশাখা ৬।৪২।

২৯ ত্রিবিক্রম ২৬ জ্যৈষ্ঠ ৯ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ পূর্ণিমা রা ৯।২৪ অনুরাধা প্রাতঃ ৬।১৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা। শ্রীমুকুন্দ দত্ত ও শ্রীধর পণ্ডিতের তিরোভাব।

বামন ৪৩৬।

১ বামন ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১০ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪০ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ৮।৫৫ জ্যেষ্ঠা প্রাতঃ ৬।৯। শ্রীশ্যামদাস আচার্য্যের আবির্ভাব।

২ বামন ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১১জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৮।৫৫ মূলা প্রাতঃ ৬।৫৫।

৩ বামন ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১২ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ৯।২৬ পূর্ব্বাষাঢ়া ৭।৫০।

৪ বামন ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১৩ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪১ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ১০।২৭ উত্তরাষাঢ়া ৮।৫৩। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব।

৫ বামন ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১১।৫৩ শ্রবণা ১০।৪৫।

আষাঢ় ১৩২৯।

৬ বামন ১ আষাঢ় ১৫ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪২ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১।৩৯ ধনিষ্ঠা ১।০।

৭ বামন ২ আষাঢ় ১৬ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৩।৩৮ শতভিষা ৩।২৯।

৮ বামন ৩ আষাঢ় ১৭ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৩ কৃষ্ণ অষ্টমী অহোরাত্র পূর্ব্বভাদ্রপদ অপরাহ্ণ ৬।৭।

৯ বামন ৪ আষাঢ় ১৮ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ অষ্টমী

প্রাতঃ ৫।৩৯ উত্তর ভাদ্রপদ রা ৮।৪০।

১০ বামন ৫ আষাঢ় ১৯ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ নবমী ৭।৩২ রেবতী রা ১১।১।

১১ বামন ৬ আষাঢ় ২০ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দশমী ৯।৮ অশ্বিনী রা ১।১।

১২ বামন ৭ আষাঢ় ২১ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ একাদশী ১০।২০ ভরণী রা ২।৩২। একাদশীর উপবাস। শ্রীবাস পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৩ বামন ৮ আষাঢ় ২২ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১১।৫ কৃত্তিকা রা ৩।৩৮। ৯।৪৬ মধ্যে পারণ।

১৪ বামন ৯ আষাঢ় ২৩ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১১।১৯ রোহিণী রা ৪।১৩। শ্রীভক্তিবিনোদ সৌর অপ্রকট দিন।

১৫ বামন ১০ আষাঢ় ২৪ জুন শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।১৮ অ ৬।৪৬ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১১।২ মৃগশিরা রা ৪।২০।

১৬ বামন ১১ আষাঢ় ২৫ জুন রবি বাসুদেব উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ অমাবস্যা ১০।১৭ আর্দ্রা রা ৩।৫৯। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব। শ্রীনবদ্বীপে গোদ্রুম (স্বরূপগঞ্জ) স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট মহোৎসব।

১৭ বামন ১২ আষাঢ় ২৬ জুন সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ গৌর প্রতিপৎ ৯।৪ পুনর্ব্বসু রা ৩।১৪।

১৮ বামন ১৩ আষাঢ় ২৭ জুন মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।১৯ অ ৬।৪৬ গৌর দ্বিতীয়া ৭।২৮ পুষ্যা রা ২।৯। শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। শ্রীদামোদর স্বরূপ গোস্বামীর তিরোভাব।

১৯ বামন ১৪ আষাঢ় ২৮ জুন বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২০ অ ৬ ৪৩ গৌর তৃতীয়া প্রাতঃ ৫।৩৩ পরে চতুর্থী রা ৩।২২ ত্র্যহস্পর্শ অশ্লেষা রা ১২।৫০।

২০ বামন ১৫ আষাঢ় ২৯ জুন বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২০ অ ৬।৪৬ গৌর পঞ্চমী রা ১।১ মঘা রা ১১।২০। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীবিজয়, হোরাপঞ্চমী।

২১ বামন ১৬ আষাঢ় ৩০ জুন শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ গৌর ষষ্ঠী রা ১০।৩৩ পূর্ব্বফল্গুনী রা ৯।৪২

জুলাই ১৯২২।

২২ বামন ১৭ আষাঢ় ১ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২১ অ ৬ ৪৬ গৌর সপ্তমী রা ৮।৫ উত্তর ফল্গুনী রা ৮ ৩।

২৩ বামন ১৮ আষাঢ় ২ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২১ অ ৬।৪৬ গৌর অষ্টমী অপরাহ্ন ৫।৪০ হস্তা অপরাহ্ন ৬।২৮।

২৪ বামন ১৯ আষাঢ় ৩ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ গৌর নবমী ৩।২৩ চিত্রা ৫।১।

২৫ বামন ২০ আষাঢ় ৪ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২২ অ ৬।৪৬ গৌর দশমী ১।১৯ স্বাতী ৩ ৪৮।

২৬ বামন ২১ আষাঢ় ৫ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৩ অ ৬ ৪৬ গৌর একাদশী ১১।৩৩ বিশাখা ২।৪৯। শয়নৈকাদশীর উপবাস। পুনর্যাত্রা।

২৭ বামন ২২ আষাঢ় ৬ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর দ্বাদশী ১০।৭ অনুরাধা ২।১৫। ৯.৫০ মধ্যে পারণ দ্বাদশ্যারম্ভ পক্ষে চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভ। তদ্বিধ :—"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ" শ্রাবণে শাক, ভাদ্রে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে মাষ, অলাবু ইত্যাদি আমিষ ত্যাগ, নখকেশ লোম ধারণ, কলম্বী ও পটোল বর্জ্জন, ফলতঃ সর্ব্ব প্রকার ভোগ

২৮ বামন ২৩ আষাঢ় ৭ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৩ অ ৬।৪৬ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৬ জ্যেষ্ঠা ২।৪।

২৯ বামন ২৪ আষাঢ় ৮ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৪ অ ৬।৪৬ গৌর চতুর্দ্দশী ৮।৩৪ মূল ২।২৩।

৩০ বামন ২৫ আষাঢ় ৯ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৪ অ ৬।৪৫ পূর্ণিমা ৮।৩২ পূর্ব্বাষাঢ়া ৩।১১। শ্রীসনাতন গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীকৃষ্ণের নবমেঘোৎসব। সৌর ও চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্যারম্ভ।

শ্রীধর ৪৩৬।

১ শ্রীধর ২৬ আষাঢ় ১০ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৫ অ ৬ ৪৫ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ৯।০ উত্তরাষাঢ়া ৪।২৯। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর তিরোভাব।

২ শ্রীধর ২৭ আষাঢ় ১১ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৯.৫৯ শ্রবণা অপরাহ্ণ ৬।১৫।

৩ শ্রীধর ২৮ আষাঢ় ১২ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৫ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১১।২৩ ধনিষ্ঠা রা ৮।২৫।

৪ শ্রীধর ২৯ আষাঢ় ১৩ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ চতুর্থী ১।৮ শতভিষা রা ১০।৫৩।

৫ শ্রীধর ৩০ আষাঢ় ১৪ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৩।৬ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১।২৯। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

৬ শ্রীধর ৩১ আষাঢ় ১৫ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৬ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৫।৭ উত্তরভাদ্রপদ রা ৪।৪।

৭ শ্রীধর ৩২ আষাঢ় ১৬ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ সপ্তমী সন্ধ্যা ৭।১ রেবতী দিবারাত্র।

শ্রাবণ ১৩২৯।

৮ শ্রীধর ১ শ্রাবণ ১৭ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৭ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৮।৩৮ রেবতী প্রাতঃ ৬।২৯। শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর তিরোভাব।

৯ শ্রীধর ২ শ্রাবণ ১৮ জুলাই মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।২৭ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ নবমী রা ৯।৫২ অশ্বিনী ৮।৩৫।

১০ শ্রীধর ৩ শ্রাবণ ১৯ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।২৮ অ ৬।৪৫ কৃষ্ণ দশমী রা ১০।৩৯ ভরণী ১০।১৩।

১১ শ্রীধর ৪ শ্রাবণ ২০ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ একাদশী রা ১০।৫৫ কৃত্তিকা ১১।২৫। একাদশীর উপবাস।

১২ শ্রীধর ৫ শ্রাবণ ২১ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১০।৪০ রোহিণী ১২।৭। ৯।৫৩ মধ্যে পারণ।

১৩ শ্রীধর ৬ শ্রাবণ ২২ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।২৮ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৯।৫৬ মৃগশিরা ১২।২০।

১৪ শ্রীধর ৭ শ্রাবণ ২৩ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৮।৪৫ আর্দ্রা ১২।৩।

১৫ শ্রীধর ৮ শ্রাবণ ২৪ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।২৯ অ ৬।৪৪ অমাবস্যা সন্ধ্যা ৭।১১ পুনর্ব্বসু ১১।২৪।

১৬ শ্রীধর ৯ শ্রাবণ ২৫ জুলাই মঙ্গলবার প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩০ অ ৬।৪৪ গৌর প্রতিপৎ ৫।১৬ পুষ্যা ১০।২১।

১৭ শ্রীধর ১০ শ্রাবণ ২৬ জুলাই বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩০ অ ৬।৪৩ গৌর দ্বিতীয়া ৩।৭ অশ্লেষা ৯।৬।

১৮ শ্রীধর ১১ শ্রাবণ ২৭ জুলাই বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩০ অ ৬।৪২ গৌর তৃতীয়া ১২।৪৭ মঘা ৭।৩৭।

১৯ শ্রীধর ১২ শ্রাবণ ২৮ জুলাই শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩১ অ ৬ ৪২ গৌর চতুর্থী ১০।১৯ পূর্ব্বফল্গুনী প্রাতঃ ৬।০ পরে উত্তরফল্গুনী রা ৪।২১।

২০ শ্রীধর ১৩ শ্রাবণ ২৯ জুলাই শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩১ অ ৬।৪১ গৌর পঞ্চমী ৭।৫১ পরে ষষ্ঠী ভোর ৫।২৫ ত্র্যহস্পর্শ হস্তা রা ২।৪৪।

২১ শ্রীধর ১৪ শ্রাবণ ৩০ জুলাই রবি বাসুদেব উ ৫।৩২ অ ৬ ৪১ গৌর সপ্তমী রা ৩।৯ চিত্রা রা ১।১৫।

২২ শ্রীধর ১৫ শ্রাবণ ৩১ জুলাই সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩২ অ ৬।৪০ গৌর অষ্টমী রা ১।৪ স্বাতী রা ১১।৫৯।

আগষ্ট ১৯২২।

২৩ শ্রীধর ১৬ শ্রাবণ ১ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৩ অ ৬।৪০ গৌর নবমী রা ১১।১৬ বিশাখা রা ১০।৫৬।

২৪ শ্রীধর ১৭ শ্রাবণ ২ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৩ অ ৬।৩৯ গৌর দশমী রা ৯।৪৯ অনুরাধা রা ১০।১৬।

২৫ শ্রীধর ১৮ শ্রাবণ ৩ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৪ অ ৬।:৮ গৌর একাদশী রা ৮।৪৭ জ্যেষ্ঠা রা ১০।০। শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রা আরম্ভ। একাদশীর উপবাস।

২৬ শ্রীধর ১৯ শ্রাবণ ৪ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৪ গৌর দ্বাদশী রা ৮।১৪ মূলা ১০।১২। ৯।৫৫ মধ্যে পারণ। শ্রীরূপ গোস্বামীর, শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের ও শ্রীগোবিন্দদাসের তিরোভাব। ইন্দ্রজ্জোহার বন্ধ।

২৭ শ্রীধর ২০ শ্রাবণ ৫ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৭ গৌর ত্রয়োদশী রা ৮।১০ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ১০।৫৩।

২৮ শ্রীধর ২১ শ্রাবণ ৬ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৭ গৌর

২৯ শ্রীধর ২২ শ্রাবণ ৭ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৫ অ ৬।৩৬ পূর্ণিমা রা ৯।৩৩ শ্রবণা রা ১।৪২। শ্রীবলদেবের আবির্ভাব। হিন্দোল যাত্রা (ঝুলন) শেষ।

হৃষীকেশ ৪৩৬।

১ হৃষীকেশ ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ১০।৫৬ ধনিষ্ঠা রা ৩।৪৭। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আবির্ভাব মহোৎসব আরম্ভ।

২ হৃষীকেশ ২৪ শ্রাবণ ৯ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৬ অ ৬।৩৫ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১২।৪২ শতভিষা অহোরাত্র।

৩ হৃষীকেশ ২৫ শ্রাবণ ১০ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ২।৩৯ শতভিষা প্রাতঃ ৬।১১।

৪ হৃষীকেশ ২৬ শ্রাবণ ১১ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৩ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৪।৪২ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৮।৪৬।

৫ হৃষীকেশ ২৭ শ্রাবণ ১২ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৩৭ অ ৬।৩৩ কৃষ্ণ পঞ্চমী অহোরাত্র উত্তর ভাদ্রপদ ১১।২৩।

৬ হৃষীকেশ ২৮ শ্রাবণ ১৩ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৩৮ অ ৬।৩২ কৃষ্ণ পঞ্চমী ৬।৩৮ রেবতী ১।৫০।

৭ হৃষীকেশ ২৯ শ্রাবণ ১৪ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৩৮ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ৮।১৮ অশ্বিনী ৪।০

৮ হৃষীকেশ ৩০ শে শ্রাবণ ১৫ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৩৯ অ ৬।৩১ কৃষ্ণ সপ্তমী ৯।৩৪ ভরণী অপরাহ্ণ ৫।৪৭।

৯ হৃষীকেশ ৩১ শে শ্রাবণ ১৬ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৩৯ অ ৬।৩০

১০ হৃষীকেশ ৩২ শ্রাবণ ১৭ আগষ্ট বৃহস্পতি উ ৫।৩৯ অ ৬।২৯ কৃষ্ণ নবমী ১০।৪৩ রোহিণী রা ৭।৫৩। শ্রীনন্দোৎসব। ৯।৫৬ মধ্যে পারণ।

ভাদ্র ১৩২৯।

১১ হৃষীকেশ ১ ভাদ্র ১৮ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ দশমী ১০।৩১ মৃগশিরা রা ৮।১৩।

১২ হৃষীকেশ ২ ভাদ্র ১৯ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪০ অ ৬।২৮ কৃষ্ণ একাদশী ৯ ৫০ আর্দ্রা রা ৮ ২। একাদশীর উপবাস।

১৩ হৃষীকেশ ৩ ভাদ্র ২০ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫ ৪০ অ ৬,২৭ কৃষ্ণ দ্বাদশী ৮।৪১ পুনর্ব্বসু রা ৭।২৮। দ্বাদশী মধ্যে পারণ।

১৪ হৃষীকেশ ৪ ভাদ্র ২১ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪০ অ ৬।২৬ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৭,৮ পরে চতুর্দ্দশী ভোর ৫।১৬ ত্র্যহস্পর্শ পুষ্যা সন্ধ্যা ৬,৩০।

১৫ হৃষীকেশ ৫ ভাদ্র ২২ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪১ অ ৬,২৫ অমাবস্যা রা ৩।৮ অশ্লেষা ৫।১৮।

১৬ হৃষীকেশ ৬ ভাদ্র ২৩ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ গৌর প্রতিপৎ রা ১২।৫৯ মঘা ৩।৪৮।

১৭ হৃষীকেশ ৭ ভাদ্র ২৪ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪১ অ ৬।২৪ গৌর দ্বিতীয়া রা ১০.২৩ পূর্ব্বফল্গুনী ২।১২।

১৮ হৃষীকেশ ৮ ভাদ্র ২৫ আগষ্ট শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬,২৩ গৌর তৃতীয়া রা ৭ ৫৬ উত্তর ফল্গুনী ১২.৩৩।

১৯ হৃষীকেশ ৯ ভাদ্র ২৬ আগষ্ট শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪২ অ ৬,২২ গৌর চতুর্থী ৫।৩১ হস্তা ১০।৫৫।

২০ হৃষীকেশ ১০ ভাদ্র ২৭ আগষ্ট রবি বাসুদেব উ ৫।৪২ অ ৬।২১ গৌর পঞ্চমী ৩।১৫ চিত্রা ৯।২৩। শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব

২১ হৃষীকেশ ১১ ভাদ্র ২৮ আগষ্ট সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৩ অ ৬।২০ গৌর ষষ্ঠী ১।১১ স্বাতী ৮।৪।

২২ হৃষীকেশ ১২ ভাদ্র ২৯ আগষ্ট মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৪৩ অ ৬।১৯ গৌর সপ্তমী ১১ ২৩ বিশাখা ৬.৫৭। শ্রীললিতা সপ্তমী।

২৩ হৃষীকেশ ১৩ ভাদ্র ৩০ আগষ্ট বুধ অনিরুদ্ধ অ ৬।১৮ গৌর অষ্টমী ৯।৫৬ অনুরাধা প্রাতঃ ৬।১০। শ্রীরাধাষ্টমী। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীর আবির্ভাব।

২৪ হৃষীকেশ ১৪ ভাদ্র ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬।১৭ গৌর নবমী ৮।৫৪ জ্যেষ্ঠা প্রাতঃ ৫।৪৮।

সেপ্টেম্বর ১৯২২।

২৫ হৃষীকেশ ১৫ ভাদ্র ১ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৪ অ ৬ ১৬ গৌর দশমী ৮।২০ মুলা প্রাতঃ ৫।৫৩।

২৬ হৃষীকেশ ১৬ ভাদ্র ২ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫ ৪৫ অ ৬ ১৫ গৌর একাদশী ৮।১৬ পুর্ব্বাষাঢ়া ৬।২৮। পার্শ্বৈকাদশী।

২৭ হৃষীকেশ ১৭ ভাদ্র ৩ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫ ৪৫ অ ৬ ১৪ গৌর দ্বাদশী ৮ ৪৩ উত্তরাষাঢ়া ৭ ৩২। শ্রবণা দ্বাদশীর উপবাস। মহরম, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর আবির্ভাব।

২৮ হৃষীকেশ ১৮ ভাদ্র ৪ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৫ অ ৬।১৩ গৌর ত্রয়োদশী ৯।৪০ শ্রবণা ৯।২। শ্রবণা মধ্যে পারণ। সৌর ও চান্দ্রমতে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব। কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে বিরাট্ মহামহোৎসব।

২৯ হৃষীকেশ ১৯ ভাদ্র ৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গল উ ৫।৪৬ অ ৬।১২ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।২ ধনিষ্ঠা ১১।১ অনন্ত চতুর্দ্দশী। শ্রীহরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

৩০ হৃষীকেশ ২০ ভাদ্র ৬ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৬ অ ৬।১১ পূর্ণিমা ১২।৪৮ শতভিষা ১২১। শ্রীবিশ্বরূপ মহোৎসব।

পদ্মনাভ ৪৩৬।

১ পদ্মনাভ ২১ ভাদ্র ৭ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৪৬ অ ৬।১০ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ২।৪৯ পূর্ব্বভাদ্রপদ ৩।৫৪।

২ পদ্মনাভ ২২ ভাদ্র ৮ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৯ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৪।৫০ উত্তরভাদ্রপদ সন্ধ্যা ৬.৩১।

৩ পদ্মনাভ ২৩ ভাদ্র ৯ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণ তৃতীয়া সন্ধ্যা ৬ ৪৮ রেবতী রা ৯ ১।

৪ পদ্মনাভ ২৪ ভাদ্র ১০ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৭ অ ৬।৭ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৮.৩০ অশ্বিনী রা ১১।১৬।

৫ পদ্মনাভ ২৫ ভাদ্র ১১ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৪৮ অ ৬।৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ৯।৪৯ ভরণী রা ১।৮।

৬ পদ্মনাভ ২৬ ভাদ্র ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫ ৪৮ অ ৬.৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১০.৪২ কৃত্তিকা রা ২।৩১।

৭ পদ্মনাভ ২৭ ভাদ্র ১৩ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৪৮ অ ৬।৪ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ১১৩ রোহিণী রা ৩।২৬।

৮ পদ্মনাভ ২৮ ভাদ্র ১৪ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫.৪৯ অ ৬।৩ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ১০।৫৪ মৃগশিরা রা ৩.৫৩।

৯ পদ্মনাভ ২৯ ভাদ্র ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫.৪৯ অ ৬।২ কৃষ্ণ নবমী রা ১০।১৫ আর্দ্রা রা ৩ ৪৯।

১০ পদ্মনাভ ৩০ ভাদ্র ১৬ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৪৯ অ ৬।১ কৃষ্ণ দশমী রা ৯।৯ পুনর্ব্বসু রা ৩.২০।

১১ পদ্মনাভ ৩১ ভাদ্র ১৭ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৪৯ অ ৬।০ কৃষ্ণ একাদশী রা ৭ ৩৯ পুষ্যা রা ২।২৭। একাদশীর উপবাস।

আশ্বিন ১৩২৯।

১২ পদ্মনাভ ১ আশ্বিন ১৮ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫ ৫০ অ ৫।৫৯ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ৫।৪৮ অশ্লেষা রা ১।১৫। ৯।৫২ মধ্যে পারণ।

১৩ পদ্মনাভ ২ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫ ৫০ অ ৫।৫৮ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৩।৪২ মঘা রা ১১।৫১।

১৪ পদ্মনাভ ৩ আশ্বিন ২০ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫০ অ ৫।৫৭ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ১।২৪ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১০।১৭। মহালয়ার বন্ধ।

১৫ পদ্মনাভ ৪ আশ্বিন ২১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫১ অ ৫।৫৬ অমাবস্যা ১০।৫৯ উত্তরফল্গুনী রা ৮।৩৭। সূর্য্য গ্রহণ।

১৬ পদ্মনাভ ৫ আশ্বিন ২২ সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫ ৫১ অ ৫ ৫৫ গৌর প্রতিপৎ ৮।৩৩ হস্তা সন্ধ্যা ৬।৫৬।

১৭ পদ্মনাভ ৬ আশ্বিন ২৩ সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫ ৫১ অ ৫।৫৪ গৌর দ্বিতীয়া প্রাতঃ ৬।১০ পরে তৃতীয়া রা ৩ ৫৫ ত্র্যহস্পর্শ চিত্রা ৫ ২৩।

১৮ পদ্মনাভ ৭ আশ্বিন ২৪ সেপ্টেম্বর রবি বাসুদেব উ ৫।৫২ অ ৫।৫৩ গৌর চতুর্থী রা ১।৫৩ স্বাতী ৪।০

১৯ পদ্মনাভ ৮ আশ্বিন ২৫ সেপ্টেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫২ অ ৫।৫২ গৌর পঞ্চমী রা ১২।১৬ বিশাখা ২।৪৯।

২০ পদ্মনাভ ৯ আশ্বিন ২৬ সেপ্টেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫২ অ ৫।৫১ গৌর ষষ্ঠী রা ১০।৪১ অনুরাধা ১।৫৮। পূজাবকাশ আরম্ভ।

২১ পদ্মনাভ ১০ আশ্বিন ২৭ সেপ্টেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫ ৫৩ অ ৫।৫০ গৌর সপ্তমী রা ৯।৪০ জ্যেষ্ঠা ১।৩০।

২২ পদ্মনাভ ১১ আশ্বিন ২৮শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৯ গৌর অষ্টমী রা ৯।৮ মূলা ১।২৮।

২৩ পদ্মনাভ ১২ আশ্বিন ২৯শে সেপ্টেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৩ অ ৫।৪৮ গৌর নবমী রা ৯।৫ পূর্ব্বাষাঢ়া ১।৫৬।

২৪ পদ্মনাভ ১৩ আশ্বিন ৩০শে সেপ্টেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৭ গৌর দশমী রা ৯।৩৩ উত্তরাষাঢ়া ২।৫৩। বিজয়া। শ্রীমধ্বাচার্য্যের আবির্ভাব। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে উৎসব।

অক্টোবর ১৯২২।

২৫ পদ্মনাভ ১৪ আশ্বিন ১ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৬ গৌর একাদশী রা ১০.৩২ শ্রবণা ৪.১৬। একাদশীর উপবাস। ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে মাসব্যাপী উর্জ্জাব্রত নিয়মসেবা-মহোৎসব আরম্ভ।

২৬ পদ্মনাভ ১৫ আশ্বিন ২ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৪ অ ৫।৪৫ গৌর দ্বাদশী রা ১১।৫৬ ধনিষ্ঠা রা ৬।১০। শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী, শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর তিরোভাব। ৯।৫১ মধ্যে পারণ।

২৭ পদ্মনাভ ১৬ আশ্বিন অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৪ গৌর ত্রয়োদশী রা ১।৪৪ শতভিষা ৮।২৬।

২৮ পদ্মনাভ ১৭ আশ্বিন ৪ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৫ অ ৫।৪৩ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৩।৪৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ১০।৫৬।

২৯ পদ্মনাভ ১৮ আশ্বিন ৫ অক্টোবর বৃহস্পতি উ ৫।৫৫ অ ৫।৪২ পূর্ণিমা ভোর ৫ ৫০ উত্তরভাদ্রপদ রা ১।৩৩। শ্রীমুরারিগুপ্তের আবির্ভাব। লক্ষ্মী পূজার বন্ধ।

দামোদর ৪৩৬।

১ দামোদর ১৯ আশ্বিন ৬ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৫।৪১ কৃষ্ণপ্রতিপৎ অহোরাত্র রেবতী ৪।৫।

২ দামোদর ২০ আশ্বিন ৭ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৬ অ ৫।৪০ কৃষ্ণপ্রতিপৎ ৭।৪৯ আশ্বিনী অহোরাত্র।

৩ দামোদর ২১ আশ্বিন ৮ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৯ কৃষ্ণদ্বিতীয়া ৯।৩৪ অশ্বিনী ৬।২৫।

৪ দামোদর ২২ আশ্বিন ৯ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৮ কৃষ্ণ তৃতীয়া ১০।৫৫ ভরণী ৮।২৩।

৫ দামোদর ২৩ আশ্বিন ১০ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৫।৫৭ অ ৫।৩৭ কৃষ্ণ চতুর্থী ১১।৫০ কৃত্তিকা ৯।৫১।

৬ দামোদর ২৪ আশ্বিন ১১ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৬ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১২।১৩ রোহিণী ১০।৫৩। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব।

৭ দামোদর ২৫ আশ্বিন ১২ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৫।৫৮ অ ৫।৩৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১২।৬ মৃগশিরা ১১।২৬।

৮ দামোদর ২৬ আশ্বিন ১৩ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৫ কৃষ্ণ সপ্তমী ১১।২৯ আর্দ্রা ১১।২৯।

৯ দামোদর ২৭ আশ্বিন ১৪ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৪ কৃষ্ণ অষ্টমী ১০।২৫ পুনর্ব্বসু ১১।৫।

১০ দামোদর ২৮ আশ্বিন ১৫ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৫।৫৯ অ ৫।৩৩ কৃষ্ণ নবমী ৮।৫৭ পুষ্যা ১০।১৮।

১১ দামোদর ২৯ আশ্বিন ১৬ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।০ অ ৫।৩২ কৃষ্ণ দশমী ৭।৮ পরে একাদশী ভোর ৫।৪ ত্র্যহস্পর্শ অশ্লেষা ৯।১০।

১২ দামোদর ৩০ আশ্বিন ১৭ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।০ অ ৫।৩১ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ২।৪৮ মঘা ৭।৫০। ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীর উপবাস। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

কার্ত্তিক ১৩২৯।

১৩ দামোদর ১ কার্ত্তিক ১৮ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১২।২৫ পূর্ব্বফল্গুনী ৬।১৮ পরে উত্তরফল্গুনী রা ৪।৪৮। আখেরি চাহার শুম্বার বন্ধ।

১৪ দামোদর ২ কার্ত্তিক ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১ অ ৫।২৯ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ১০।১ হস্তা রা ২।৫৮। শ্যামাপূজার বন্ধ।

১৫ দামোদর ৩ কার্ত্তিক ২০ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২ অ ৫।২৮ অমাবস্যা রা ৭।৩৯ চিত্রা রা ১।২৩।

১৬ দামোদর ৪ কার্ত্তিক ২১ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২ অ ৫।২৭ গৌর প্রতিপৎ অপরাহ্ণ ৫।২৬ স্বাতী রা ১১।৫৬। গোবর্দ্ধন-পূজা ও অন্নকূট-মহোৎসব। শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের তিরোভাব।

১৭ দামোদর ৫ কার্ত্তিক ২২ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৩ অ ৫।২৭ গৌর দ্বিতীয়া ৩।২৬ বিশাখা রা ১০।৪২। শ্রীবাসুদেবঘোষ ঠাকুরের তিরোভাব।

১৮ দামোদর ৬ কার্ত্তিক ২৩ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩ অ ৫।২৬ গৌর তৃতীয়া ১।৪১ অনুরাধা রা ৯।৪৬।

১৯ দামোদর ৭ কার্ত্তিক ২৪ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪ অ ৫।২৫ গৌর চতুর্থী ১২।১৯ জ্যেষ্ঠা রা ৯।১৩।

২০ দামোদর ৮ কার্ত্তিক ২৫ অক্টোবর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪ অ ৫।২৪ গৌর পঞ্চমী ১১।২১ মূলা রা ৯।৩।

২১ দামোদর ৯ কার্ত্তিক ২৬ অক্টোবর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৫ অ ৫।২৩ গৌর ষষ্ঠী ১০।৫১ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৯।২৫।

২২ দামোদর ১০ কার্ত্তিক ২৭ অক্টোবর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৫ অ ৫।২৩ গৌর সপ্তমী ১০।৫১ উত্তরাষাঢ়া রা ১০।১৫।

২৩ দামোদর ১১ কার্ত্তিক ২৮ অক্টোবর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৬ অ ৫।২২ গৌর অষ্টমী ১১।১২ শ্রবণা রা ১১।৩৪। গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের, শ্রীগদাধরদাসের ও শ্রীধনঞ্জয় পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৪ দামোদর ১২ কার্ত্তিক ২৯ অক্টোবর রবি বাসুদেব উ ৬।৬ অ ৫।২২ গৌর নবমী ১২।২৪ ধনিষ্ঠা রা ১।২২। জগদ্ধাত্রী পূজার বন্ধ।

২৫ দামোদর ১৩ কার্ত্তিক ৩০ অক্টোবর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৭ অ ৫।২১ গৌর দশমী ১।৫১ শতভিষা রা ৩।১৬।

২৬ দামোদর ১৪ কার্ত্তিক ৩১ অক্টোবর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৭ অ ৫।২০ গৌর একাদশী ৩।৪২ পূর্ব্বভাদ্রপদ ভোর ৬।১। উত্থানৈকাদশীর উপবাস। শ্রীনবদ্বীপ কুলিয়া নূতন চড়া সমাধিকুঞ্জে শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের অপ্রকট-মহোৎসব ও ঢাকা শ্রীমাধবগৌড়ীয় মঠে বিরাট মহোৎসব।

নবেম্বর ১৯২২।

২৭ দামোদর ১৫ কার্ত্তিক ১ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৮ অ ৫।২০ গৌর দ্বাদশী সন্ধ্যা ৫।৪৫ উত্তরভাদ্রপদ অহোরাত্র। হর্য্যুত্থানমতে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-সমাপন।

২৮ দামোদর ১৬ কার্ত্তিক ২ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৮ অ ৫।১৯ গৌর ত্রয়োদশী রা ৭।৫৩ উত্তরভাদ্রপদ ৬।১৫।

২৯ দামোদর ১৭ কার্ত্তিক ৩ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৯ অ ৫।১৯ গৌর চতুর্দ্দশী রা ৯।৫৩ রেবতী ১১।১২। ফতেহাদোয়াজদাহামের বন্ধ।

৩০ দামোদর ১৮ কার্ত্তিক ৪ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৯ অ ৫।১৮ পূর্ণিমা রা ১১।৩৮ অশ্বিনী ১।৩৫। শ্রীরাসযাত্রা। দামোদর ব্রত শেষ। চান্দ্রমতে চাতুর্ম্মাস্য সমাপন। শ্রীসুন্দরানন্দ ঠাকুরের, শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর ও শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিতের তিরোভাব।

কেশব ৪৩৬।

১ কেশব ১৯ কার্ত্তিক ৫ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১০ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ১।০ ভরণী ৩।৩৯।

২ কেশব ২০ কার্ত্তিক ৬ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১০ অ ৫।১৭ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ১।৫৭ কৃত্তিকা ৫।১৪।

৩ কেশব ২১ কার্ত্তিক ৭ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১১ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ তৃতীয়া রা ২।২১ রোহিণী সন্ধ্যা ৬।২৩।

৪ কেশব ২২ কার্ত্তিক ৮ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১২ অ ৫।১৬ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ২।১৫ মৃগশিরা রা ৭।২।

৫ কেশব ২৩ কার্ত্তিক ৯ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১২ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১।৩৯ আর্দ্রা রা ৭।১৩।

৬ কেশব ২৪ কার্ত্তিক ১০ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৩ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১২।৩৬ পুনর্ব্বসু রা ৬।৫৪।

৭ কেশব ২৫ কার্ত্তিক ১১ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।১৪ অ ৫।১৫ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ১১।৯ পুষ্যা সন্ধ্যা ৬।১৩।

৮ কেশব ২৬ কার্ত্তিক ১২ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।১৪ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ অষ্টমী রা ৯।২১ অশ্লেষা ৫।৯।

৯ কেশব ২৭ কার্ত্তিক ১৩ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।১৫ অ ৫।১৪ কৃষ্ণ নবমী রা ৭।১৯ মঘা ৩।৫২।

১০ কেশব ২৮ কার্ত্তিক ১৪ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ দশমী ৫।৫ পূর্ব্বফল্গুনী ২ ২২।

১১ কেশব ২৯ কার্ত্তিক ১৫ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।১৬ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ একাদশী ২।৪৪ উত্তরফল্গুনী ১২।৪৫। একাদশীর উপবাস।

১২ কেশব ৩০ কার্ত্তিক ১৬ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৫।১২ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১২।২২ হস্তা ১১।৬ ৯।৫৫ মধ্যে পারণ। শ্রীকালাকৃষ্ণ দাসের তিরোভাব। কার্ত্তিকপূজার বন্ধ।

অগ্রহায়ণ ১৩২৯।

১৩ কেশব ১ অগ্রহায়ণ ১৭ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।১৭ অ ৫ ১২ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ১০।২ চিত্রা ৯।৩০। শ্রীসারঙ্গঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ কেশব ২ অগ্রহায়ণ ১৮ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৮ অ ৫।১২ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৭।৫১ পরে অমাবস্যা ভোর ৫।৫২ ত্র্যহস্পর্শ স্বাতী ৮।১।

১৫ কেশব ৩ অগ্রহায়ণ ১৯ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬ ১৯ অ ৫।১১ গৌর প্রতিপৎ রা ৪।১০ বিশাখা ৬।৪৬ পরে অনুরাধা ভোর ৫।৪৪।

১৬ কেশব ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২০ অ ৫।১১ গৌর দ্বিতীয়া রা ২।৫১ জ্যেষ্ঠা ভোর ৫।৬।

১৭ কেশব ৫ অগ্রহায়ণ ২১ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২১ অ ৫ ১১ গৌর তৃতীয়া রা ১।৫৬ মূলা রা ৪।৫১।

১৮ কেশব ৬ অগ্রহায়ণ ২২ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২২ অ ৫ ১০ গৌর চতুর্থী রা ।৩১ পূর্ব্বাষাঢ়া ভোর ৫।৬। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব।

১৯ কেশব ৭ অগ্রহায়ণ ২৩ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২২ অ ৫ ১০ গৌর পঞ্চমী রা ১৩৫ উত্তরাষাঢ়া ভোর ৫।৪৯।

২০ কেশব ৮ অগ্রহায়ণ ২৪ নবেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬,২৩ অ ৫।১০ গৌর ষষ্ঠী রা ২।১০ শ্রবণা অহোরাত্র।

২১ কেশব ৯ অগ্রহায়ণ ২৫ নবেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৪ অ ৫।১০ গৌর সপ্তমী রা ৩।১৭ বা শ্রবণা ৭ ৪।

২২ কেশব ১০ অগ্রহায়ণ ২৬ নবেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬ ২৫ অ ৫ ১০ গৌর অষ্টমী রা ৪।৪৮ ধনিষ্ঠা ৮।৪৪।

২৩ কেশব ১১ অগ্রহায়ণ ২৭ নবেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৫ অ ৫।১০ গৌর নবমী অহোরাত্র শতভিষা ১০।৫০।

২৪ কেশব ১২ অগ্রহায়ণ ২৮ নবেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।২৬ অ ৫।১০ গৌর নবমী ৬।৪২ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১।১৫।

২৫ কেশব ১৩ অগ্রহায়ণ ২৯ নবেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৬ অ ৫।১০ গৌর দশমী ৮।৪৮ উত্তরভাদ্রপদ ৩,৫১।

২৬ কেশব ১৪ অগ্রহায়ণ ৩০ নবেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৭ অ ৫।১০ গৌর একাদশী ১০।৫৮ রেবতী সন্ধ্যা ৬।২৬। একাদশীর উপবাস।

ডিসেম্বর ১৯২২।

২৭ কেশব ১৫ অগ্রহায়ণ ১ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী ৬,২৭ অ ৫।১০ গৌর দ্বাদশী ১।০ অশ্বিনী রা ৮।৫৩। ১০.১ মধ্যে পারণ।

২৮ কেশব ১৬ অগ্রহায়ণ ২ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৮ অ ৫।১০ গৌর ত্রয়োদশী ২।৪৬ ভরণী রা ১১।১।

২৯ কেশব ১৭ অগ্রহায়ণ ৩ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।২৯ অ ৫।১০ গৌর চতুর্দ্দশী ৪।৮ কৃত্তিকা রা ১২ ৪৫।

৩০ কেশব ১৮ অগ্রহায়ণ ৪ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।২৯ অ ৫।১১ পূর্ণিমা ৫।৩ রোহিণী রা ২।১।

নারায়ণ ৪৩৬।

১ নারায়ণ ১৯ অগ্রহায়ণ ৫ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩০ অ ৫।১১ কৃষ্ণ প্রতিপৎ সন্ধ্যা ৫.২৭ মৃগশিরা রা ২।৪৭ ।

২ নারায়ণ ২০ অগ্রহায়ণ ৬ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬.৩১ অ ৫।১১ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া সন্ধ্যা ৫।২০ আর্দ্রা রা ৩।৫ ।

৩ নারায়ণ ২১ অগ্রহায়ণ ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬.৩১ অ ৫।১১ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৪।৪৪ পুনর্ব্বসু রা ২.৫৭ ।

৪ নারায়ণ ২২ অগ্রহায়ণ ৮ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬.৩২ অ ৫।১১ কৃষ্ণ চতুর্থী ৩।৪৩ পুষ্যা রা ২।১৬ ।

৫ নারায়ণ ২৩ অগ্রহায়ণ ৯ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৩ অ ৫।১২ কৃষ্ণ পঞ্চমী ২।১৩ অশ্লেষা রা ১।১৬ ।

৬ নারায়ণ ২৪ অগ্রহায়ণ ১০ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩৩ অ ৫।১২ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১২.২৬ মঘা রা ১২।৩ ।

৭ নারায়ণ ২৫ অগ্রহায়ণ ১১ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৪ অ ৫.১২ কৃষ্ণ সপ্তমী ১০।২৩ পূর্ব্বফল্গুনী রা ১০।৩৫ ।

৮ নারায়ণ ২৬ অগ্রহায়ণ ১২ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৫ অ ৫।১২ কৃষ্ণ অষ্টমী ৮।১০ পরে নবমী ভোর ৫.৫০ ত্র্যহস্পর্শ উত্তরফল্গুনী রা ৮।৫৯ । দরবার ডে।

৯ নারায়ণ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬.৩৫ অ ৫.১২ কৃষ্ণ দশমী রা ৩।২৯ হস্তা রা ৭।২০ ।

১০ নারায়ণ ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৬ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ একাদশী রা ১।১১ চিত্রা সন্ধ্যা ৫.৪৩। একাদশীর

১১ নারায়ণ ২৯ অগ্রহায়ণ ১৫ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১১।৩ স্বাতী ৪।২২। ১০।৮ মধ্যে পারণ। শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব (শ্রীনবদ্বীপ কুলিয়ার পাট, বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ)।

পৌষ ১৩২৯।

১২ নারায়ণ ১ পৌষ ১৬ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ৯।৭ বিশাখা ২।৫৪। শ্রীমহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১৩ নারায়ণ ২ পৌষ ১৭ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৩৮ অ ৫।১৩ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী রা ৭।২৮ অনুরাধা ১।৫০।

১৪ নারায়ণ ৩ পৌষ ১৮ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩৯ অ ৫।১৪ অমাবস্যা সন্ধ্যা ৬।১১ জ্যেষ্ঠা ১।৭।

১৫ নারায়ণ ৪ পৌষ ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪০ অ ৫।১৪ গৌর প্রতিপৎ সন্ধ্যা ৫।১৯ মূলা ১২।৪৭।

১৬ নারায়ণ ৫ পৌষ ২০ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪০ অ ৫।১৪ গৌর দ্বিতীয়া ৪।৫৬ পূর্ব্বাষাঢ়া ১২।৫৫।

১৭ নারায়ণ ৬ পৌষ ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪১ অ ৫।১৪ গৌর তৃতীয়া ৫।৫ উত্তরাষাঢ়া ১।৩২। শ্রীজীবগোস্বামীর তিরোভাব।

১৮ নারায়ণ ৭ পৌষ ২২ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪২ অ ৫।১৫ গৌর চতুর্থী সন্ধ্যা ৫।৪৪ শ্রবণা ২।৩৯। শ্রীকৃষ্ণের শাল্যোদনী যাত্রা।

১৯ নারায়ণ ৮ পৌষ ২৩ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ গৌর পঞ্চমী রা ৬।৫৬ ধনিষ্ঠা ৪।১১।

২০ নারায়ণ ৯ পৌষ ২৪ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৪৩ অ ৫।১৫ গৌর ষষ্ঠী রা ৮।২৮ শতভিষা সন্ধ্যা ৬।১৩।

২১ নারায়ণ ১০ পৌষ ২৫ ডিসেম্বর সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৯ অ ৫।১৬ গৌর সপ্তমী রা ১০.২৩ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৮।৩৫। বড় দিনের বন্ধ।

২২ নারায়ণ ১১ পৌষ ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৪ অ ৫।১৭ গৌর অষ্টমী রা ১২।৩০ উত্তরভাদ্রপদ রা ১১।৯।

২৩ নারায়ণ ১২ পৌষ ২৭ ডিসেম্বর বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬ ৪৪ অ ৫।১৭ গৌর নবমী রা ২।৪১ রেবতী রা ১।৪৬।

২৪ নারায়ণ ১৩ পৌষ ২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৪ অ ৫ ১৮ গৌর দশমী রা ৪।৪৩ অশ্বিনী রা ৪।৪৫।

২৫ নারায়ণ ১৪ পৌষ ২৯ ডিসেম্বর শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬.৪৫ অ ৫।১৯ গৌর একাদশী ভোর ৬।২৭ ভরণী ভোর ৬।২৯। একাদশীর উপবাস।

২৬ নারায়ণ ১৫ পৌষ ৩০ ডিসেম্বর শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬ ৪৫ অ ৫।২০ গৌর দ্বাদশী অহোরাত্র কৃত্তিকা অহোরাত্র। বাঞ্জুলী মহাদ্বাদশীর উপবাস। শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব।

২৭ নারায়ণ ১৬ পৌষ ৩১ ডিসেম্বর রবি বাসুদেব উ ৬।৪৫ অ ৫।২০ গৌর দ্বাদশী ৭ ৪৯ কৃত্তিকা ৮।২০। দ্বাদশী মধ্যে পারণ।

জানুয়ারী ১৯২৩।

২৮ নারায়ণ ১৭ পৌষ ১ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৫ অ ৫।২১ গৌর ত্রয়োদশী ৮.৪২ রোহিণী ৯ ৪১। ছোট দিনের বন্ধ। (ইং নব বর্ষ)।

২৯ নারায়ণ ১৮ পৌষ ২ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৬ অ ৫।২২ গৌর চতুর্দ্দশী ৯।৪ মৃগশিরা ১০।৩৫।

৩০ নারায়ণ ১৯ পৌষ ৩ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৬ অ ৫।২২ পূর্ণিমা ৮।৫৬ আর্দ্রা ১১।০। শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক যাত্রা।

মাধব ৪৩৬।

১ মাধব ২০ পৌষ ৪ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫।২১ কৃষ্ণ প্রতিপৎ ৮।১৫ পুনর্ব্বসু ১০।৫৪।

২ মাধব ২১ পৌষ ৫ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৬ অ ৫ ২৪ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া ৭।১০ পরে তৃতীয়া ভোর ৫।৪০ ত্র্যহস্পর্শ পুষ্যা ১০।২৪। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব।

৩ মাধব ২২ পৌষ ৬ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ চতুর্থী রা ৩।৫২ অশ্লেষা ৯।৩০।

৪ মাধব ২৩ পৌষ ৭ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৭ অ ৫।২৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী রা ১।৪৯ মঘা ৮।১৮।

৫ মাধব ২৪ পৌষ ৮ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৬ কৃষ্ণ ষষ্ঠী রা ১১।৩৬ পূর্ব্বফল্গুনী ভোর ৫।১৭।

৬ মাধব ২৫ পৌষ ৯ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৭ অ ৫।২৭ কৃষ্ণ সপ্তমী রা ৯।১৫ হস্তা রা ৩।৩৮।

৭ মাধব ২৬ পৌষ ১০ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৭ অ ৫।২৭ কৃষ্ণ অষ্টমী সন্ধ্যা ৬।৫৫ চিত্রা রা ১।৫৮।

৮ মাধব ২৭ পৌষ ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ নবমী ৪।৩৯ স্বাতী রা ১২।২৬।

৯ মাধব ২৮ পৌষ ১২ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।২৮ কৃষ্ণ দশমী ২।৩১ বিশাখা রা ১১।৫।

১০ মাধব ২৯ পৌষ ১৩ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।২৯ কৃষ্ণ একাদশী ১২।৩৭ অনুরাধা রা ৯।৫৬। একাদশীর উপবাস।

১১ মাধব ৩০ পৌষ ১৪ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬'৪৮ অ ৫.৩০ কৃষ্ণ দ্বাদশী ১১।০ জ্যেষ্ঠা রা ৯।৭। ১০ ২১ মধ্যে পারণ।

মাঘ ১৩২৯।

১২ মাধব ১ মাঘ ১৫ জানুয়ারী সঙ্কর্ষণ উ ৬ ৪৮ অ ৫।৩০ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী ৯।৪৫ মূলা রা ৮।৪২।

১৩ মাধব ২ মাঘ ১৬ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬ ৪৮ অ ৫ ৩১ কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী ৮.৫৫ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৮।৪২। শ্রীজয়দেব, শ্রীলোচন ঠাকুরের ও শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের তিরোভাব।

১৪ মাধব ৩ মাঘ ১৭ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪০ অ ৫।৩২ অমাবস্যা ৮।৩৫ উত্তরাষাঢ়া রা ৯।১৩।

১৫ মাধব ৪ মাঘ ১৮ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬ ৪৮ অ ৫।৩২ গৌর প্রতিপৎ ৮ ৪৫ শ্রবণা রা ১০।১৩।

১৬ মাধব ৫ মাঘ ১৯ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৩ গৌর দ্বিতীয়া ৯।২৭ ধনিষ্ঠা রা ১১।২৯।

১৭ মাধব ৬ মাঘ ২০ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৩ গৌর তৃতীয়া ১০।৩৮ শতভিষা রা ১।৩৫।

১৮ মাধব ৭ মাঘ ২১ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৯ অ ৫।৩৪ গৌর চতুর্থী ১২।১৪ পূর্ব্বভাদ্রপদ রা ৩।৫৩।

১৯ মাধব ৮ মাঘ ২২ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৯ অ ৫.৩৪ গৌর পঞ্চমী ২।১০ উত্তরভাদ্রপদ ভোর ৬.২৪। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর, শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরজন্ম ভিটা যোগপীঠে ও কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠে উৎসব। সরস্বতী পূজার বন্ধ।

২০ মাধব ৯ মাঘ ২৩ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৫ গৌর ষষ্ঠী ৪।১৮ রেবতী অহোরাত্র।

২১ মাধব ১০ মাঘ ২৪ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৬ গৌর সপ্তমী সন্ধ্যা ৬।২৭ রেবতী ৯।১ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুর শ্রীঅদ্বৈতভবনে উৎসব।

২২ মাধব ১১ মাঘ ২৫ জানুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৮ অ ৫।৩৭ গৌর অষ্টমী রা ৮।২৭ অশ্বিনী ১১।৩৩।

২৩ মাধব ১২ মাঘ ২৬ জানুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৭ গৌর নবমী রা ১০।১০ ভরণী ১।৫১ শ্রীমধ্বাচার্য্যের তিরোভাব। ঢাকা শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠে উৎসব।

২৪ মাধব ১৩ মাঘ ২৭ জানুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৮ গৌর দশমী রা ১১।২৯ কৃত্তিকা ৩।৪৮।

২৫ মাধব ১৪ মাঘ ২৮ জানুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৭ অ ৫।৩৯ গৌর একাদশী রা ১২।১৮ রোহিণী ৫।১৪ ভৈমী একাদশীর উপবাস।

২৬ মাধব ১৫ মাঘ ২৯ জানুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ গৌর দ্বাদশী রা ১২।৩৭ মৃগশিরা সন্ধ্যা ৬।১৪।১০।২৪ মধ্যে পারণ।

২৭ মাধব ১৬ মাঘ ৩০ জানুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৬ অ ৫।৪০ গৌর ত্রয়োদশী রা ১২।২৪ আর্দ্রা সন্ধ্যা ৬।৪৫। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুর শ্রীবাসাঙ্গনে উৎসব।

২৮ মাধব ১৭ মাঘ ৩১ জানুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৬ অ ৫।৪১ গৌর চতুর্দ্দশী রা ১১।৪২ পুনর্ব্বসু সন্ধ্যা ৬।৪৬।

ফেব্রুয়ারী ১৯২৩।

২৯ মাধব ১৮ মাঘ ১ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।৪২ পূর্ণিমা রা ১০।৩৪ পুষ্যা সন্ধ্যা ৬।২১ শ্রীকৃষ্ণের মধুরোৎসব শ্রীনরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব। শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্য মঠে উৎসব।

গোবিন্দ ৪৩৬।

১ গোবিন্দ ১৯ মাঘ ২ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪৫ অ ৫।৪৩ কৃষ্ণ প্রতিপৎ রা ৯।২ অশ্লেষা ৫।৩১।

২ গোবিন্দ ২০ মাঘ ৩ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৩ কৃষ্ণ দ্বিতীয়া রা ৭।১১ মঘা ৪।২৪।

৩ গোবিন্দ ২১ মাঘ ৪ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪৪ অ ৫।৪৪ কৃষ্ণ তৃতীয়া ৫।৬ পূর্ব্বফল্গুনী ৩।২।

৪ গোবিন্দ ২২ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৫ কৃষ্ণ চতুর্থী ২।৫০ উত্তরফল্গুনী ১।৩০।

৫ গোবিন্দ ২৩ মাঘ ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৫ কৃষ্ণ পঞ্চমী ১২।২৯ হস্তা ১২।৪৯।

৬ গোবিন্দ ২৪ মাঘ ৭ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৪৩ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ ষষ্ঠী ১০।৭ চিত্রা ১০।১১।

৭ গোবিন্দ ২৫ মাঘ ৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৪২ অ ৫।৪৬ কৃষ্ণ সপ্তমী ৭।৫০ পরে অষ্টমী ভোর ৫।৪৩ ত্র্যহস্পর্শ স্বাতী ৮।৩৫।

৮ গোবিন্দ ২৬ মাঘ ৯ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৪২ অ ৫।৪৭ কৃষ্ণ নবমী রা ৩।৪৮ বিশাখা ৭।৯ পরে অনুরাধা ভোর ৫।৫৭।

৯ গোবিন্দ ২৭ মাঘ ১০ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ কৃষ্ণ দশমী রা ২।১২ জ্যেষ্ঠা রা ৫।২।

১০ গোবিন্দ ২৮ মাঘ ১১ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৪১ অ ৫।৪৮ কৃষ্ণ একাদশী রা ১২।৫৮ মূলা রা ৪।৩১। একাদশী উপবাস।

১১ গোবিন্দ ২৯ মাঘ ১২ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৪০ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ দ্বাদশী রা ১২।৯ পূর্ব্বাষাঢ়া রা ৪।২৪।১০।২২ মধ্যে পারণ।

ফাল্গুন ১৩২৯।

১২ গোবিন্দ ১ ফাল্গুন ১৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৯ অ ৫।৪৯ কৃষ্ণ ত্রয়োদশী রা ১১।২০ উত্তরাষাঢ়া রা ৪।৪৮ শিবরাত্রির বন্ধ।

১৩ গোবিন্দ ২ ফাল্গুন ১৪ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৯ অ ৫।৫০ কৃষ্ণ চতুর্দশী রা ১২।১ শ্রবণা ভোর ৫।৪১।

১৪ গোবিন্দ ৩ ফাল্গুন ১৫ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।৩৮ অ ৫।৫০ অমাবস্যা রা ১২।৪৪ ধনিষ্ঠা অহোরাত্র।

১৫ গোবিন্দ ৪ ফাল্গুন ১৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৮ অ ৫।৫১ গৌর প্রতিপৎ রা ১।৫৫ ধনিষ্ঠা ৭।১ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজীর তিরোভাব।

১৬ গোবিন্দ ৫ ফাল্গুন ১৭ ফেব্রুয়ারী শনিবার ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩৭ অ ৫।৫১ গৌর দ্বিতীয়া রা ৩।৩২ শতভিষা ৮।৫১।

১৭ গোবিন্দ ৬ ফাল্গুন ১৮ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩৬ অ ৫।৫২ গৌর তৃতীয়া রা ৫ ২৭ পূর্ব্বভাদ্রপদ ১১।৪।

১৮ গোবিন্দ ৭ ফাল্গুন ১৯ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬ ৩৬ অ ৫।৫২ গৌর চতুর্থী অহোরাত্র উত্তরভাদ্রপদ ১।৩২।

১৯ গোবিন্দ ৮ ফাল্গুন ২০ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩৫ অ ৬.৪৩ গৌর চতুর্থী ৭ ৩৩ রেবতী ৪ ৯।

২০ গোবিন্দ ৯ ফাল্গুন ২১ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।৩৫ অ ৫।৫৩ গৌর পঞ্চমী ৯।৪১ অশ্বিনী রা ৬।৪৩।

২১ গোবিন্দ ১০ ফাল্গুন ২২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬.৩৪ অ ৫ ৫৪ গৌর ষষ্ঠী ১১.৩৮ ভরণী রা ৯।১৫।

২২ গোবিন্দ ১১ ফাল্গুন ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।৩৩ অ ৫।৫৪ গৌর সপ্তমী ১।১৭ কৃত্তিকা রা ১১।৭।

২৩ গোবিন্দ ১২ ফাল্গুন ২৪ ফেব্রুয়ারী শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।৩২ অ ৫।৫৫ গৌর অষ্টমী ২।৩২ রোহিণী রা ১২।৫৯।

২৪ গোবিন্দ ১৩ ফাল্গুন ২৫ ফেব্রুয়ারী রবি বাসুদেব উ ৬।৩১ অ ৫।৫৫ গৌর নবমী ৩।১৮ মৃগশিরা রা ১।৪৬।

২৫ গোবিন্দ ১৪ ফাল্গুন ২৬ ফেব্রুয়ারী সোম সঙ্কর্ষণ উ ৬।৩০ অ ৫।৫৬ গৌর দশমী ৩।৩২ আর্দ্রা রা ২।২৪।

২৬ গোবিন্দ ১৫ ফাল্গুন ২৭ ফেব্রুয়ারী মঙ্গল প্রদ্যুম্ন উ ৬।৩০ অ ৫।৫৭ গৌর একাদশী ৩।১৭ পুনর্ব্বসু রা ২।৩২।

২৭ গোবিন্দ ১৬ ফাল্গুন ২৮ ফেব্রুয়ারী বুধ অনিরুদ্ধ উ ৬।২৯ অ ৫।৫৭ গৌর দ্বাদশী ২।৩১ পুষ্যা রা ২।৩১ গোবিন্দ দ্বাদশী শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামীর ও শ্রীহৃদয়ানন্দের তিরোভাব।

মার্চ্চ ১৯২৩।

২৮ গোবিন্দ ১৭ ফাল্গুন ১ মার্চ্চ বৃহস্পতি কারণোদশায়ী উ ৬।২৮ অ ৫।৫৮ গৌর ত্রয়োদশী ১।২০ অশ্লেষা রা ১।২৮।

২৯ গোবিন্দ ১৮ ফাল্গুন ২ মার্চ্চ শুক্র গর্ভোদশায়ী উ ৬।২৭ অ ৫।৫৮ গৌর চতুর্দ্দশী ১১।৪৫ মঘা রা ১২।২৩।

৩০ গোবিন্দ ১৯ ফাল্গুন ৩ মার্চ্চ শনি ক্ষীরোদশায়ী উ ৬।২৬ অ ৫।৫৯ পূর্ণিমা ৯।৫২ পূর্ব্বফাল্গুনী রা ১১।৪ শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা শ্রীশ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর যোগপীঠ শ্রীগৌরজন্ম ভিটায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মমহামহোৎসব, পূর্ণিমান্তে পুত শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৩৭ আরম্ভ দোলের বন্ধ।

চরম কল্যাণের উপায়।

(পূর্ব্ববৃত্তানুক্রমে ২৩শ খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

"এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ ভাগবতসঙ্গতঃ॥"

ভাগবত বা ভগবদ্ভক্তজনের সঙ্গক্রমে ভগবানে যে অচল ভাবের উদয় হয়, তাহাই জীবের নিঃশ্রেয়ঃ বা চরম কল্যাণের উদয়। চরম কল্যাণ হইল ভগবানে অচল ভাব ও তাহার উপায় ভাগবত-সঙ্গ। ভক্তসঙ্গ ভিন্ন চরম কল্যাণ-লাভের উপায়ান্তর নাই। প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন,

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভা, ৭।৫।২৫)

ভোগরত মূঢ়দের জড়বদ্ধ মতি।
অনর্থ নাশন কৃষ্ণপদে নহে রতি॥
যাবত না অকিঞ্চন বৈষ্ণবজনার।
পাদরজে দেহ স্নাত করে আপনার॥

পুনশ্চ

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকং॥

(ভা, ৫।১২।১২)

ভরত মুনি কহে শুন রাজা রহূগণ।
বেদপাঠে, তপে নাহি মিলে কৃষ্ণধন॥
বর্ণাশ্রম পালি মাত্র ভক্তি না মিলয়।

যজ্ঞদ্বারে কিম্বা নানা ব্রত আচরণে।
কৃষ্ণপ্রেম কেবা কবে পেয়েছে ভুবনে॥
সাধুগুরুপাদাশ্রয় বিনা কিছু আর।
উপায় নাহিক ভবে হতে মায়া পার॥

এ সকল বিষয়, "সঙ্গ বিচার" শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে। সাধুগুরু-পদাশ্রয় ভিন্ন জীবের নিঃশ্রেয় মঙ্গলের উপায় আর কি হইতে পারে? শ্রদ্ধাসহকারে সাধুগুরুবৈষ্ণবের পদাশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীনাম ভজন করিতে করিতে অনর্থ নিবৃত্ত হইলে ক্রমে শ্রীনামে নিষ্ঠা ও রুচি, আসক্তির উদয় হইয়া পরে ভাবোদয় শেষে প্রেমোদয় হইয়া থাকে, তাহাই ত জীবের চরম কল্যাণ—তাহাই, জীবের প্রয়োজন তত্ত্ব। সেই প্রয়োজন-লাভে ভক্তিই অভিধেয় বা উপায়। এই ভক্তি স্থূলতঃ নবলক্ষণা। প্রহ্লাদ মহারাজ পিতার নিকট কিরূপ পাঠের পরিচয় দিতেছেন দেখুন। 'উত্তম অধ্যয়ন কাহার হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার যে উক্তি তাহা চরম কল্যাণ পরমার্থতত্ত্বান্বেষিগণের কণ্ঠের হার হইয়া থাকা উচিত। তিনি পিতাকে বলিতেছেন,—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

(ভা, ৭।৫।১৮, ১৯)

প্রহ্লাদ মহারাজ বলিতেছেন, তবেই না তাহা সে সর্ব্বোত্তম অধ্যয়ন যদি কেহ নবলক্ষণাক্রান্ত ভক্তি ভগবানে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন। সাক্ষাৎ অর্থাৎ ব্যবধানরহিত অবস্থায়। মধ্যে নানা দেবদেবী, মাতাপিতার প্রতি

করিতে হইবে। মাতা পিতা প্রভৃতি ভক্ত হইলে বৈষ্ণবসম্মান প্রদেয়, নচেৎ ভক্তির অযোগ্য। ভগবদ্ভক্তির অনুকূল বলিয়া তাঁহারা প্রণম্য ও সেব্য। শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ করিতেছেন,—

"গুরু র্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাৎ জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্নপতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুং॥"

(ভা, ৫।৫।১৮)

অসৎ শিক্ষকমাত্রই বর্জ্জনীয়। তাঁহার সহিত ইহ জগতের যে সম্বন্ধই থাকুক না কেন, তিনি যখন চরম কল্যাণলাভের পক্ষে অন্তরায় তখন তাঁহাকে দূরে পরিহার করিতে হইবে। ইহ জগতের সম্বন্ধ ত' নিত্য নহে। পিতামাতার ভগবৎসেবালাভের বিঘ্ন জন্মাইলে অনিত্য; পিতামাতার সম্বন্ধও ত্যাজ্য, কেননা নিষ্কপট শরণাপত্তিযুক্ত পরমার্থতত্ত্বার্থীর পঞ্চঋণ নাই, ভগবদ্বিমুখ বৈষ্ণবদ্বেষী মাতাপিতা বৈষ্ণব পুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে অযোগ্য। পরম কারুণিক ব্যাসদেব অন্যত্র উপদেশ করিতেছেন, তিনি জ্ঞাতব্যের কিছু বাকী রাখিয়া যান নাই:—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণীচ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তং॥
সর্ব্বকর্ম্ম পরিহরি সর্ব্বভাব দিয়া।
যেহ লয় শরণ মুকুন্দপদে গিয়া॥
দেব ঋষি ভূত আপ্ত পিতৃপাশে আর।
পঞ্চঋণ নাহি থাকে মহাভাগ্য তার॥

সুতরাং মাতাপিতৃ-সেবাতেই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবে, একথা যাঁহারা বলেন,

করাইয়া লইবার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য ভক্ত-মাতাপিতা-সম্বন্ধে ব্যবস্থা অন্যরূপ। তাঁহারা বর্ত্ম প্রদর্শক গুরু, পুত্রের হরিভজনের পথ সুগম করিয়া দিয়া তাহার চরম কল্যাণ লাভের উপায় করিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদেরই ত' সেবা আবশ্যক। কেননা বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত নিস্তারের আর অন্য পন্থা কৈ? তাহাই ত সাধুসঙ্গ। ভগবদ্দাস্যের চরম পরিপুষ্টিভূত কৃষ্ণপ্রেমাই জীবের পরম প্রয়োজন। তাহা আর কিছুই নহে, জ্ঞানকর্ম্মাবরণ-মুক্তা শুদ্ধা ভক্তি। এই নির্ম্মল কৃষ্ণভক্তি আবার একধারে প্রয়োজন ও তৎসিদ্ধির উপায়। শ্রীল রূপগোস্বামিকৃত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে তাহার স্বরূপলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥
কেবল ইন্দ্রিয়তৃপ্তি উদ্দেশ্য যাহার।
শাস্ত্রবিধি প্রতিষেধ নাহি মানে আর॥
অন্য অভিলাষী তারে ভক্তিশাস্ত্রে কয়।
খাই পরি হাসি খেলি লক্ষণ এ হয়॥
যেই জন শাস্ত্রবিধি করে অঙ্গীকার।
পুণ্যময় কর্ম্মে ব্রতী স্বর্গকাম যার॥
ভুক্তিমাত্র লক্ষ্য তার কর্ম্মী সেই জন।
স্নানদান যজ্ঞক্রিয়ারত অনুক্ষণ॥
আমি ব্রহ্ম এই জ্ঞানে সাধনতৎপর।
জ্ঞানী নাম ধরে অপবর্গকামী নর॥
সালোক্য সামীপ্য সার্ষ্টি সারূপ্য সাযুজ্য।

কর্ম্মী জ্ঞানী যেই ভক্তি করে আচরণ।
তার ভুক্তি মুক্তি কাম সিদ্ধির কারণ॥
বিদ্ধা ভক্তি তারে কয় তুচ্ছফলময়।
সে কখন অহৈতুকী শুদ্ধা ভক্তি নয়॥
উত্তমা সে ভক্তি অন্য অভিলাষশূন্য।
যাতে না ঢাকয়ে জ্ঞান কর্ম্ম যোগ পুণ্য॥
স্বরূপ লক্ষণ তার কৃষ্ণানুশীলন।
অনুকূলভাবে ভগবান আরাধন॥
ব্রহ্ম পরমাত্মে রতি ভক্তি নহে শুদ্ধা।
জ্ঞানকর্ম্ম অঙ্গীভূত সেই ভক্তি বিদ্ধা॥
পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ চিদানন্দময়।
তাহে রতি কৈলে তবে সুষ্ঠু ভক্তি হয়॥
কংসজরাসন্ধমত প্রতিকূল ভাবে।
অহংগ্রহ উপাসনা ভক্তি কোথা পাবে॥
জ্ঞানকর্ম্মশূণ্য হয়ে প্রতিকূল ত্যজি।
আনুকূল্যে ভগবান্ কৃষ্ণে যেন ভজি॥
তাহারে উত্তমা ভক্তি কহে সাধুগণ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণসেবা করে সুধীজন॥

এই শুদ্ধা ভক্তি নবলক্ষণা তাহা প্রহলাদ মহারাজের ভক্তিতে দেখা হইয়াছে। তাহার প্রথমটী "বিষ্ণোঃ শ্রবণং"। ভগবান্ বিষ্ণুর ও তদভিন্ন শ্রীনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ। শ্রবণ করিতে হইলে যাঁহার নিকট শ্রবণ করিতে হইবে তাঁহার যোগ্যতা আছে কিনা দেখিতে হইবে, তিনিই গুরু। সর্ব্বত্র দীক্ষাগুরু না হইলেও প্রত্যেক কীর্ত্তনকারী আমার শিক্ষাগুরু শ্রীমদ্ভাগবতে দত্তগুরু নির্ণয়ে উক্ত হইয়াছে:—

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ং ॥" (ভা, ১১।৩।২২)

চরমকল্যাণপ্রার্থী হবে যেইজন।
সদ্গুরুচরণতলে লইবে শরণ ॥
বেদানুগ ভক্তিশাস্ত্রে পারংগত যিনি।
ভগবানে সমাশ্রিত সদ্গুরু সে তিনি ॥
কেবল অধীত শাস্ত্র আবৃত্তি যে করে।
ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে নাহি যে আচরে ॥
সংসারের ভোগবুদ্ধি যাহার প্রবল।
পুত্রকন্যা কলত্রাদি যাহার সম্বল ॥
ভগবানে উপশমাশ্রয় নহে যেই।
কেমনে সদ্গুরু বাচ্য হবে বল সেই ॥
অর্থের যাচক সেহ শিষ্য তা'র ধন।
বহু শিষ্য করে শুদ্ধ অর্থের কারণ ॥
মরণের পরে হয় শিষ্যের বিভাগ।
শিষ্য যেন গোবৎস মেষ গাধা ছাগ ॥
এ হ'তে নির্ব্বোধ লোক কেমন সে হয়।
পরমার্থ না মিলিল শুধু পাদাশ্রয় ॥
বিষয়ীর বিষয় ভুক্ত হ'তে কেন সাধ।
শিরে কেন ধর বল প্রতারকপাদ ॥
বৈরাগ্য হৃদয়ে যা'র স্থান নাহি পায়।
ইন্দ্রিয়ের ভোগরত জড় সমাশ্রয় ॥
তারে গুরুপদে বরি তাহার সহিত।

বুদ্ধিমান্ জন ত্যজে ভাড়াটিয়া ঠগ।
গুরু সাজে সাজা সব শঠ প্রবঞ্চক ॥
অসৎসঙ্গ ত্যজি ভজ সাধুর চরণ।
শাস্ত্রাভিজ্ঞ শুদ্ধভক্ত কৃষ্ণৈক শরণ ॥

উপনিষদেও দেখিতে পাওয়া যায়, "তদ্বিজ্ঞানার্থং সদ্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" তবেই যাঁহার নিকট শ্রবণ করিতে হইবে, তিনি দীক্ষাদাতাই হউন শিক্ষাগুরুই হউন তাঁহাতে শাস্ত্রজ্ঞান ও ভগবদ্ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়া লইতে হইবে। কীর্ত্তন, যাহার তাহার নিকট শুনিয়া লাভ নাই। কীর্ত্তন করিতে গুরুর গুণ থাকা আবশ্যক, যেহেতু তিনি শিক্ষাদাতা গুরু, সুতরাং যাহারা ভাড়াটিয়া কীর্ত্তনীয়া তাহাদের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যাজ্য। তাহারা কেবল নামাপরাধ কীর্ত্তন করে। আমাদের ত' অপরাধ আছেই আবার বর্দ্ধনের জন্য ব্যস্ততা না থাকাই ভাল। তবে যাহারা পরমার্থ চাহে না, কর্ণরসায়নই কীর্ত্তন শ্রবণের উদ্দেশ্য করিয়া বসিয়াছে, তাহারা পান্নাবাই, শ্যামদাস, কার্ত্তিকদাস প্রভৃতির স্বরলয়সংযুক্ত চীৎকার ও ভাগবত বলিয়া থিওসফির বক্তৃতা শ্রবণ করুক, আমাদের আপত্তি নাই, তবে তাহাতেই পরমার্থ লাভ হইতেছে বলিলেই আমরা কোমর বাঁধিব। এক কথায় যাহাতে সরল বিশ্বাসী পরমার্থপ্রয়াসী জীব বিপথগামী না হয়, তাহার জন্য আমরা বদ্ধপরিকর। যাঁহারাই শ্রীচৈতন্যদাসের দাস বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের ইহাই ধর্ম্ম যে তাঁহারা বালিশ অর্থাৎ অনভিজ্ঞ সরল ব্যক্তিকে ভণ্ডের কবল হইতে রক্ষণার্থে নির্ম্মল ভক্তিধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবেন। প্রভুর শ্রীমুখের আদেশ,

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।

কভু না বাধিবে তোমার বিষয় তরঙ্গ।
পুনরপি এই ঠাঁই পাবে মোর সঙ্গ॥ (চৈ, চ)

ইহাই কীর্ত্তন। যিনিই শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই শ্রুতবিষয় কীর্ত্তন করিবেন ইহাই "আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দরের" শ্রীমুখনিঃসৃত উপদেশ, ইহা ভিন্ন মঙ্গলের আর অন্য পন্থা নাই। সদ্গুরুপাদাশ্রয় পূর্ব্বক শুদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়া শ্রীনামমাহাত্ম্য কীর্ত্তন, ইহাই ভক্তিধর্ম্মে প্রবৃত্ত সুধীর ধর্ম্ম। ইহাতে তৃণাধিক হীন অমানী ও মানদ ধর্ম্মের ব্যাঘাত নাই। যাহারা কপট দৈন্য আশ্রয় করিয়া "তৃণাধিক" শ্লোকের দোহাই দিয়া প্রকৃত কীর্ত্তন হইতে বিরত থাকে ও রসকীর্ত্তন করে, তাহারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কলিকলুষনাশন পাদযুগল সম্যক্ আশ্রয় করে নাই, তাহাদের শ্রবণ হয় নাই। মাঝ হইতে "তৃণাধিক" শ্লোক শিখিয়া বাজে কুক্কুড়ি করিতেছেন মাত্র। ক্রমে তাহারা "এচোড়ে পাকিয়া গিয়াছি" মনে করিয়া বা লোককে মনে করাইয়া রসের ভজনের ভাণ করতঃ নাগরমণি সাজিতেছে। তাহাদের দুর্দ্দশার কথা শ্রীকৃষ্ণলীলাশীর্ষক প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রথমেই উপদেশ করিয়াছেন,

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং॥

গোলোকধামে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকের ভাষা গীত গাহিতেছেন,

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।

চিত্তদর্পণ পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় চিত্ত বিহারী॥
হেলা-ভবদাব-নির্ব্বাপণ বৃত্তি।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥
শ্রেয়-কুমুদ-বিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধূজীবনরূপ॥
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥
আনন্দ-পয়োনিধি বর্দ্ধন কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্লাবন মূর্ত্তি॥
পদে পদে পীযূষস্বাদপ্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥
ভক্তিবিনোদ-স্বাত্মস্নপনবিধান।
কৃষ্ণ কীর্ত্তন জয় প্রেমনিদান॥

তবে এ স্থলে কথা আসিয়া পড়িতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বলিতে গেলে শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন বিধেয় কিনা। উক্ত প্রবন্ধে বিশেষরূপে বুঝাইবার চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে যে, তাহা বিধেয় নহে, শ্রীনাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন ও শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনই আবশ্যক, অধিকারী লীলা আস্বাদ করিবেন। আমার ন্যায় কোমলশ্রদ্ধের তাহাতে অধিকার নাই। অন্যান্য ভক্ত্যাঙ্গ সাধনেও শ্রীনাম কীর্ত্তনের উপযোগিতা আছে। শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন :—

"যদ্যপ্যন্যাভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি সংযোগেনৈব।"

সুতরাং সাধনজীবনে শ্রীনাম কীর্ত্তন ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই। তাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে শ্রীনামে অনুরাগের আবশ্যকতা সম্বন্ধে উপদেশ করিয়াছেন :—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-স্তত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ইহার ভাষাগীতি গাহিতেছেন—

তুঁহু দয়ার সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নামে অনেক তুয়া শিখায়ল আনি॥
সকল শকতি দেই নামে তুহার।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল বিচার॥
শ্রীনাম চিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলায়লি করুণা নিদানা॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ নাথ ভাগ হামারা॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ চিত্ত দুঃখে বিভোর॥

বিশেষতঃ কলিযুগে আর অন্য উপায় নাই। শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলিয়াছেন:—

কলের্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকোমহান্ গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভা ১২।৩,৫১)

কলির অশেষ দোষ সর্ব্বজন গায়।
কিন্তু এক মহাগুণ বর্ত্তমান তায়॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে জীব মায়াবন্ধ ত্যজে।
মুক্ত হঞা পরতত্ত্ব কৃষ্ণচন্দ্রে ভজে।

সত্যযুগে ধ্যান যোগে লভ্য যাহা হয়।
যজ্ঞদ্বারে ত্রেতাকালে দ্বাপরে পূজায়॥
কলিকালে সর্ব্বলভ্য শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে।
কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি যোগে লভে প্রেমধনে॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে হরিকীর্ত্তন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য তাহাই উপদেশ করিয়াছেন।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

হরি সদা কীর্ত্তনীয়। কালাকাল বিচার নাই, কৃষ্ণকীর্ত্তন ভিন্ন অহোরাত্রের মধ্যে অন্য কৃত্য নাই, কেবল হরিকীর্ত্তন, তবে কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন তাহার নিদ্রাও ত্যাগ করিতে হইবে নাকি? তাহার উত্তর এই যে, নিজ দেহতৃপ্ত্যর্থে যদি হয় তাহাও ত্যজ্য। তবে কীর্ত্তনের জন্য দেহরক্ষাকল্পে অল্প বিশ্রাম ও কৃষ্ণ প্রসাদ সেবন, কৃষ্ণ সেবার নিমিত্ত দ্রব্য আহরণ—এ সকল কীর্ত্তনের অনুকূল। সুতরাং কীর্ত্তনেরই অঙ্গীভূত। উদ্দেশ্য অবান্তর হইলে সে গুলি কীর্ত্তনের ব্যাঘাতক। কীর্ত্তন-কারীর আবশ্যক গুণাবলী এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় ভাষা গীতি গাহিতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোমার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি অহঙ্কার॥

বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করবি পালন॥
জীবন নির্ব্বাহে আন্যে উদ্বেগ না দিবে।
পর উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি কর অমানী হৃদয়॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব্ব জীবে জানি সদা।
করবি সম্মান অতি আদরে সর্ব্বদা॥
দৈন্যদয়া অন্যে মান প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হএগা করহ কীর্ত্তন॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায়॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুসেবাধিকারাকাঙ্ক্ষী
শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, এম্ এ, বি এল।

শ্রীমদ্ভাগবত।

'শ্রীমদ্ভাগবত' শব্দ দ্বারা দুইটী শ্রেণীকে লক্ষ্য করা হয়,—একটী বিষ্ণু ও অপরটী বৈষ্ণব। ভাগবত বলিলে শব্দ ব্রহ্ম মূর্ত্তি; শব্দ ব্রহ্ম মূর্ত্তিমান্ ভাগবত বিষ্ণুকেই বুঝায়। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে শ্রীভগবৎ সম্বন্ধীয় ব্রহ্ম ও পরমাত্মার বিষয় বর্ণিত আছে। সুতরাং ব্রহ্ম ও পরমাত্মাও ভাগবত, ভগবদ্রূপালকগণ ব্রাহ্মণ ও যোগিগণের বিচারে বিষ্ণু বস্তু নহেন। বিষ্ণু-ভক্তিরহিত ব্রাহ্মণাভিমান এবং বিষ্ণুভক্তি রহিত আত্মবস্তুর ধারণা নির্ব্বিশেষপর, সুতরাং তাদৃশ অভিমানিগণ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ ও যোগী বলিয়া সংজ্ঞা প্রদান করিতে গিয়া ভগবান্ হইতে চাহেন ভাগবত হইতে চাহেন না। ভগবান্ ও ভাগবতের বিশেষত্ব ক্ষীণ হইলেই খর্ব্বদৃষ্টিক্রমে একই বলিয়া প্রতীত হয়। কিন্তু, তাহা বাস্তব সত্য নহে। গ্রন্থ ভাগবত ভগবদ্বস্তু, ভক্ত ভাগবত শ্রীভাগবতের পাঠক বা কৃষ্ণানুশীলনকারী।

গ্রন্থ ভাগবত কৃষ্ণের স্বরূপ ও বিলাস প্রদর্শন করিয়াছেন যাবতীয় বস্তুর সহিত কৃষ্ণের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে এবং সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই কৃষ্ণানুশীলন ধর্ম্ম নিরত।

শ্রীমদ্ভাগবত কৃষ্ণকথায় পূর্ণ, বিষ্ণুর সর্ব্বোত্তম নিত্যবিলাসময় কৃষ্ণলীলান্বিত, তাহা কৃষ্ণসম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট, কৃষ্ণেতর প্রতীতিসম্পন্নের ভজনীয় বিষয় এবং ভজনীয় কৃষ্ণের ভজনকারী আশ্রয় সেবকস্বরূপ ভাগবত। ভাগবতগণই শ্রীমদ্ভাগবতের ভজন করিতে পারেন। মনুষ্যমাত্রেই ভাগবত। কিন্তু, সম্প্রতি বদ্ধ জীবকুল ভগবদ্বিমুখ হওয়ায় সকলের সেই বৃত্তির পরিস্ফুরণ নাই। ভাগবত যে কালে ভগবৎ সেবা বা ভাগবত পাঠ শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে বিরত হন, সেইকালেই তিনি আপনাকে ভাগবত বলিয়া বুঝিতে পারেন না। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই শ্রীভাগবত, বিষ্ণুর ও শ্রীমদ্ভাগবতের [illegible]

জানিতে পারেন। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা—শ্রবণ, কীর্ত্তন, বিচারণপর ধারণাদ্বারা সংসাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের সেবা করিলেই মানবের নিজ বৃত্তি ভক্তি সমুদিত হন। ভক্তির উদয়ে অভক্তি অর্থাৎ ভগবৎসেবা-বিমুখতা রূপ বদ্ধভাব বিদূরিত হয়। তখন সুনির্ম্মল ভগবৎপ্রেমাই শ্রীমদ্ভাগবতকে ভাগবতের প্রাপ্য বিষয়বোধে শ্রবণকীর্ত্তন বিচারণকারীর অনুশীলন করায়। আশ্রয় ব্যতীত বিষয়ের অবস্থান এবং বিষয়-ব্যতীত আশ্রয়ের অবস্থান সম্ভবপর নহে। বিষয়াশ্রয় ভেদে বিশিষ্ট অদ্বয় জ্ঞান অবস্থিত। উহা হেয় বা মায়িক বিচিত্রতার ন্যায় দুষ্ট নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ধর্ম্মের সুষ্ঠুতা বর্ণিত আছে, উহাই শুদ্ধজীবের একমাত্র ধর্ম্ম।

যেদিন বদ্ধজীব আপনাকে ভাগবত জানিবেন, সেইদিনই ভগবৎসেবা বিমুখ অনাত্মানুভূতি শিথিল হইয়া যাইবে। শুদ্ধ চিৎপ্রবৃত্তি অবিমিশ্রভাবে ভগবানের সেবায় ন্যস্ত হইবে। সেই কালে জড়ীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয় কুক্ষেত্রর প্রতীতিময় রাজ্যে বিচরণ করিয়া বিবর্ত্ত আবাহন করিবে না। বিবর্ত্ত বা ভ্রান্তিবাদ হইতে জীবন্মুক্তগণই স্বস্বরূপে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন এবং গ্রন্থরূপী শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রবণকারী, পঠনকারী ও বিচরণকারী হইয়া নিত্য ভক্তিধর্ম্মে অবস্থিত হন। ভগবানের সহিত আমাদের নিত্যকাল অদ্বয় জ্ঞান সম্বন্ধ এবং ভগবদিতর নানাত্ব প্রতীতির সহিত নশ্বর সম্বন্ধ— একথা শ্রীমদ্ভাগবত মুক্ত জীবের হৃদয়ে প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নিজ সেবনপ্রবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়া দেন। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণই শ্রীমদ্ভাগবতকে পরমহংস সংহিতা জানিয়া সকল সময় শ্রবণ, পাঠ ও বিচার করেন। তদনুশীলন ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জীবের অশেষ কল্যাণ বিধান করে।

এই ভবসংসার হইতে অনন্ত কালের জন্য মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হওয়া একমাত্র আবশ্যক। ভগবদ্ভক্তিতে অবস্থিত হইবার আকর স্থানই শ্রীমদ্ভাগবত। শ্রীমদ্ভাগবত নির্ম্মৎসর পরমহংস

বৈষ্ণবগণের প্রিয় বস্তু। কামক্রোধাদির হস্ত হইতে মুক্তপুরুষগণ একমাত্র শ্রীভাগবতেরই অনুশীলন করেন। যাঁহারা লৌকিক বদ্ধবিচারে আবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবতের সহিত অপর শাস্ত্রের সমজ্ঞান করেন, তাঁহারা তাদৃশ ধারণা ফলে নিত্যবদ্ধ সংজ্ঞা লাভ করতঃ কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যান। শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁহাদিগের রুচি নাই, তাঁহারাই কৃষ্ণবিমুখ ও জড় জ্ঞানের ক্রীড়াপুত্তলী।

শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। ইহাই নিগম কল্পতরুর সুপক্ক ফল। বেদের মূল সত্য বস্তু আচ্ছন্ন হইয়া তাহার চিহ্নমাত্র না থাকা কালে শ্রীমদ্ভাগবত আবির্ভূত হন। শ্রীমদ্ভাগবতবর্ণিত নিত্য সত্য কর্ম্মীর ও জ্ঞানীর বিচারে অনাদৃত হইলে বেদগম্য হরিকথা প্রপক্কফল স্বরূপ গ্রন্থ-ভাগবত বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীব্য হইয়াছে। ইহাতে বিবর্ত্তবাদের বিচার বহুস্থলে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় নহে, এরূপ সমীচীন সিদ্ধান্ত সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। কলিযুগ-পাবনাবতারী এই অমল গ্রন্থকেই হেয়াংশবর্জ্জিত নিগম বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পৃথিবীর উপরিভাগে বিদ্বৎসমাজে যে সর্ব্বাপেক্ষা সমাদর লাভ করিবে, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তৎসদৃশ কোনও গ্রন্থ আর নাই এবং ভবিষ্যতে এই পুরাণরাজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজ্য ও আদরণীয় হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত আকাশের চন্দ্র, জীবকুল বামনের ন্যায় তাহা স্পর্শ করিতে অসমর্থ হইলেও সেই চন্দ্রিকালোকে সুশীতল হইতে পারে। জীবের পার্থিব জ্ঞান রূপ প্রসারিত হস্ত কখনই শ্রীমদ্ভাগবত স্বায়ত্তীকৃত করিতে পারেনা ; উহা বৈকুণ্ঠ জ্ঞানময়।

এতাদৃশ গ্রন্থ মানবজাতীয় সভ্যতার বিকাশমূলে সর্ব্বতোভাবে আদৃত

ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া জড়েন্দ্রিয় পরায়ণতাক্রমে কৃষ্ণবিমুখতা জলে ডুবিয়া যাইতেছে। মৎসরতা-ধর্ম্মে অবস্থিত হওয়ায় তাহার প্রাণবায়ু গতপ্রায় হইতেছে। আবার যে শ্বাসপ্রশ্বাসটুকু এখনও দেখা যায়, তাহাও মৎসর ভাগবতপাঠকাখ্য জীবের ভোগময় ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে শ্রীচৈতন্য দেব শ্রীমদ্ভাগবতকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন বলিয়া জগতে জীবকে জানাইয়াছেন, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ও ভাগবত ব্যবসায়ীর জীবা পণ্যরূপে পরিণত হইয়াছেন। তদ্দ্বারা জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি প্রকাশিত হওয়া দূরে থাকুক, বিপরীত ফল ফলিতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে শ্রবণ ও অনর্থের বিচার উপস্থিত হয় তাহা না হইয়া ব্যবসায়ীর পণ্যদ্রব্য ভোগপিপাসা বৃদ্ধি করিতেছে। যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতকে নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণের বস্তু জ্ঞান করেন, তাঁহারা কখনই তাঁহাদের সম্বন্ধ কৃষ্ণ জানিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহারা কোন কালেই, তাদৃশ বৃত্ত পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ ও পঠন প্রভৃতি সেবায় সমর্থ হইবেন না। তাঁহাদের ত্রিবর্গ সঙ্গ কখনই ঘুচিবেনা। নামাপরাধবশে উত্তরোত্তর অধম যোনিলাভই ঘটিবে। ভগবৎসম্বন্ধ প্রবল না হইলে বদ্ধজীব কখনও আপনাকে ভাগবত বলিয়া জানিতে পারেন না। জীব নিজের বাহ্য আবরণ ও আভ্যন্তরীণ আবরণে আবৃত হইয়া জড়েন্দ্রিয় তাৎপর্য্য বিশিষ্ট হন। সেকালে তাঁহাকে ভাগবত বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে গেলে রাসভের গলদেশে তুলসী মালিকা ও ললাট দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র অঙ্কিত করার ন্যায় অশোভনীয়। শ্রীমদ্ভাগবত কখনও তাদৃশ ব্যক্তিকে অধিকার প্রদান করেন না। অনধিকারী জানিয়া তাহাকে কেবল প্রাকৃত সংজ্ঞা প্রদান করেন। পরে যখন তিনি অর্চ্চায় অপ্রাকৃত বিশ্বাস সহকারে হরিপূজায় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, এবং ভক্ত ও অভক্ত নির্দ্দেশ করিতে অসমর্থ হন, তখন তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলা হয়। ক্রমোন্নতিবলে ভগবদ্ভক্তের সহিত

করিতে অসৎসঙ্গ বর্জ্জন করেন অর্থাৎ হরিবিমুখপ্রতীতি হইতে অবসর লাভ করেন, সেইকালে ভাগবত মধ্যমাধিকার লাভ করেন। আর অনুক্ষণ ভজনপ্রভাবে সর্ব্ব জীবে কাষ্ণ-প্রতীতি, গুণময় প্রতীতির পরিবর্ত্তে সেবোপকরণ প্রতীতি ও নিরন্তর সেব্যসেবক প্রতীতি প্রবলা হইলেই তাঁহার মহাভাগবত সংজ্ঞা হয়।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন।

পূর্ব্বভাষ।

বাঙ্গালা দেশে হিন্দু আর্য্যজাতির আবালবৃদ্ধ-বণিতা অনেকেই রঘুনন্দনের নাম শুনিয়াছেন। যাঁহারা শুনেন নাই, তাঁহারা রঘুনন্দন কে, জানিবার জন্য স্বাভাবিক কৌতূহলবিশিষ্ট হন। রঘুনন্দনের পরিচয় এক কথায় দিতে হইলে তিনি বঙ্গদেশীয় প্রধান স্মার্ত্ত বলিলেই হয়।

স্মার্ত্ত বলিলে স্মৃতিবিৎকেই বুঝায়; সুতরাং, স্মৃতি কাহাকে বলে, এরূপ প্রশ্ন স্বাভাবিক। অবরোহ-পন্থায় সত্য বস্তু পরব্যোমপতি হইতে ব্রহ্মার হৃদ্দেশে প্রকটিত হইয়াছিলেন। ব্রহ্মা হইতে নারদ, এবং নারদ হইতে ব্যাস তাহা প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা নারদের নিকট সত্যস্বরূপ কীর্ত্তন করেন; নারদ তাহা ব্যাসের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ব্যাস হইতেই বৈয়াসিক সম্প্রদায়ে সেই সত্য বস্তু অবরোহ-পথে সৎসাম্প্রদায়িকের হস্তগত হইয়াছে। ব্রহ্মা হইতে শৌক্র পারম্পর্য্যক্রমে চ্যুতগোত্রীয় ঋষিকুল উৎপত্তিলাভ করে। অচ্যুতকুলের ন্যায় ঋষিকুলের পন্থা অবরোহ-ধারায় আগত হইবার পরিবর্ত্তে বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত হইয়া আরোহ-পন্থা অবলম্বিত হইয়াছে। ঋষিকুল ও তদধীন বর্ণত্রয় নিজ নিজ জড়েন্দ্রিয় জ্ঞানকে নিজ্ঞানফল জানিয়া প্রত্যক্ষ ও

অনুমানাদি আবাহনপূর্ব্বক আম্নায় পারম্পর্য্য বা অবরোহ-পথকে কণ্টকিত করিয়াছেন। অবরোহ-পথের পথিক যেরূপ নিত্য সত্যের অধিকারী, সেই অবিসম্বাদিত সত্যে উপনীত হইতে বাহ্য আরোহ-পথ স্বীকার করায় সত্যের মর্য্যাদা বিপন্ন করিতে আরোহ-পথের পথিক ব্যগ্র হইয়াছেন। তৎফলে তিনি মুখে অপৌরুষেয় শ্রুতিকে বিশ্বাস করেন বলিয়া অভিমান করিলেও প্রকৃতপক্ষে শ্রুতির অমর্য্যাদাই তাঁহাদের অন্তর্নিহিত চেষ্টা—ইহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। ঋষিকুল যে স্থলে শ্রুতিলঙ্ঘন করিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যাবাদের আবাহন করেন সেই কালে পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ উপলব্ধির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। আরোহ-পথের এক ঋষি অপর ঋষিকে আক্রমণ করেন এবং পরস্পরের মধ্যে মতভেদ-স্থাপনে ব্যাকুল হন। অবরোহ-পথে সেরূপ দৌরাত্ম্য বা অসুবিধা নাই। যে কিছু বিচিত্রতা পরিদৃষ্ট হয়। তদ্দ্বারার্থ অদ্বয়জ্ঞানের সেবা হইয়া যায় মাত্র—তদ্দ্বারা আত্মম্ভরিতা বা ঈশবৈমুখ্য সংগৃহীত হয় না। সদ্‌গুরুমুখনিঃসৃত বাক্য শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র নহে। উহা শাস্ত্রেরই অনুকূল পরিপুষ্টি মাত্র। সত্যগ্রহণে যে অনুকূল আরোহ-পন্থা স্বীকৃত হয়, তাহা অবরোহ প্রথার অনুবর্ত্তী মাত্র। কিন্তু যেস্থলে অবরোহ-পথের অবহেলন পরিদৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা অদ্বয় জ্ঞান ন্যূনাধিক বিমর্দ্দিত হয় মাত্র। যেখানে শ্রীগুরুদেবের গৌরব হ্রাস হইয়াছে সেখানে গুর্ব্ববজ্ঞারূপ আরোহপথ ভ্রমপ্রমাদাদি পুষ্ট আত্মম্ভরিতাময় বিবর্ত্তবাদ বিবেক নামক একটি বৃত্তি কল্পনা করিয়াছে মাত্র। কিন্তু, তাদৃশ আময়গ্রস্ত অবস্থায় উদ্দিষ্ট বিবেক পরবর্ত্তী কালে উচ্ছৃঙ্খলতার আকর ভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

বেদপুরুষকে যেকালে গুর্ব্ববজ্ঞাকারী নিজ কুচেষ্টায় দর্শন করেন, সেইকালে দৃশ্যবস্তুজ্ঞানে নানা মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু অবরোহপথাবলম্বী ঋষি নিজ বাহ্য চ্যুত গোত্রাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইলে যে সাম গান করেন তাহা শ্রুত হইতে পৃথক নহে। কিন্তু শৌক্র বর্ণাভিমান

গ্রন্থে স্থূলশারীরজ্ঞান প্রবল হইলে গুরুমুখনিঃসৃত বাণীর শ্রবণ-যোগ্যতার অভাব হয়। প্রাকৃত অভিমান দমন পূর্ব্বক যে কালে ঋষিকুল বেদাধ্যয়নের জন্য গুরুকুলে বাস করেন সেই কালে তিনি শ্রুতিঅধ্যয়নে বা শ্রবণবিষয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হন। শ্রুতবিষয়ের ধারণাই স্মৃতি অর্থাৎ অবরোহপথে গুরুকুল হইতে শ্রুতবিষয় হৃদয়ে ধারণা করিয়া তাহা আচরণ করাই স্মৃতির অনুষ্ঠান। আমাদের রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরোহপথের পথিকের জন্য যাহা স্মৃতি বলিয়া প্রচার করিয়াছেন তাহা পারমার্থিকগণের আদরণীয় বিষয় নহে। লৌকিক বা সামাজিক স্মৃতি লোকরঞ্জনে সমর্থ ও লৌকিক মঙ্গলবিধানে উচ্চ স্থান অধিকার করে কিন্তু অবরোহপথের পথিককে তাঁহার উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট করাইয়া অধঃপাতিত করে। স্মৃতিশাস্ত্র নিপুণ স্মার্ত্ত যখন আরোহপথ অবলম্বন পূর্ব্বক পরমার্থে বাধা দিবার জন্য আচার প্রণালীর যোগে সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন সেই কালে তাঁহার পরমার্থ বিরোধ ব্যতীত অন্য কোন চেষ্টাই পারমার্থিকগণ লক্ষ্য করেন না। পারমার্থিকগণের স্মৃতি ও নিজ ভোগতাৎপর্য্যপর কর্ম্মিগণের স্মৃতি এক প্রকার নহে। স্মৃতিশাস্ত্রকে অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্রের ধারণাকে স্মার্ত্ত ও পরমার্থী বিভিন্ন পর্য্যায়ে স্থাপন করেন।

পরমার্থী বলেন—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

অর্থাৎ ভক্তিপথের পথিক যাহা কিছু লৌকিক ও বৈদিক অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন সকল গুলিই হরিভক্তির উদ্দেশে। আর অভক্ত সম্প্রদায় হরিসেবা রহিত হইয়া যে কর্ম্মজ্ঞান ও অন্যাভিলাষের আবাহন করেন তদ্দ্বারা হরিসেবা উদ্দিষ্ট না হইয়া নিজ হরিবিমুখ ভোগতাৎপর্য্যপরতা ফুটিয়া বাহির হয়। ভগবদ্বিমুখবাক্যে যাঁহাদের নিত্যকালের যোগ্যতা উপস্থিত হইয়াছে তাহারাই লৌকিক বা বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে হরিসেবার মর্য্যাদা গ্রহণ করিতে

অসমর্থ। তাদৃশ স্মার্ত্তগণ বলেন ভক্তিপথের পথিকগণের সহিত তাঁহাদের মত-ভেদ আছে। সামান্য স্মৃতি ও পারমার্থিক বিশেষ স্মৃতির মধ্যে স্বরূপতঃ ভেদ আছে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে তাহাদের মধ্যে একটা সমন্বয় করিবার উৎকট পিপাসা উদিত হইতে পারে কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে বিষয়টির মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রত্যেক সুধী ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে, তাদৃশ সমন্বয়-প্রয়াস অদ্বয়জ্ঞানোপাসনার অন্তরায় মাত্র। সাধারণতঃ লৌকিক জ্ঞানে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব বর্ত্তমান। শ্রুতিশাস্ত্র তাহার অতীত। শ্রুতির অনুগত স্মৃতিশাস্ত্রও তাহার অতীত হওয়া উচিত। সাধারণ জড়ভোগপর প্রতীতি জীবের কর্ম্মফলোচিত কর্ম্মভূমিতে অবস্থিত। পারমার্থিকের ভূমিকা নিজভোগপর কর্ম্মভূমি নহে। সুতরাং গুরুমুখশ্রুত বেদ বা বেদের ধারণা স্মৃতি লৌকিক এক নহে। দেশভেদে কালভেদে অসংখ্য পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী স্মার্ত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জীবের পারমার্থিক প্রতীতি না হওয়া পর্য্যন্ত লৌকিক স্মার্ত্তকে এবং আরোহপথিক হরিসেবা বিহীন স্মার্ত্তকে শ্রুতিশাস্ত্রের অনুগত মনে করে কিন্তু প্রকৃতির অতীত রাজ্যের ভূমিকায় অর্থাৎ ভক্তিরাজ্যে বিভিন্ন দেশীয় ও বিভিন্ন সময়ে জাত স্মার্ত্তগণের চেষ্টা সমূহ হরিসেবার প্রতিকূলবোধে তাদৃশ কর্ম্মীদিগকে নিত্যকালের জন্য বিদায় দিয়া পারমার্থিক স্মৃতির অনুগমন করে।

আমাদের বঙ্গদেশীয় রঘুনন্দন নিজ প্রতিভাবলে যে স্মৃতি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গদেশের নানা স্থানে প্রচার করিয়াছেন তাহার আনুগত্যে হরিসেবাবিরোধী সমাজ চলিতেছে। আবার মৌখিক হরিপরায়ণগণ কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার উদ্দেশেও সেই রঘুনন্দনের বৈষ্ণব বিরোধী স্মৃতিশাস্ত্রের অনুগমন করিয়া তাঁহাদের পারমার্থিক প্রবৃত্তির সমূলে বিনাশ সাধন করিতেছেন। গৃহস্থ সজ্জায় নানা প্রকার কামনা আবাহন পূর্ব্বক স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের

পারমার্থিক সমাজ আপনাদিগকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিলেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশমতে সংগৃহীত শ্রীহরিভক্তিবিলাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবার কোন প্রয়াসই করেন নাই। যেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইচ্ছার প্রতিকূলে স্মার্ত্তের মত পাইয়াছেন তাহাই অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ সঞ্চয় করিতেছেন—নিত্যসত্যের সর্ব্বতোভাবে উৎসাদন করিতেছেন—কৃষ্ণভক্তির পথ নিত্যকালের জন্য অবরুদ্ধ করিতেছেন।

রঘুনন্দনের স্থান বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে বহু উচ্চে অবস্থিত হইলেও পারমার্থিকের দৃষ্টিতে তাদৃশ উচ্চতা প্রাকৃতভূমিতেই অবস্থিত। রঘুনন্দন ও তদনুগ স্মার্ত্তগণ বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কালে উৎপত্তি লাভ করিয়া যে পরমার্থ ধর্ম্মের প্রতি দৌরাত্ম্য করিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পারমার্থিকগণ স্মার্ত্তগণের লৌকিক সম্মান, মর্য্যাদা প্রভৃতিতে মুগ্ধ হইয়া আত্মহত্যা করিতে পারেন না। তজ্জন্য তাঁহারা বঙ্গীয় হিন্দু সমাজের নিকট বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট, এই সকল কথা বিনীত ভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের এই সামাজিক দুর্দ্দিনে তাঁহাদের অভীপ্সিত ভজনীয় বৃত্তি স্মার্ত্তগণের দ্বারা এরূপ উপদ্রুত ও অত্যাচারিত হইতেছে দেখিয়া তাঁহাদের মর্ম্মস্থল নিশ্চয়ই বিকম্পিত হইবে। ক্রমশঃ তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে শ্রীগৌরসুন্দর-প্রচারিত অমল বৈষ্ণব ধর্ম্ম আজ স্মার্ত্তপাশবদ্ধ হইয়া ঈশবৈমুখ্য বর্দ্ধন করিতেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের উল্লঙ্ঘন হইবে ভাবিয়া পরমার্থের জলাঞ্জলি দিও না। রঘুনন্দনের নিকট সুপরিচিত হইয়া তাঁহার নিকট হইতে নিত্যকালের জন্য বিদায় গ্রহণ কর।

ব্রহ্মসূত্র।

অবলম্বনের অপর নাম সূত্র। সুবৃহৎ বস্তুর নাম ব্রহ্ম। সুক্ষুদ্র পরমাণু হইতে ভূমা পর্য্যন্ত সকলের পালক বলিয়া বৃংহণধর্ম্মপ্রভাবে তিনি ব্রহ্ম।

যে অবলম্বন গ্রহণ করিয়া সেই পরব্রহ্ম বাসুদেবের পালন বৃত্তির পাল্য হওয়া যায় তাহাই ব্রহ্মসূত্র। ব্রহ্মসূত্রকে কর্ম্মিগণ যজ্ঞসূত্র বলেন কিন্তু কর্ম্মপারঙ্গত ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মসূত্র শব্দে শ্রীব্যাস রচিত বেদান্ত বা ব্রহ্মসূত্র বলেন।

বেদমন্ত্রসকল যে মূর্ত্তগ্রন্থে গ্রথিত হইয়াছেন তাহাই ব্রহ্মসূত্র। তাহাতে প্রাকৃত ধারণার অন্তর্গত ব্রহ্মবস্তুকে প্রকৃতি-প্রসূত বলা হয় নাই। ভারতীয় মনীষিবৃন্দ অনেকে প্রত্যক্ষবাদী, কেহ কেহ প্রত্যক্ষানুমানবাদী, কিন্তু দেবর্ষির কৃপাপাত্র শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস অপর ঋষিকুলের সহিত মতভেদ প্রদর্শন করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য আম্নায়পারম্পর্য্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্রে স্বসম্প্রদায় স্থাপন করিলেও যাঁহারা নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন নাই তাঁহাদের ধারণায় বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের আদর নাই। মহাত্মা জৈমিনি প্রাকৃত রাজ্যে কর্ম্মবীরদিগের যে পন্থা বেদশাস্ত্র মন্থন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাই পূর্ব্ব-মীমাংসা বা কর্ম্মবাদ; আর শ্রীব্যাসদেব যে মীমাংসাগ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা নৈষ্কর্ম্ম্যমার্গ বা জড়ভোগপরতা রহিত অপ্রাকৃত। জৈমিনি বদ্ধজীবের অপব্যবহৃত কর্ত্তৃত্বই ফলভোগের কারণ রূপে নির্ণয় করেন। প্রাকৃতরাজ্যে ফলভোগই জীবের নিত্য প্রয়োজনরূপে সুদৃঢ়ভাবে নির্ণীত হইলেও শ্রীব্যাস উত্তর মীমাংসায় তাদৃশ প্রাকৃত ভাব পোষণ করেন নাই। তিনি ব্রহ্মসূত্রে কর্ম্মবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, হেতুবাদ, পরমাণুবাদ ও কৈবল্য যোগবাদ স্বীকার করেন নাই। বৈয়াসিক সম্প্রদায়ে বোধায়ন, ঔড়ুলোমী প্রভৃতি ঋষিগণ বিবর্ত্তবাদ আশ্রয়ে ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত, এরূপ স্বীকার করেন না। ব্রহ্মসূত্রের বিভিন্ন মত-

বাদ যাহাতে ব্রহ্মসূত্র বিধ্বংস করিতে না পারে এজন্য শ্রীব্যাসদেব বৈয়াসিক সম্প্রদায়ের কল্যাণকামনায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেন; উহা অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম এবং বর্ণাশ্রমাতীত পরমহংসগণের পরমোপযোগী বেদান্ত গ্রন্থ। প্রাকৃতবিচারে নৈষ্কর্ম্মবাদের আবাহন করিতে গিয়া একদণ্ডিদলে ব্রহ্মসূত্রকে প্রাকৃত যজ্ঞসূত্রজ্ঞানে প্রব্রজ্যা গ্রহণসময়ে পরিহার করা হয় কিন্তু ত্রিদণ্ডী অপ্রাকৃত যজ্ঞসূত্র ব্রহ্মসূত্রজ্ঞানে বৈয়াসিক সম্প্রদায়, বর্ণাশ্রমে অবস্থানকালে কখনও তাহা পরিত্যাগ করেন না। পরম-হংস অবস্থায় ত্রিগ্রন্থি বা ত্রিদণ্ডিসূত্র বাহ্য লোক-নয়নে দৃগ্‌গোচর হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ-প্রব্রজ্যাশ্রমে বেদশিখা ও ব্রহ্মসূত্র পরিহারের ব্যবস্থা করেন নাই। শ্রীব্যাসদেব বিবর্ত্তবাদী বা নির্ব্বিশেষবাদী ছিলেন না। তিনি সবিশেষ ব্রহ্মের কথা—চিদ্বিলাসময় ব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীব্যাসদেব বিবর্ত্তবাদী ছিলেন, প্রকৃতিবাদী ছিলেন এরূপ কথা বৈয়াসিক সম্প্রদায়ে আদৌ স্বীকৃত হয় নাই। আরোহপন্থীগণ বিষ্ণুর অবরোহ সাধুমার্গ ধারণা করিতে অসমর্থ সুতরাং তাঁহারা তাহাদের গুরুস্থানীয় শ্রীব্যাসদেব তাহা-দের কল্পনাময় বিচারে শক্তিপরিণামবাদ স্বীকার করিলে ভ্রান্ত হইবেন এই আশঙ্কায় শ্রীব্যাসদেবকে বিবর্ত্তবাদী করিয়া তুলিতে চান। প্রব্রজ্যাকালে ব্রহ্মসূত্র পরিত্যাগ না করিয়া ব্রহ্মসূত্রে কামনাময় প্রাকৃত বোধ পরিহার করাই ত্রিদণ্ডের অন্তর্গত মনোদণ্ড। ব্রহ্মজ্ঞ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ পরিত্যাগ করিলেই প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদী শাক্যের মতের সহিত মিলিয়া যান পরন্তু বৈয়াসিক সম্প্রদায় আপনাদিগকে জীব-শক্তি পরিণতস্বরূপ বলিয়া ব্রহ্মের বিক্ষেপাত্মিকা আবরণী শক্তিকে পরিহার করেন মাত্র। তাহাও আবার যোগমায়া বলে অপ্রাকৃত লীলা বিলাসে প্রবিষ্ট হইয়া মায়া কবলিত ভোগময়ী বুদ্ধিকে দুঃসঙ্গজ্ঞানে সকল সময় পরি-

ব্রহ্মসূত্রধারীর ব্রাহ্মণতা ত্রিবিধ। প্রাকৃত ভোগপরায়ণ কর্ম্মী সম্প্রদায়ে প্রাকৃত ধারণা বিশিষ্ট ব্রাহ্মণতা, প্রাকৃত ধারণা ও ফলভোগ রহিত হইয়া পঞ্চোপাসনা-মূলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে নির্ভিন্ন মানস চিদ্বিলাস হীন বজ্রসূচি-কোপনিষদ্ উদ্দিষ্ট ব্রাহ্মণতা এবং সামবেদীয় কৌথুমী শাখা বর্ণিত অথবা ছান্দোগ্য প্রদর্শিত শ্রীমদ্ভাগবতমতসংবর্দ্ধিত আত্মবৃত্তিমূলে ব্রাহ্মণতা। শ্রীমন্মহাভারতে এই ত্রিবিধ ব্রাহ্মণতার সংখ্যাতীত প্রকৃষ্ট উদাহরণ সমূহ বিষদভাবে বর্ণিত আছে। সাত্ত্বত পুরাণ সমূহ ও এই কথার বিশিষ্ট প্রমাণ দিতেছে। প্রাকৃত কর্ম্ম ব্রাহ্মণতা একেবারে উৎসাদিত না হইলেও জ্ঞানী সম্প্রদায়ে ও ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে দুই প্রকার শুদ্ধ ব্রাহ্মণতা সৃষ্টি প্রারম্ভ হইতেই চলিতেছে ও সৃষ্টির অন্ত পর্য্যন্ত চলিবে। যে ব্রাহ্মণতা অবলম্বন করিয়া কর্ম্মিগণ প্রাকৃত শৌক্রগুণময় ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রহ্মানুসন্ধান রহিত হই-তেছেন, যে ব্রাহ্মণতা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন জ্ঞানে নির্ব্বিশেষ জ্ঞান পোষণ করিতেছে ও আপনাদিগের প্রাকৃতাপ্রকৃত ধারণা বৃদ্ধি করিতেছে সেই প্রাকৃত বা মিশ্র ব্রাহ্মণতার সহিত বৃত্ত-ব্রাহ্মণতা বা নির্ম্মল আত্মার স্বরূপানু-ভবাত্মক অপ্রাকৃত-রাজ্যে অবস্থান, প্রাকৃত দর্শনে বিভিন্ন বোধ হইতে পারে কিন্তু স্বরূপতঃ উহা অভিন্ন। প্রাকৃত ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃত ব্রহ্মসূত্রধারী, মিশ্র ব্রাহ্মণগণ প্রাকৃতপ্রাকৃত ব্রহ্মসূত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগণ অপ্রাকৃত ব্রহ্মসূত্র ধারণ করেন তাহাতে কর্ম্মজাড্য বা মায়াবাদ নাই। প্রাকৃতদৃষ্টিতে ভক্তের পারমহংস্য বেশে ব্রহ্মসূত্র নাই দেখিয়া ব্রহ্মসূত্র-বিদ্বেষী প্রাকৃত সূত্রধারিগণ তাঁহাকে ব্রাত্যদ্বিজ জ্ঞান করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা তাঁহাদের বিবর্ত্ত মাত্র। বিষ্ণুমন্ত্রে অদীক্ষিতগণ ব্রহ্মসূত্র হীন বা প্রাকৃত ব্রহ্মসূত্র যুক্ত। দীক্ষিত হইবার পর যাঁহারা সিদ্ধিক্রমে পারমহংস্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত অদীক্ষিতগণ সম্বন্ধজ্ঞানাভাবে সমজ্ঞান

বলিয়া প্রকাশ করেন কিন্তু শাস্ত্র তাহা বলেন না। বৈদিকী, পৌরাণিকী ও পাঞ্চরাত্রিকী ত্রিবিধ দীক্ষানুষ্ঠানেই ব্রহ্মসূত্র গ্রহণের পন্থা দীক্ষাবিধির অঙ্গ বলিয়া নিরূপিত আছে। বৈদিকী দীক্ষায় উহা প্রাগনুষ্ঠান মাত্র। পৌরাণিকী দীক্ষায় উহা দীক্ষাকালেরই অনুষ্ঠান বিশেষ এবং পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় উহা দীক্ষার নিত্য অনুসরণীয় অনুষ্ঠান। সুতরাং দীক্ষিত ব্যক্তি কখনই অদীক্ষিতের বেশ গ্রহণ করেন না।

কলিকালে বিচার রহিত হইয়া নিম্নাধিকারি বৈষ্ণব পরিচয়াকাঙ্ক্ষী যে পরমহংস বেশ গ্রহণ করিতে গিয়া বর্ণ ও আশ্রম চিহ্ন ত্যাগ করেন তাহা পরমহংসতালাভ বা বৈষ্ণব হইবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য নহে এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ বলিয়াছেন যে কলিকালে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষা লাভের পরও দৈক্ষ্যসাবিত্র্যাব্রাহ্মণগণ মৌঞ্জিবন্ধন না করিয়া ব্রাত্য দ্বিজ হইবেন। কলিকালে ব্রাত্যদ্বিজ বা শূদ্র বৈষ্ণবপরিচয়াকাঙ্ক্ষী অপরমহংস অবৈষ্ণবগণ অদীক্ষিতের বেশে শূদ্র হইবেন। শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় প্রতিগ্রহ বা দান গ্রহণ করিবেন। তপোবেশকে জীবিকোপায় নির্দ্ধারণে শূদ্র হইয়া প্রতিগ্রহ করা কলির ধর্ম্ম। তাদৃশ অধর্ম্মজ্ঞগণ ধর্ম্মবক্তা হইবেন এবং পরমহংসের আসন গ্রহণ করিয়া ব্রাত্যদ্বিজের বেশে তপস্বীবেশে শুক্ল কৌপীন বহির্ব্বাস ও শূদ্র চিহ্নসমূহ ধারণ পূর্ব্বক গুরু সাজিবেন। ভাগবতের বিরোধিদল যাহাতে ব্রহ্মসূত্রের আদর করেন তাহাই ভাগবত ধর্ম্ম প্রচারের আদিম নিদর্শন। পরে তাদৃশ মুক্তাভিমানিগণও বৈষ্ণব বা পরমার্থী হইতে পারিবেন।

শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ।
শ্রীচৈতন্য মঠ।

ভক্তিসোপান

ভক্তি বলিতে কি বুঝি ? ধাতুগত অর্থ হইতে ভক্তির অর্থ সেবা। সেবা বলিলেই তিনটী তত্ত্ব স্বতঃই হৃদয়ে স্ফুর্ত্তিলাভ করে,—সেবা, সেবক ও তন্মাধ্যবর্ত্তি-কৃত্য সেবা। সেব্যতত্ত্বে আমরা তিনটী বিষয় লক্ষ্য করি, ঈশ্বর, জীব ও জড়। এতন্মধ্যে ঈশ্বর সেবাই সুষ্ঠু ভক্তি। বদ্ধ জীবসেবা আবার মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, পুত্রস্নেহ, জীবে দয়া প্রভৃতি নামে পরিচিত হইয়া থাকে। আর জড়সেবা প্রধানতঃ স্বীয় ইন্দ্রিয় সেবাতেই পর্য্যবসিত। জীবের স্বরূপধর্ম্মে সেবাধর্ম্ম নিত্যকাল অনুস্যূত আছে, তাহার পরিত্যাগে জীব অসমর্থ। জীব যতই স্বরূপ উল্লঙ্ঘনের যত্ন করুক না কেন, যতই সেবা ছাড়িয়া সেব্য হইতে সঙ্কল্প করুক না' কেন, যতই স্বরূপগত স্বীয় স্বাতন্ত্র্যের অপব্যবহার করিয়া সেবাকে নিরানন্দাগার বলিয়া মনে করুক না কেন সেবা ব্যতীত তাহার উপায়ান্তর নাই। অন্য আনন্দ নাই যতই তাহার সেবা পরিত্যাগে সঙ্কল্প বর্দ্ধমান হইবে ততই সে নিকৃষ্ট-সেবার কবলে পতিত হইয়া স্বরূপগত সুষ্ঠুসেবা হইতে দূরে নিক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে, কিন্তু সেবা-যুক্ত হওয়া তাহার কখনও ঘটিয়া উঠিবে না। সে নিজেকে সেব্যজ্ঞানে বা সেব্যসেবক-ব্যতিরিক্ত নিরঞ্জনজ্ঞানে অজ্ঞতাপ্রযুক্ত অজ্ঞাতভাবে জড়ে সেবক হইয়া পড়িবে, ইন্দ্রিয়সেবক থাকিয়া আনন্দভ্রমে নিরানন্দ আবাহন করিবে। ইন্দ্রিয়গ্রামকে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। স্থূলদেহের পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া দশেন্দ্রিয় ও সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহের ইন্দ্রিয় মন। ইন্দ্রিয় সেবাতে মনেরই কর্ত্তৃত্ব। মন স্থূলেন্দ্রিয় সহযোগে ও সেবা গ্রহণ করিতে পারে অথবা স্থূলেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় সূক্ষ্মবৃত্তিস্থ থাকিয়াও সেবিত হইবার যোগ্যতা-ধারণ করে। স্থূলেন্দ্রিয়ের

সূক্ষ্মেন্দ্রিয় সেবকগণ ত্যাগবাদী বা মোক্ষকামী বলিয়া অভিহিত। এই উভয় শ্রেণীর ইন্দ্রিয় সেবির দল সময়ে স্বাভীপ্সিত ফলপ্রাপ্তি সুগম করিবার জন্য কখনও কখনও সেবাভাস আবাহন করে, তাহা বস্তুতঃ সেবাবুদ্ধি-প্রণোদিত নহে, স্বীয় আরোপিত সেব্যত্বের পরিপুষ্টি জন্য সেরূপ করিয়া থাকে। ভোগকামী বা তন্নামান্তর কর্ম্মিগণ স্ব স্ব স্থূলেন্দ্রিয়ের ভোগলিপ্সা চরিতার্থতা মানসে কর্ম্মফলপ্রদাতা নানা দেবদেবীর উপাসনা, ভোগ বর্দ্ধন-যোগ্য পুণ্যার্জ্জন মানসে পূজ্যব্যক্তিগণের বা অন্য কোন জীবের সেবা। স্বীকার করিয়া থাকে—আমরা অনেক স্থলেই তাহা ভক্তি বলিয়া জানি। কিন্তু আমাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে যে তাহা কখনও সুষ্ঠু ঈশ্বর ভক্তি নহে বা তন্মূলক জীব-সেবা বা জীবে দয়া নহে। তাহা কেবল স্বীয় অপকৃষ্ট জড়ীয় স্বার্থসিদ্ধিপরতা। এরূপ সেবাকে যেন আমরা আমাদের স্বরূপ ধর্ম্ম ভক্তির সহিত এক করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত না হই। তাহা করিলে আমরা আনন্দ স্থলে কেবল নিরানন্দই আবাহন করিতে থাকিব। জীব কেবল স্বরূপাবস্থাতেই বিশুদ্ধ আনন্দের সন্ধান পায়। আচ্ছাদিত স্বরূপের আনন্দ কোথায়? জীবের স্বরূপে নিত্য ঈশ্বর সেবা ও নিত্য স্বাতন্ত্র সমঞ্জস-ভাবে বর্ত্তমান, সে সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিলে তাহার প্রাপ্তব্য আনন্দের ও ব্যাঘাত ঘটিবে ইহা ত' স্বতঃ সিদ্ধ কথা।

জড়কর্ম্মীর ভক্তির আবাহন যেমন প্রকৃষ্ট সেবা বুদ্ধি নহে মোক্ষকামী জ্ঞানীরও সেইরূপ ভক্তির আবাহন। সে ত' মূলে ঈশ্বরের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে বিমুখ, নিজেই ব্রহ্ম, তবে তাহার চিত্ত নির্ম্মলতার জন্য "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" (পঞ্চদশী) করিয়া কিছু কাল ভক্তি অভিনয় করিবে মাত্র। এই উভয়বিধ ভক্তিই 'ভক্তি' পদ-বাচ্য নহে, তবে ভাষান্তরাভাব নিমিত্ত তাহাকেও ভক্তি বলা হইয়া থাকে।

হয় এবং ভক্তির অভিনয়কে বিদ্ধা বা মিশ্রা ভক্তি বলা হয়। শ্রীসজ্জন তোষণী পত্রিকা শুদ্ধভক্তিপরা। সুতরাং এই প্রবন্ধে বিদ্ধা ভক্তির কথা কিছু বলা হইবে না। এই প্রবন্ধে পরে ভক্তি বলিলেই শুদ্ধভক্তি বুঝিতে হইবে। সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্ব্বক এইটুকু স্মরণ রাখিয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত প্রবন্ধের অনুশীলন করিবেন।

শুদ্ধভক্তির মূলে সম্বন্ধ জ্ঞান। সম্বন্ধ-জ্ঞানরহিত যে ভক্তির ক্রিয়া, তাহা প্রাণহীন দেহের বিভূষণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াও পরিত্যাজ্য, উহার কোন উপযোগিতা নাই। বরং ক্রমে পূতিগন্ধে দশদিক্ ভরপূর করিবে। ভক্তি সেবা, কাহার সেবা ?—যদি তাহাই স্থিরীকৃত না হইল, তবে কি আসমানে সেবা চলিবে ? তুমি কাহার সেবক গো ? না, আমি তা জানিনা, সেবা করিতেছি। এরূপ সেবা বাতুলতা মাত্র। সেবার পূর্ব্বেই সেব্যতত্ত্ব নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। যদি সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের উপর স্বতন্ত্র ঈশ্বর না মান, যদি সর্ব্বশক্তিমান্ চিদ্বিগ্রহাভিন্ন সবিশেষ ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া নিজেকেই তৎস্থানাধিষ্ঠিত করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমার ভক্তির স্থান কোথায় ? কাযে যা দেখাও সব বুজরুকি, বুদ্ধিমান্ জন তোমার ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন, তোমার মনে মুখে লোকো-চুরি তাঁহার কাছে টিকিবে না। ভক্তি করিতে গেলেই ভজনীয় তত্ত্ব প্রথমে নিরূপিত হওয়া আবশ্যক। তাহা নিরূপিত হইলেই সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন, (এম্ এ, বি এল্)

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

১। আচার ও আচার্য্য। মূল্য ।৵০

২। সাধন পথ। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীউপদেশামৃত শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ শ্রীশিক্ষাষ্টক, এবং প্রাকৃত রসশতদূষণী। মূল্য ।৵০

৩। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৵০।

৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলার মহাকাব্য মূল্য ৮০।

৫। পদ্মপুরাণ। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৭। সৎক্রিয়াসারদীপিকা। সংস্কার দীপিকা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি সংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০।

৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত মূল্য ॥৵০।

৯। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ।৹

১০। বৈষ্ণব-মঞ্জুষার সমাহৃতি। প্রথম সংখ্যা ৮৵০।

১১। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত মূল্য ॥৵০।

১২। শরণাগতি। কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী মূল্য ৶০।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৮০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর কৃত ভাগবত সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲

১৬। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য। মূল্য ৶০।

১৭। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ। মূল্য ।০।

১৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কৃত মূল) তত্ত্বভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ৬৲ টাকা। বাঁধা ৭॥ টাকা

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

১। আচার ও আচার্য্য। মূল্য ।৵০

২। সাধন পথ। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীউপদেশামৃত শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ শ্রীশিক্ষাষ্টক, এবং প্রাকৃত রসশতদূষণী। মূল্য ।৵০

৩। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৵০।

৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব কবি বিরচিত গৌরলীলার মহাকাব্য মূল্য ৸০।

৫। পদ্মপুরাণ। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু সম্পাদিত (সমগ্রমূল সপ্তখণ্ডাত্মক) মূল্য ৭৲।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৭। সৎক্রিয়াসারদীপিকা। সংস্কার দীপিকা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি সংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০।

৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত মূল্য ॥৵০।

৯। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ।০

১০। বৈষ্ণব-মঞ্জুষার সমাহৃতি। প্রথম সংখ্যা ৸৶০।

১১। ভজন রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত মূল্য ॥৵০।

১২। শরণাগতি। কল্যাণকল্পতরু ও গীতাবলী মূল্য ৶০।

১৩। হরিনাম চিন্তামণি। নাম ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা ইহাতে যেমন আছে জগতে আর কোথাও নাই। মূল্য ২৲ ভাল কাগজে, সাধারণ ১।০।

১৫। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর কৃত ভাগবত সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ-অভিধেয় ও প্রয়োজন বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲

১৬। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য। মূল্য ৶০।

১৭। শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ। মূল্য ।০।

১৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামী কৃত মূল) তথ্যভাষ্য ও অনুভাষ্য সূচীপত্রাদি সহ ৬৲ টাকা। বাঁধা ৭॥ টাকা

বৈষ্ণব মঞ্জুষা সমাহৃতি।

পরিচয়ঃ—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম তথা ঐহিক ও পারত্রিক সমাজ সম্বন্ধে যাবতীয় অনুদ্ঘাটিত ও প্রচলিত প্রশ্নের সদুত্তর সম্বলিত।

সার্ব্বভৌমিক কোষ গ্রন্থ—অভিধান।

বিষয়ঃ—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ।

২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র।

৩। বিষ্ণু বৈষ্ণব সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ।

৪। শ্রীধাম, শ্রীপাট, তীর্থ ও স্থানাদির বিবরণ।

৫। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ।

৬। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য।

সম্পাদকঃ—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজ এবং তৎসহ বহু কৃতবিদ্য নিরপেক্ষ ভক্তগণ।

প্রকাশ প্রণালীঃ—সমাহৃত বিষয়সমূহ বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণানুক্রমে অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে মুদ্রিত হইতেছে। দ্বিতীয় সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

সাহায্যঃ—সঙ্কলন কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কাশিমবাজারাধিপতি বদান্যবর বৈষ্ণব মহারাজ বাহাদুর সাহায্য করিতেছেন।

গ্রাহক ও গ্রহণ প্রণালীঃ—সমাহৃতির গ্রাহক হইতে হইলে অগ্রিম পাঁচ বা দশ টাকা জমা রাখিলে যে সংখ্যার যে মূল্য নিরূপিত হয় তাহার মূল্যবাদে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহকের হিসাবে জমা থাকিবে এবং সমাহৃতির সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। অগ্রিম জমার টাকা নিঃশেষিত হইলে কতক টাকা পুনরায় জমা রাখিতে হইবে।

প্রকাশকঃ—শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ
শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোড, কলিকাতা।

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

১। বেদান্ত-কল্পদ্রুমঃ—যাবতীয় প্রচলিত ভাষ্য ও টীকা সহিত বঙ্গভাষার ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ বেদান্ত-দর্শন।

২। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমঃ—বিভিন্ন প্রকরণ সহ মৌলিক আকর মূলে ভক্তির স্মৃতিপ্রবন্ধ।

৩। শ্রীমদ্ভাগবতম্ঃ—অন্বয় ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা ও তৎসহ গৌড়ীয় ভাষ্য, তথা বিবরণাদি সম্বলিত।

৪। ষট্সন্দর্ভ বা ভাগবত সন্দর্ভঃ—অনুবাদাদি সহ।

৫। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ—টীকা অনুবাদ ও বিবরণ সহ।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জনতোষণী।

পদ্মনাভ ৪৩৫ শ্রে

চতুর্ব্বিংশ ৭ম সংখ্যা।

অকিঞ্চন শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক
সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

শ্রীমায়াপুর, বামুনপুকুর ডাকঘর, নদীয়া।

বিষয় বিবরণ।

কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতযন্ত্রে শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার দ্বারা
৪৩৬ শ্রীচৈতন্যাব্দে মুদ্রিত

বার্ষিক ভিক্ষা ১॥০ নমুনা প্রেরিত হয় না।

পত্রিকার সহকারী সম্পাদকগণ।

১। শ্রীভক্তিপ্রদীপতীর্থ।

২। শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী।

৩। শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি, এল্।

৪। শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন।

৫। শ্রীপরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন সম্প্রদায়-বৈভবাচার্য্য।

৬। শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিদ্যাভূষণ বি, এ।

শ্রীপত্রিকার নিয়মাবলী।

১। শ্রীরূপানুগ শুদ্ধবৈষ্ণবের অনুকূল যাবতীয় হরিসেবাপর প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হয়। মতবাদিগণের ভ্রান্ত ধারণা ইহাতে স্থান পায় না। প্রকৃত আচার্য্য ও প্রচারকের লিখিত অবিসংবাদিত সত্যে ইহা পূর্ণ

২। বিদ্ধভক্ত ও অচিহ্নিত ভক্তের পরমার্থ-বিরোধিনী কথার অকর্ম্মণ্যতা সুষ্ঠুভাবে ইহাতে আলোচিত হয়।

৩। বার্ষিক ভিক্ষা ডাক মাশুল সহ ১।৹ মাত্র নির্দ্দিষ্ট আছে।

৪। শ্রীপত্রিকার পূর্ব্ব প্রচারিত অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড এখনও ৬৲ টাকায় পাওয়া যাইতে পারে।

শ্রীহরিপদ বিদ্যারত্ন (ভক্তিশাস্ত্রী এম্ এ, বি, এল্)

১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, শ্যামবাজার ডাকঘর।

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত

শ্রীসজ্জন তোষণী।

শ্রীনবদ্বীপ ধামপ্রচারিণী সভার মুখপত্রী।

বর্ষ } পদ্মনাভ। ৪৩৫ { ৭ম সংখ্যা

অশেষক্লেশবিশ্লেষিপরেশাবেশসাধিনী।
জীয়াদেষা পরা পত্রী সর্ব্বসজ্জনতোষণী॥

মিত্র নির্ব্বাচন।

আমি একা। ব্যাকরণেও সংখ্যাবাচক ভাব জ্ঞাপন করিতে ভাষার সাহায্যে আমি শব্দের আবির্ভাব। আমি দ্বিবচন নহি, একবচন মাত্র আমি ব্যতীত যখন আমার মত অন্য একজনের দেখা পাই, তখন "আমি" শব্দের পরিবর্ত্তে আমরা দুইজন বলিয়া থাকি। দুইজনের মধ্যে একজন আমি বলিতে গিয়া অপর জনকে তুমি বলি। আমি ও তুমির রাজ্য বাদে তাহার রাজ্য। তাঁহার আমি, তুমি ও তিনি বলিয়া অনেক আমরা

আছি। একা আমি, দুইজন আমি ও তুমি, বহুজন আমি, তুমি ও তিনি। সকলে মিলিয়া আমরা। একে অহংতা, দুইয়ে বা অনেকে মমতা। অহংতা ও মমতা মধ্যে প্রণয় থাকিলেই প্রীতি বা মিত্রতা। অহংতা ও মমতার মধ্যে প্রীতির অভাব হইলে বৈরাগ্য।

প্রীতি, মিত্রতা বা ভালবাসা বিরাগের বা ত্যাগের বিরোধী। মিত্রতার আগমনে মমতা প্রবল, প্রীতি বা ভালবাসার মধ্যবর্ত্তী স্থানে সম্বন্ধ বা ষষ্ঠী বিভক্তি বর্ত্তমান। বিরাগের অভ্যুদয়ে একতা বা স্বার্থপরতা। সকল মিত্রগণের বিনাশসাধন করিয়া তাহাদিগের সহিত ভালবাসা রহিত করিয়া নিজের ও বন্ধুর সমূলে বিনাশসাধন ইচ্ছা করিলে অর্থাৎ "আমার" বুদ্ধি পরিত্যাগ করিলে জীব মৎসরতা গ্রহণ করিয়া বিরক্ত হন। যেখানে আমিত্ব অনিত্য, মমতা অনিত্য, সেস্থলে অনিত্যের স্বরূপধর্ম্মক্রমে অনিত্য সম্বন্ধ ও একতা বন্ধন অবশ্য অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইবে। আমি আমাকে যত ভালবাসি, ততটা তোমাকে বা তাহাকে ভালবাসি না, এ জন্যই "আমি" জিনিষটা বড়ই স্বার্থপর।

আমি পূর্ব্বে ছিলাম, সেই আমি আমারের সহিত প্রীতিধর্ম্মে সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইলাম। যে আমি আগে ছিলাম, পরবর্ত্তীকালে আমারের সহিত মিলিত হইলাম, সেই "আমার" গুলি পূর্ব্বে না থাকায় আমির মত নিত্য হইল না। যে আমি ও আমারের মধ্যে নিত্য ধর্ম্মের ব্যত্যয় নাই, সেই আমি ও আমার অনিত্য নহে। নিত্য যুগপৎ আমি আমার এরূপ উপলব্ধিতে একের নিত্যধর্ম্ম ও অপরের অনিত্য ধর্ম্ম যুগপৎ স্থিত হয় না।

আমি নিরূপণে আমি দেখি যে আমার বলিয়া যে সকলের অনুভূতি আছে তাহাদের লইয়াই আমার আমিত্ব। এই আমিটী অনিত্য আমার গুলির একমাত্র মালিক ও সমষ্টিমাত্র। আমি বলিতে দৃশ্য জগতের অনুভবকারীকে বুঝিয়া লইতেছি; এই দৃশ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল সুতরাং

আমারের পরিবর্ত্তন হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আমিত্বেরও পরিবর্ত্তন হয় বুঝিতেছি। বালক আমির সহিত যুবা আমির ভেদ, যুবা আমির সহিত বৃদ্ধ আমির ভেদ, মূর্খ আমির সহিত পণ্ডিত আমির ভেদ, অসুস্থ আমির সহিত সুস্থ আমির ভেদ, অনিত্য আমার গুলির পরিবর্ত্তন হইতে উৎপত্তি লাভ করিতেছে। নিত্যানিত্য-বিবেক যখন আমি ও আমার মীমাংসা করিতে বসে তখন উহা নশ্বর উপলব্ধিজাত এরূপ প্রতীতি হয়। নশ্বর সম্পত্তির অধিকারিসূত্রে যে আমিত্বে অবস্থান করি সে আমিত্ব অনিত্য বা পরিবর্ত্তন-শীল। অনিত্য আমি ভয়, শোক, লোভ, স্পৃহা ও পরিভবাদি-ধর্ম্মাধীন। যিনি তাদৃশ ধর্ম্মাধীন নহেন এইরূপ আমি জড়ধর্ম্মের অধিকারসূত্রে সেবা না করিয়া ভগবানের সেবক। তিনি যদি কোন প্রকারে আমার হন তাহা হইলে আমি অনিত্য আমির উপলব্ধি হইতে অবসর পাইতে পারি। আমার বিবেক যখন অমর্ত্ত্য, হরিসেবানিরত গুরুদেবের নিকট ছুটিয়া যায় তখনই আমার যাবতীয় নশ্বর সম্পত্তি শ্রীসদ্‌গুরু-পাদপদ্মে অন্তর্হিত হয়। অমর্ত্ত্য গুরুদেব আমার এই বুদ্ধিই হরিসেবক ব্যতীত অন্য কেহই আমার নহেন এই বাক্যে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হয়। আমি যখন আমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করি তখন অনিত্য আমির মৃত্যু হয়, অনিত্য আমার তাহার পূর্ব্বেই বলিস্বরূপে সমর্পিত হইয়া যায়। সে বস্তুতে নিত্য আমার আর অধিকার থাকে না। এই নিত্য আমি সত্য জ্ঞানময় বস্তু, তাহাতে অচিতের কোন আক্রমণ নাই, চেতনময় বস্তুই নিত্য মিত্রভাবাপন্ন। তাহাদের মধ্যে কোন অচিৎ বা অবৈকুণ্ঠ মাপিয়া লওয়া ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। অনিত্য নশ্বর জগতে মাপিয়া লইতে হয়। নিত্য জগতে পরিমিত বিচিত্রতা অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া বিরাজমান সুতরাং চেতন-রাজ্যে যে সসীম বৈচিত্র্য অবস্থান করে তাহা জড় রাজ্যের ন্যায় স্থূল চিৎ নহে বা সূক্ষ্ম অচিৎ নহে। অবিমিশ্র চিৎ অপর অবিমিশ্র চিতের সহিত

নিত্যানন্দ ধর্ম্মে অবস্থিত কিন্তু অচিৎভূমিকার চেতনদ্বয়ের অন্তরালে অচিৎমিশ্রণ-প্রভাবে প্রেম, ভালবাসা বা মিত্রতা বাধা প্রাপ্ত হয় তাদৃশ অসুবিধা সচ্চিদানন্দ রাজ্যে নাই, সেখানে নিত্য নবনব আনন্দ-স্রোত নিত্যকাল কেবল চেতনেরই পরম উপাদেয়তা নির্দ্দেশ করিতেছে।

আমি ও আমার উপলব্ধির মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে যে স্থলে নিত্য প্রেম বিরাজমান, তাদৃশ নিত্য আমার গুলির সহিত ভালবাসা বাড়িয়া গেলেই অনিত্য আমার গুলি বন্ধুরূপে অধিক কাল অবস্থান করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন "জীব জাগ, জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে। কত নিদ্রা যাও জীব মায়া পিশাচীর কোলে। আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার।" শ্রীগৌরচন্দ্র ব্যতীত জীবের আর কোন বন্ধু নাই। শ্রীমদ্ভাগবতও মধ্যমাধিকার নির্ব্বাচনে উহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ। প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ। অর্থাৎ ঈশ্বরে প্রেম, হরিজনে মিত্রতা মহাভাগবত হইবার কারণ তদ্ব্যতীত হরিজন জানিবার হরিসান্নিধ্য করিবার, হরির নিত্য ভজন করিবার আর কোন পথ নাই। তাই বিশ্ববাসী বন্ধুগণ! তোমরা হরিজনের সহিত বন্ধুতা স্থাপন কর। হরিজনগণই তোমাদের নিত্যবন্ধু। নিত্যবন্ধুর সহিত কপটতা করিয়া বন্ধুত্ব করিও না, যেহেতু কাপট্য অনিত্য ধর্ম্ম। ভগবান ও বিশ্ববাসী ভক্তগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন না করিতে পারিয়াই অনিত্য আমিরই এই দুর্গতি ঘটিয়াছে। আসুন! অবন্ধুর সঙ্গ পরিহার করিয়া নিত্যবন্ধুর সহিত মিলিত হই। জগতের বন্ধুরূপে শ্রীনীলাচলপতি অর্চ্চামূর্ত্তিতে আমাদিগকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করিতেছেন, আমরা বর্ণনির্ব্বিশেষে, অধিকার নির্ব্বিশেষে, যোগ্যতা নির্ব্বিশেষে সেই মহাপ্রসাদ লইয়া পরস্পর মধ্যে মহাপ্রসাদ পাতাই। মহাপ্রসাদে নিত্যবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত

পাংক্তেয় ভোজন করি। তাহা হইলেই দুঃসঙ্গের পরিহার এবং সৎসঙ্গের আবাহন হইবে।

শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস অধিকারী।
শ্রীগৌড়ীয় মঠ।

ভক্তিসোপান।

(পূর্ব্ব বৃত্তানুক্রমে ১৯২ পৃষ্ঠার পর)

যখনই বদ্ধজীব বুঝিতে আরম্ভ করিলেন যে বেদের প্রতিপাদ্য অদ্বয়জ্ঞান ভগবান্‌ই একমাত্র ভজনীয় বস্তু, তদ্ব্যতীত আর সেব্যতত্ত্ব নাই, যে পরিমাণে আমরা দেহের বা মনের বিক্রান্তির সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হই বা তৎ তৎ-সম্পৃক্তবস্তু ব্যক্তিনিচয়ের আদর আমাদের করণীয় বলিয়া মনে থাকে, সেই পরিমাণে আমাদের সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব, সুতরাং সেই পরিমাণে আমাদের ভক্তির সৌষ্ঠবহানি। যাঁহার যে পরিমাণে সম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ যে পরিমাণে যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই একমাত্র সেব্যতত্ত্ব, যে পরিমাণে যিনি কৃষ্ণেতর বস্তুর সেবা হইতে মুক্ত হইয়াছেন ও যে পরিমাণে যাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণাদি দৌরাত্ম্য প্রশমিত হইয়া ইন্দ্রিয়দ্বারে শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাঁহার ভক্তি সেই পরিমাণে সুষ্ঠুতা প্রাপ্ত হইয়াছে, শুদ্ধভক্তির সন্নিকট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের যতটুকু স্ফুরণ হইবে, কৃষ্ণেতর বস্তুতে ততটুকু বিরাগ ও ততটুকু শুদ্ধাভক্তি প্রাপ্তব্য হইবে। ভগবদবতার বাদরায়ণ বেদব্যাস নিগম-কল্পতরুর গলিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এক কালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥

উদাহরণ দিতেছেন, ভোজনকারী যে পরিমাণ আহার করিলেন, সেই অনুপাতে তাঁহার তৃপ্তি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে। আপনার সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় যে পর্য্যন্ত হইয়াছে আপনি সেই পর্য্যন্ত ভক্তি বা ভজনের অধিকারী। তদধিক ব্যাপার কেবল উৎপাত। এরূপ কপটতারূপ উৎপাতের হাত হইতে মুক্ত হইয়া ভক্তি বা ভজন করিতে হইবে। তাই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় উপদেশ করিতেছেন, "সম্বন্ধ জানিয়া ভজিতে ভজিতে অভিমান হউ দূর।" সম্বন্ধজ্ঞানহীনের প্রচুর জড় অভি-মান থাকে, তাঁহার তো আমি "কৃষ্ণদাস ভিন্ন আর কিছুই নহি। বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অমুকের পিতা, অমুকের স্বামী, অমুকের পুত্র ইত্যাদি নহি" এরূপ অপ্রাকৃত অভিমান পুষ্ট হয় নাই, তিনি জড়সম্বন্ধেই ভোর-পূর। সে অবস্থায় কি ভজন সম্ভবপর? এইরূপ নিম্ন অধিকারী যে সম্যক্ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট উন্নত অধিকারীর চেষ্টাসমূহ অনুকরণ করিয়া নিজেকে ভক্ত বলিয়া মনে করে ও জাহির করে, তাহার ফল নিরয় গমন। ঠাকুর বলিতেছেন, "আমি ত' বৈষ্ণব এ বুদ্ধি হইলে অমানী না হ'ব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী।" ইহাদেরই জন্য শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

অবশ্য যাঁহাদের হৃদয় জড়বিষয়ানুরাগ-মুক্ত, যাঁহারা কৃষ্ণৈকশরণ, শ্রীকৃষ্ণসেবাভিন্ন যাঁহাদের অন্য কৃত্য নাই, যাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারে শ্রীকৃষ্ণ-সেবাতে নিরন্তর অধিষ্ঠিত, নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ যাঁহারা অবিচ্ছেদে করিতেছেন, যাঁহাদের ক্রিয়ার মধ্যে কৃষ্ণসেবেতর বৃত্তির বা স্বীয় ভোগবাসনার লেশ নাই, তাঁহাদের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র, তাঁহারা রাগমার্গের লোক, তাঁহারা শ্রীনামে জাতরুচি, তাঁহাদিগকে অবশ্য শাস্ত্রবিধি

দেখিয়া চলিতে হইবে না, তাঁহাদের আচরণই শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ, বিধি নিষেধ তাঁহাদিগকে সংযত করিবার জন্য নহে, তাঁহারা কৃষ্ণসেবায় বিভোর হইয়া সমস্ত চেষ্টা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥"

তা' বলিয়া আমার সম্বন্ধজ্ঞান পুষ্ট হয় নাই, আমার নামে রুচি নাই, তবে সাধুগণের আচরিত পথে কিয়ন্মাত্র শ্রদ্ধা হইয়াছে মাত্র, "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস" এই সম্বন্ধজ্ঞানে আস্থা স্থাপন করিয়াছি মাত্র, উপলব্ধি হয় নাই —এরূপ অবস্থায় বিধিনিষেধানুবর্ত্তী না হইয়া আমি যদি রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণে প্রবৃত্ত হই, আমার মঙ্গল হইবে না, আমার কেবল উৎপাত বাড়িবে। সেবাবুদ্ধির পরিবর্ত্তে গোপনে ভোগবুদ্ধিই প্রসার প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং অভিধেয় অর্থাৎ ভজনক্রিয়া সমস্তই সম্বন্ধজ্ঞানের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যাঁহার যে পরিমাণ সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয় হইয়াছে তিনি তদনুযায়ী স্তরের ভজনে অধিকারী। ক্রমে ভজন-সৌষ্ঠবের দ্বারা সে অধিকার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, নচেৎ ক্রম উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চাধিকারীর ভজনপ্রণালী-প্রয়াসে বিশেষ দোষাশ্রয় করে। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লিখিত আছে,—

"স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বিপর্য্যয়স্তু দোষঃ স্যাৎ উভয়োরেষ নির্ণয়ঃ॥"

(ভা, ১১।২১।২)

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলি বিশেষ বিচার্য্য।

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্॥

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মামসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি॥

(ভা ১১।২০।২৭—৩০)

ভগবৎকথায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তিনি সর্ব্বকর্ম্মফলে নির্ব্বেদযুক্ত হইবেন। আর জড়বাসনার পরিত্যাগে অসমর্থ হইলেও তাহাকে দুঃখের মূল জানিবেন। শ্রদ্ধাবান্ দৃঢ়নির্ব্বন্ধ সহকারে প্রীতির সহিত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বাসনাসমূহের চরম ফল দুঃখ জানিয়া তাহার অঙ্গীকার করিতে করিতে নিন্দার সহিত সঙ্কোচ করিবেন। এইরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা নিরন্তর ভগবদ্ভজন করিতে থাকিলে ভগবান্ ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইলে হৃদয়ের কামসমূহ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তখন হৃদয়ের বাসনা গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সকল সংশয় দূরীকৃত হয়, সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমাত্মা ভগবান্ অনুভূত হয়েন ও কর্ম্মবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

সম্বন্ধ-জ্ঞানের মূলসূত্র "জীব নিত্য কৃষ্ণদাস"। কিন্তু তাহার কিছু প্রকার-ভেদ আছে। যেমন সংসারে সেবকের নানাত্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ভগবৎসেবাও এক প্রকার নহে। গৃহে যেমন একভৃত্য প্রভুকে বিশেষ গৌরবের সহিত সেবা করিতেছে, আবার একজন যে বহুকাল পূর্ব্বে কর্ত্তার আমল হইতে সংসারে আছে, সে ততটা গৌরব প্রদর্শন না করিলেও তাহার সেবার কিছু ন্যূনতা নাই, সে যেন প্রভুর বন্ধু, পরামর্শদাতা, আনন্দ প্রদাতা ইত্যাদি বরং তাহার সেবাই প্রভুর অধিক প্রীতিপ্রদ। সেবা হইলেও এই উভয় সেবায় একটু ভেদ দেখা যায়। দাস হইলেও উভয় ক্ষেত্রে সম্বন্ধ যেন একটু পৃথক্। কিন্তু উভয় সম্বন্ধেই সেবার সুষ্ঠুতা আছে, একজন যে জীব ভোগতাৎপর্য্যময় হইবেই এমন কোন কথা

নাই। প্রথম প্রকারের সেবাকে গৌরব-সেবা আখ্যা দেওয়া হইয়াছে, ও দ্বিতীয় প্রকারের সেবাকে বিশ্রম্ভসেবা বলা হয়। এই উভয় সেবার সেব্যতত্ত্ব একই ভগবান্, উভয়তঃই জীবে ও ভগবানের দাস প্রভু সম্বন্ধ, কিন্তু এই সম্বন্ধের মধ্যেও একটীতে একটু দূরত্ব, অপরটীতে নৈকট্য পরিদৃষ্ট হয়। আবার নৈকট্যের তারতম্যানুসারে এবং সম্বন্ধে নানাত্ব পরিদৃষ্ট হয়। গৌরব-দাসাভিমানী সেবকগণ তাঁহাদের আরাধ্য ভগবত্তত্ত্বে শ্রীনারায়ণকে লক্ষ্য করেন। তাঁহাদের ভক্তি, ভয়মিশ্রিত সম্ভ্রম-মূলা। শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অনুগ শ্রীসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই সম্ভ্রম-দাস্যে অধিষ্ঠিত থাকিয়া বৈকুণ্ঠধামে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের সেবক। তাঁহারা শ্রীগোলোক বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-সেবার সংবাদ রাখেন না। কিন্তু তাহা না রাখিলেও তাঁহারা শুদ্ধভক্তিমার্গাবলম্বী, তাঁহাদের মধ্যে পঞ্চোপাসনা প্রবল থাকিয়া শ্রীভগবানের ঐকান্তিকী নিষ্ঠার বাধা দিতে পারে না। তাঁহারা বহ্বীশ্বরবাদী নহেন। বহ্বীশ্বরবাদী কখনও শুদ্ধভক্ত হইতে পারেন না, যেহেতু সেব্যতত্ত্বের বহুত্ব জন্য তাঁহাদের নিষ্ঠা ঘনীভূত হয় না। যেমন পতিব্রতা সাধ্বী একমাত্র স্বামিসেবাই জানেন। অন্যের সেবায় স্বামিসেবার ব্যাঘাত ঘটিয়া তাঁহার পতিব্রতা-ধর্ম্মের হানি হইবে; তবে যাঁহাদের সেবায় স্বামি সেবা ব্যাহত না হইয়া পরিপুষ্ট হয়, স্বামিদেব সন্তুষ্ট হন, তাঁহাদের সেবাও স্বামিসেবার অনুকূল ও অন্তর্গত; সেইরূপ অব্যভিচারী ভক্তের একমাত্র শ্রীভগবানই সেব্যতত্ত্ব, স্বতন্ত্র ঈশ্বরবুদ্ধিতে আর কাহারও সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না, ব্যভিচার ঘটিয়া যায়, তবে তদীয় বুদ্ধিতে ভাগবত-সেবার ব্যবস্থা আছে, আর ভাগবত-সেবা দ্বারাই ভগবৎসেবা সুষ্ঠুতা লাভ করে। সুতরাং একনিষ্ঠ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ-সেবকগণ শুদ্ধভক্ত। শ্রীনারায়ণ-সেবায় একটু সখ্যভাবেরও

বিভিন্ন ভাবযুক্ত সম্বন্ধকে রস বলে। শ্রীনারায়ণ-সেবায় গৌরবসখ্যের উপরে আর অধিকতর নৈকট্যসূচক ভাব নাই। এখানে সম্ভ্রমমার্গই স্থায়ী। যেখানে শ্রীনারায়ণ আমাদের পূজনীয় প্রভু এই ভাব প্রবল, যেখানে দাসোচিত বিশেষ কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নাই সেরূপ দাস-ভাবকে শান্তরস কহে। শ্রীনারদ, সুদর্শন সনক প্রভৃতি চতুঃসন ইঁহারা শান্ত রসের উপাসকচূড়ামণি। শান্তরসে ভক্তির অপ্রতুলতা নাই, কেবল ভাবগাঢ়ত্বের অভাব। বৈকুণ্ঠে গরুড়, জয় বিজয় প্রভৃতিকে দাস্যরসে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। শ্রীরামাবতারে শ্রীহনুমানের দাস্য আদর্শস্থানীয়। আর গৌরবসখ্যের উপাসকরূপে আমরা পরব্যোমে বিশ্বক্‌সেন প্রভৃতিকে ও শ্রীরামাবতারে লক্ষ্মণ, বিভীষণ, সুগ্রীব প্রভৃতিকে লক্ষ্য করি। বৈকুণ্ঠে বিশ্রম্ভ-সেবার প্রসার নাই, তাহা একমাত্র গোলোক-বৃন্দাবনের সম্পত্তি। এমন কি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীও গৌরবসেবারই অধিকারিণী, তাঁহাতে বিশ্রম্ভজনিত মধুরতার অভাব। তাই কথিত আছে, বৈকুণ্ঠধামে কেবল আড়াইটী রসের বিকাশ আছে, যথা শান্ত, দাস্য ও সখ্যের অর্দ্ধ অর্থাৎ কেবল গৌরব সখ্য; বিশ্রম্ভ সখ্য নহে।

আরাধ্য ভগবত্তত্ত্বে পূর্ণত্ব লক্ষ্য করিতে পারিলে আমাদের শ্রীকৃষ্ণভজনের সৌভাগ্য হইতে পারে। শ্রীকৃষ্ণসেবায় পাঁচটী পূর্ণরস বর্ত্তমান। তা' বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে শ্রীনারায়ণতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব পৃথক্। শ্রীকৃষ্ণের চারিটী বিশেষ গুণ (অপ্রাকৃত গুণ, জড় গুণ নহে) যথা শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—

"সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ॥
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥

লীলাপ্রেম্না প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যং বেণুরূপয়োঃ।

ইত্যস্য ধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥"

এই চারিটি গুণ ব্যতিরেকে শ্রীভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে গেলেই শ্রীনারায়ণতত্ত্বই স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। নচেৎ একই তত্ত্ব অদ্বয় জ্ঞান। ষষ্টিগুণ-বিভাবিত শ্রীনারায়ণে বিশ্রম্ভভাবের অবসর নাই। তাই ঐশ্বর্য্য বা গৌরব-সেবা দ্বারেই শ্রীনারায়ণতত্ত্ব শ্রীরামানুজীয় বৈষ্ণবগণের আরাধ্য কিন্তু ঐশ্বর্য্যবুদ্ধি দ্বারা প্রেম শিথিলীকৃত হয়, প্রেমের পূর্ণপরাকাষ্ঠা ঐশ্বর্য্য ভাবপরসেবাদ্বারা লভ্য নহে। ঐশ্বর্য্যভাবে ভয় মিশ্রিত ভক্তি, তাহাতে কি প্রেমের মাধুর্য্য অনুভূত হয়? যাহার সহিত একটু মাখামাখি না হইল তাহার সহিত কি খোলা প্রাণের ভালবাসা হয়? সম্ভ্রম করিতে করিতে ভয় আসিয়া ভালবাসাতে ব্যাঘাত জন্মায়। প্রেমের অর্থই নিজেকে ভুলিয়া শ্রীভগবানকে ভালবাসা। এই বিশুদ্ধ ভালবাসা সর্ব্ব-মাধুর্য্যমণি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই সম্ভব, শ্রীনারায়ণ-বুদ্ধিতে তেমনটী হয় না। তাই সর্ব্বদেশীয় সর্ব্ববিধ উপাসনা হইতে শ্রীকৃষ্ণভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে দেশগতসীমা, কালগত ব্যবধান, সমাজগত বৈষম্য, ভাষাগত নানাত্ব প্রভৃতির কিছুমাত্র অধিকার নাই। এই শ্রীকৃষ্ণসেবাই সার্ব্বজনীন, যিনিই চূড়ান্ত প্রেমের ভিখারী তিনিই শ্রীকৃষ্ণ সেবার অধিকারী। ইহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। যিনি তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন পরিমাণে প্রেমধর্ম্মের যাজনকাম তিনি শ্রীনারায়ণ-সেবা করেন, ঐকান্তিকতা থাকিলে তিনিও শুদ্ধভক্ত। মুসলমান ধর্ম্মেও অত্যুন্নত স্তরের সাধকদিগের মধ্যে কিছু কিছু প্রেমের বার্ত্তা পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহারা মাধুর্য্য সেবা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের স্ফুর্ত্তি হয় নাই।

(ক্রমশঃ)

নিবেদন পত্র।

মনুষ্যমাত্রেরই শ্রীহরিসেবায় বা ভক্তিতে অধিকার আছে। জীবের বদ্ধ অবস্থায় সেই স্বাভাবিকী বৃত্তি ভক্তি সুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকে। কি করিলে এই সুপ্ত ভক্তি জাগ্রত হইবে, শ্রীভগবান্ কৃপাপরবশ হইয়া তাহা বলিয়াছেন। নিম্নোদ্ধৃত শ্রীভগবানের বাক্যাবলীতে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারি।

আপনারা সহৃদয় ও মহানুভব। কত প্রকারে বাহুক্লেশে অর্জ্জিত অর্থ অনিত্য ক্ষণস্থায়ী ফললাভের আশায় ব্যয়িত করিতেছেন সেই হেতু আপনাদের দ্বারে আমরা ভিক্ষুকের বেশে উপস্থিত। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের সেবার আনুকূল্য করিয়া "জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন" করুন।

শ্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছেন :—

"ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥"

শ্রীচৈঃ চঃ আদি ৯ অঃ।

শ্রীভগবান্ শ্রীদাম সুবলাদি সখাগণকে বৃক্ষগণের পরোপকার-বৃত্তি বর্ণনকালে বলিতেছেন :—

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয়আচরণং সদা॥ ১০।২২।৩৫

সর্ব্বদা প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য প্রভৃতি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে জীবের উপকার সাধন করাই এই সংসারে জীবের দেহধারণের একমাত্র সফলতা।

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্বপ্রাণ্যুপজীবিনাং।

আহা, ইঁহারা সকল প্রাণীর উপজীবন। ইঁহাদের জন্ম সফল। ইঁহাদের নিকট হইতে অর্থিসকল বিমুখ হইয়া যায় না। ইঁহারা সুজনগণের ব্যবহার কারণ।

প্রাণিনামুপকারায় যদেবেহ পরত্র চ।

কর্ম্মণা মনসা বাচা তদেব মতিমান্ ভজেৎ॥ বিঃ পুঃ ৩।৪২

কর্ম্ম, মন ও বাক্য দ্বারা ইহকাল ও পরকাল সম্বন্ধে প্রাণীদিগের যাহা উপকারার্থ হয়, তাহাই বুদ্ধিমান্ লোক আচরণ করেন।

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে ভক্তিলক্ষণ বলিতেছেন :—

মমার্চ্চা-স্থাপনে শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্য চোদ্যমঃ।

উদ্যানোপবনাক্রীড়াপুরমন্দির-কর্ম্মণি॥ ১১।১১।৩৮

আমার শ্রীবিগ্রহ-স্থাপনে শ্রদ্ধা, আর পুষ্পোদ্যান, ফলোদ্যান, ক্রীড়াস্থান পুর, মন্দির, প্রভৃতি আমার তুষ্টিসাধন স্বয়ং বা অনেকে মিলিয়া করিবে।

মদর্চ্চাং সংপ্রতিষ্ঠাপ্য মন্দিরং কারয়েদ্দৃঢ়ম্।

পুষ্পোদ্যানানি রম্যাণি পূজাযাত্রোৎসবাশ্রিতান্॥

পূজাদীনাং প্রবাহার্থং মহাপর্ব্বস্বথান্বহং।

ক্ষেত্রাপণপুরগ্রামান্ দত্ত্বা মৎসার্ষ্টিতামিয়াৎ॥

প্রতিষ্ঠয়া সার্ব্বভৌমং সদ্মনা ভুবনত্রয়ং।

পূজাদিনা ব্রহ্মলোকং ত্রিভির্মৎসাম্যতামিয়াৎ॥

মামেব নৈরপেক্ষেণ ভক্তিযোগেন বিন্দতি।

ভক্তিযোগং স লভতে এবং যঃ পূজয়তে মাম্॥

১১।২৭।৪৮-৫৯

আমার অর্চ্চাবিগ্রহ-সংস্থাপন, সুদৃঢ় শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং প্রাত্যহিক পূজা, জন্মদিনাদি উৎসব, বসন্তাদি মহোৎসব করিবে। সুরম্য পুষ্পোদ্যান, মহাপর্ব্বসমূহে পূজাদির প্রবাহ নিমিত্ত যাত্রা ও মহোৎসবের আশ্রিত ভূমি,

আপণ, পুর, গ্রাম দান করিলে আমার সমান ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে। আমার শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলে সার্ব্বভৌম, আমার মন্দির দানে ত্রিভুবনের রাজা, আমার পূজাতে ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি এবং একসঙ্গে এই তিন কার্য্য করিলে আমার সাম্য প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপে আমার পূজা করেন, তিনি ভক্তিযোগ লাভ করেন এবং কেবল নিরপেক্ষ ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন।

শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকেও উপদেশ দিয়াছেন ঃ—

* * * * মৎকর্ম্মপরমো ভব।

মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১২।১০

হে অর্জ্জুন! মৎকর্ম্মপর হও—আমার মন্দির, আমার নিমিত্ত পুষ্পোদ্যানাদি নির্ম্মাণ কর। আমার মন্দির মার্জ্জনা কর, তাহা হইলে ক্রমশঃ আমার সবিশেষ তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্য্যরূপ সিদ্ধিলাভ করিবে। শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন ঃ—

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্য্যাং দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।

বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতম্ * *

* * * * ॥ ১১।১১।১৯

দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্য্যা, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র এবং সৎপাত্রে অন্যস্ত ধন এক পর্য্যায়ভুক্ত এবং সমদুঃখকর।

প্রত্যেক জীব স্বীয় স্বীয় সামর্থ্যানুসারে স্বীয় অর্থের ব্যবহার কি প্রণালীতে করিলে ক্রমশঃ ভক্তিযোগ এবং ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন, তাহাই শ্রীভগবান্ শাস্ত্রমুখে আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত করিয়াছেন। যাঁহারা বদ্ধত্ব ঘুচিয়া যাওয়ায়, অকিঞ্চন, বিরক্ত বা সন্ন্যাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের স্বীয় কল্যাণের জন্য এই জাতীয় অনুষ্ঠানের কোন প্রয়োজন নাই কিংবা তাঁহাদের এইরূপ অর্থও নাই যদ্দ্বারা অনুষ্ঠান করিতে পারেন। বদ্ধজীবের

হিতার্থে ও তাঁহাদের বদ্ধত্ব দূরীভূত করিবার জন্য সাধুগণ বদ্ধজীবের বিত্ত শ্রীভগবানের বিবিধ সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করেন। এইরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা বদ্ধজীবের প্রথমতঃ কর্ম্মমিশ্রা পরে শুদ্ধা ভক্তি লাভ ঘটিবে।

শ্রীগীতার তিন প্রকার দানের কথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭।২০-২২

প্রত্যুপকার-প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখিয়া কর্ত্তব্যবোধে দেশকাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকারের আশা রাখিয়া বা স্বর্গাদি লাভের আশায় পশ্চাৎ তাপসহকারে যে দান, তাহা রাজস। যেস্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে দান, যে কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না সেই কালে এবং নর্ত্তক, ভাড়াটিয়া, ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রে দান তামস। সৎপাত্রকেও অসৎকার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলে তাহা তামস দান।

শ্রীপ্রদ্যাপতীর্থ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা।

শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার

একোনত্রিংশৎ সাধারণ অধিবেশন।

বিগত লা বিষ্ণু ৪৩৬, ৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৮, ২৫শে মার্চ্চ, ১৯২২ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬॥০ সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় শ্রীশ্রীমায়াপুর যোগপীঠের নাট মন্দিরে শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার একোনত্রিংশৎ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হয়।

উপস্থিত—

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ।

১। ত্রিদণ্ডী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ স্বামী।

২। ,, শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামী।

৩। শ্রীযুক্ত আচার্য্যত্রিক কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন

৪। ,, আচার্য্য পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন।

৫। ,, মুকুন্দবিনোদ দাস বাবাজী মহারাজ।

৬। ,, নরহরিদাস ব্রহ্মচারী।

৭। ,, ভক্তিবিজয় মহাশয়।

৮। ,, অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯। ,, অধোক্ষজদাস অধিকারী।

১০। ,, ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ।

১১। ,, সুন্দরানন্দদাস অধিকারী বি, এ।

১২। ,, সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিভূষণ।

১৩। ,, হরিপদ বিদ্যারত্ন ভক্তিশাস্ত্রী এম্,এ, বি, এল্।

১৪। ,' প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবাচস্পতি।

১৫। ,, রামগোপাল বিদ্যাভূষণ এম্, এ।

১৬। ,, গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ।

১৭। শ্রীযুক্ত বিষ্ণুদাস অধিকারী ভক্তিসিন্ধু।
১৮। ,, হরিদাস বনচারী।
১৯। ,, শ্রীনাথ অধিকারী।
২০। ,, অনন্তবাসুদেবদাস ব্রহ্মচারী।
২১। ,, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী।
২২। ,, গোপীনাথ গাঙ্গুলী।
২৩। ,, কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী।
২৪। ,, রাধাবল্লভদাস ,, ।
২৫। ,, ঐ অধিকারী।
২৬। ,, ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ।
২৭। ,, কাশীভূষণ সেন বি, এ।
২৮। ,, নকুলেশ্বর রায়।
২৯। ,, বসন্তকুমার ঘোষ ভক্ত্যাশ্রম।
৩০। ,, হরিবিনোদদাস অধিকারী।
৩১। ,, আচার্য্যদাস পঞ্চরাত্রাচার্য্য।
৩২। ,, পিয়ারীমোহনদাস ব্রহ্মচারী।
৩৩। ,, রাধারমণদাস অধিকারী।
৩৪। ,, মদনমোহনদাস অধিকারী।
৩৫। ,, নিত্যানন্দদাস অধিকারী।
৩৬। ,, অকিঞ্চনদাস অধিকারী।
৩৭। ,, যজ্ঞেশ্বরদাস অধিকারী।
৩৮। ,, জনার্দ্দনদাস অধিকারী।
৩৯। ,, ললিতাপ্রিয়দাস বাবাজী।
৪০। ,, মণীন্দ্র

৪১। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মজুমদার।

৪২। „ রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু ভক্ত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক।

ডাঃ শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভক্তিপ্রকাশ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য অষ্টোত্তরশত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীপাদ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সর্ব্বপ্রথমে পূর্ব্ববৎসরের অধিবেশন-বিবরণ পঠিত হয়। তৎপর শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রস্তাবে ও শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীর অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে নিম্নলিখিত ভক্তগণকে সভা হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হউক্ :—

১। শুদ্ধভক্তি-প্রচার ও গ্রন্থাদি-প্রকাশে অমিত যত্ন ও উৎসাহের জন্য শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় মহাশয়।

২। শুদ্ধনামকীর্ত্তন-প্রচারে ও পরিক্রমার আনুকূল্য-সংগ্রহে প্রভূত চেষ্টার জন্য শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থস্বামী এবং শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামী।

৩। প্রাচীন বিষ্ণুবিগ্রহ ও বিষ্ণুতীর্থসমূহের সেবার ঔজ্জ্বল্য সংসাধনে আন্তরিক চেষ্টার জন্য শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়।

৪। পরিক্রমার আনুকূল্য সংগ্রহার্থে অসাধারণ ও অপরিমিত পরিশ্রমের জন্য শ্রীযুত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়।

৫। বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সঙ্কলনে আনুকূল্য সাধন জন্য কাশীমবাজাধিপতি শ্রীবৈষ্ণব মহারাজ বাহাদুর।

৬। ভক্তসেবা লোভের জন্য শ্রীযুত বনমালিদাস ভক্তানন্দ মহাশয়।

অতঃপর শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারীর প্রস্তাবে ও শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমোদনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে

নিম্নলিখিত ভক্তগণ শ্রীসভার সভ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাঁহাদিগকে নূতনসভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হউক।

১। শ্রীযুত সুন্দরানন্দদাস অধিকারী বি, এ, ঢাকা।

২। „ হরিবিনোদদাস অধিকারী অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, ঢাকা।

৩। „ রাধারমণদাস অধিকারী, ৩৮।এ প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৪। „ সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্, উকিল, আলিপুর।

৫। „ ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, ১০নং সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অনন্তর সভাপতি মহোদয়ের আদেশে প্রথমে শ্রীযুক্ত অনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী মহাশয় "পংক্তি ভোজন" সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে সভাপতি মহোদয় তৎসম্বন্ধে 'মহাপ্রসাদ ও স্পর্শদোষ', 'বৈষ্ণব সমাজে পংক্তি ভোজনের উপযোগিতা', 'অপাংক্তেয়ের সহিত ভোজনে সঙ্গদোষ' প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে পংক্তি ভোজনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তীর্থস্বামী আত্মধর্ম্ম সম্বন্ধে 'জীবের স্বরূপ', 'গুরুতত্ত্ব', 'শুদ্ধ বৈষ্ণব-সেবা', 'বর্ণাশ্রম ও পারমহংস্য ধর্ম্ম' প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন। তৎপর শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় প্রাঞ্জল ভাষায় 'যোগপীঠ ও আমাদের কৃত্য' সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দদাস বি, এ, মহাশয় উঠিয়া 'সিংহ ও ছাগ' নামক একটি গল্প দ্বারা 'সঙ্গ, আচার ও প্রচার' সম্বন্ধে কিছুক্ষণ ধীরভাবে বক্তৃতা করেন। অনন্তর শ্রীযুত অতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও 'অপ্রাকৃত ধাম' সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিলে পরে শ্রীযুত ভক্তিবিজয় মহাশয় আবেগময়ী ভাষায় বৈষ্ণবের দর্শন, স্পর্শন ও চিন্তনেই যে জীবের সকল কল্যাণ লাভ হয়, সকলেরই যে নিষ্কপটে আচরণপূর্ব্বক হরিকথা শ্রবণ ও

কীর্ত্তন করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে উপস্থিত সকলেরই মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন। বক্তৃতার পর ধন্যবাদ ও সভাপতি-প্রণামান্তে রাত্রি ১০৷৷০ সাড়ে দশ ঘটিকার সময়সভা ভঙ্গ হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ।

বিগত মাঘ মাসে বাখরগঞ্জ জেলান্তর্গত কোদালধোয়া গ্রামে পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্রদাস অধিকারী ভক্তিভূষণ মহাশয় কতিপয় রাক্ষস-শ্রাদ্ধকুশল কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত পণ্ডিতাভিমানী ভূতকাধ্যাপকের বিরোধসত্ত্বেও কলিকাতা হইতে আগত শ্রীযুত শ্যামদাস ব্রহ্মচারী ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ বিদ্যাভূষণ মহাশয়দ্বয়ের সহায়তায় সাত্বত-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থানুসারে শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়াছেন।

চাঁপাহাটী শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দির ও মামগাছীতে ছাতা প্রতিষ্ঠা।

বিগত মাঘ মাসের শেষভাগে বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত বর্ত্তমান সমুদ্রগড় ডাকঘরের সমীপবর্ত্তী চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটীগ্রামে শ্রীমদ্ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শ্রীমদ্দ্বিজ বাণীনাথ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরগদাধরের প্রায় চারিশত বর্ষের প্রাচীন শ্রীমন্দির ও শ্রীসেবা শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় মহোদয়ের উদ্যোগে

ও শ্রীযুক্ত পরমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের অকৃত্রিম যত্নফলে এবং গ্রামবাসী ভক্তগণের সহায়তায় উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। তজ্জন্য সকলেই বৈষ্ণব-জগতের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, সন্দেহ নাই। গত দুই-বৎসর পরিক্রমাকালে সকলেই শ্রীসেবার অবহেলা ও শিথিলতা দর্শনে দারুণ মর্ম্মাহত ও ব্যথিত হইয়া শ্রীসেবার পরিপাট্য-সংসাধনে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এখন শ্রীমন্মাহাপ্রভুর ইচ্ছায় সেই সেবার ঔজ্জ্বল্য দর্শনে গ্রামবাসী সকলেই পরমানন্দ লাভ করিতেছেন।

কিছুদিন মধ্যেই মামগাছি গ্রামে কিছু জমি সংগ্রহ করিয়া একটী ছাতা নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপ অষ্টদ্বীপে আটটী ছাতা নির্ম্মিত হইলে শ্রীধামের ঔজ্জ্বল্য প্রকটিত হয় এবং পরিক্রমাশ্রমক্লান্ত যাত্রিগণও প্রতিবর্ষে ধামপরিক্রমা করিতে করিতে প্রত্যেক দ্বীপের ছাতায় বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিতে পারেন। গৌরভক্ত ধনিকসম্প্রদায় এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হইলেই সুখের বিষয় হয়।

রাঢ়দেশে নাম প্রচার।

বিগত ধামপরিক্রমা উপলক্ষে ত্রিদণ্ডিস্বামি শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামী, শ্রীযুক্ত কীর্ত্তনানন্দ ব্রহ্মচারিপ্রমুখ কতিপয় ভক্তের সহিত রাঢ়দেশে গিয়া প্রবলবেগে উচ্চৈঃস্বরে গান, বক্তৃতা ও পাঠাদির সাহায্যে শুদ্ধহরিকথা প্রচার করিয়াছেন। সরল চলিত ভাষায় তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাপ্রভাবে অনেক কোমলশ্রদ্ধব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া গৌরসেবায় আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। পরিক্রমার জন্য তাঁহাদের আন্তরিক যত্ন বিশেষ প্রশংসনীয়।

শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা ও গৌর-জন্মোৎসব।

বিগত বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালের ২০শে ফাল্গুন শনিবার হইতে নয়-দিবসকাল নবদ্বীপে ষোলক্রোশী শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা হইয়া গিয়াছে। গতবর্ষের ন্যায় এবারও বঙ্গের বিভিন্ন প্রায় সকল প্রদেশ হইতেই বালবৃদ্ধযুবকনির্ব্বিশেষে শতশত স্ত্রীপুরুষ আসিয়া গৌরজনের আনুগত্যে গৌরলীলাস্থল সকল দর্শন করতঃ গৌরবিহিত শুদ্ধ কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গৌরধাম পরিক্রমা করিয়া অশেষ সুকৃতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কিন্তু শুধু সুকৃতি অর্জ্জন করিয়া পুনরায় সৎসঙ্গ ছাড়িয়া অসত্তে বিলাস করিবার জন্য—নিরয়দ্বার গৃহের বা গৃহিণীর পতি অভিমানে বিষম বিষয়রস পান করিতে ছুটিলে নিঃশ্রেয়োলাভের পরিবর্ত্তে আমাদের অশেষ অমঙ্গললাভই ঘটিবে। কনককামিনীপ্রতিষ্ঠা-লাম্পট্য একটু স্থগিত রাখিয়া, ইন্দ্রিয়তর্পণচাঞ্চল্য হইতে একটু বিরত হইয়া আমরা কখনও বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছি কি ?—বুঝা দূরে যাউক্, কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি ?—কেন প্রতিবর্ষে নিষ্কিঞ্চন মহাপ্রাণ বৈষ্ণবগণ জড়ের অধিকার-অনধিকার বিচার না করিয়া আপামর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই তাহাদের বড় সাধের—বড় আরামের গৃহপরিজন এবং জড়ের জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীমদ ও মাৎসর্য্য ত্যাগপূর্ব্বক কীর্ত্তনমুখে পরিক্রমা করিয়া তীর্থপাদসেবায় যোগদান করিবার জন্য এমন সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করেন ? লোকের আসক্তিস্থল গৃহ বা গৃহিণীত্যাগ করিতে লোকের বেশ মনঃকষ্ট হইবে জানিয়াও কেন অনিকেত, তরুতলেবাস, কপর্দ্দকলেশহীন ভিক্ষাবৃত্তিসম্বল নির্ম্মৎসর বৈষ্ণবগণ আচণ্ডাল সকলকেই সঙ্গে লইয়া—সকলে মিলিত হইয়া—এক-যোগে এরূপ পরমউৎসাহভরে পরিক্রমা চেষ্টা করেন ? এই পরিক্রমা-ব্যাপারটী কি ?

স্বতঃই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আমরা শিষ্য না হইয়া গুর্ব্বভিমানক্রমে ক্ষুদ্রপুঁজি, খণ্ড, অনিত্য, ভোগময়ী বুদ্ধিটুকুকেই বহু মানন একমাত্র সম্বল করিয়া মায়াতীত বস্তুকে মাপিতে ধাবিত হই ; ফলে আমাদের অমর্ত্ত্য আত্মাকে মর্ত্ত্যজ্ঞান এবং ধামদর্শনের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়ভোগ্য ইদং বা ইন্দ্রিয়বিলাসক্ষেত্র জগৎ দর্শন হয় ; আমরা তখন ভুলিয়া যাই যে "আসক্তি-রহিত সম্বন্ধ-সহিত, বিষয়সমূহ সকলই মাধব"। তজ্জন্য ক্ষণেকের জন্য গৃহ ছাড়িয়া আসিয়াও পুনরায় নিরয়বর্ত্ম গৃহে বদ্ধতৃষ্ণ হইয়া পুনঃপুনঃ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিবার জন্য ব্যস্ত হই। সুতরাং মহৎ, জীবদুঃখকাতর পরমদয়াল বৈষ্ণবগণের অহৈতুকী কৃপা উপলব্ধি করিতে পারিনা বা কিসে আমাদের কল্যাণ হইবে, তাহা ভ্রমক্রমেও জানিতে চেষ্টা করিনা !—হায়, ইহাই যে আমাদের ঘোর দুর্দ্দৈব !

কিন্তু যদি কখনও নির্ব্ব্যলীক হইয়া আমরা সর্ব্বাত্মদ্বারা কৃষ্ণপাদ-পদ্মে আশ্রয় লই, তবে গুরুকৃষ্ণকৃপা-প্রসাদবলে বুঝিতে পারিব যে এই ধাম ভোগপরদৃষ্টিতে জড়জগতের স্থলবিশেষ অর্থাৎ জড়সদৃশ জ্ঞান হইলেও বস্তুতঃ নির্গুণ, মায়াতীত বৈকুণ্ঠ, চিদ্বিলাসবৈভব বিষ্ণুধাম—কদাপি জড় নহে। শ্রীভগবান্ একমাত্র তাঁহারই ভোগ্য জীবগণকে তাহাদের আত্মার সহিত দেহ ও মনকেও হরণ করতঃ তদভিমুখে আকর্ষণ পূর্ব্বক সেবাবিলাসের জন্য অশেষদয়াপরবশ হইয়া প্রপঞ্চে অবতরণ করেন, তৎকালে তাঁহার লীলাপরিকর-উপকরণাদির সঙ্গে তদ্রূপবৈভবও প্রপঞ্চে প্রকটিত বা উদ্ভাসিত হয়। শ্রীধাম, কৃষ্ণ এবং তৎসম্বন্ধি বস্তুর নিত্যবসতিস্থল বলিয়া তদ্দাস্যসূত্রে শুদ্ধ জীবাত্মারও তাহা নিত্য-আবাসভূমি। আত্মার নিত্য-সিদ্ধ চেতনবৃত্তি অর্থাৎ সেবাপ্রবৃত্তি সুপ্ত বা আচ্ছাদিত হইয়া দেহ বা মনের বিক্রম প্রবল হইলেই তৎকালে দেহমনের অধীন মানব বস্তুতঃ জঙ্গম হইয়াও

করে না—গৃহ বা গৃহিণীপতি হইয়া ভোগক্ষেত্র গৃহে বিলাস করিতে চায়। এই জন্যই তাদৃশ গৃহমেধী ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীমদ্‌-ভাগবত বলিয়াছেন—"পাদৌ নৃণাং তৌ ক্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।" বিবর্ত্তবুদ্ধিক্রমে প্রবাসস্থলকে আবাসস্থল গৃহ বা স্বদেশ জ্ঞান করিলেও কৃষ্ণসেবাবিমুখ জীব দুর্দ্দৈববশতঃ জানে না যে, উহা তাহার চিরদুঃখের আকর বিদেশ—নিত্য নিকেতন নহে। কুহকিনী মায়াকে ভোগ করিতে গিয়া পিশাচীর ছলনায় মুগ্ধ হইয়া তাহার ভীষণ কবলে পতিত হয় এবং তাহার নিষ্ঠুর অনুচর স্থূলসূক্ষ্মেন্দ্রিয়দ্বয় কর্তৃক তাড়িত ও পীড্যমান হইতে থাকে। এইরূপে স্বীয় নিত্য আত্মীয়-স্বজন-বান্ধব গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গবিহীন হইয়া জড়ের সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়ায় জড়সুখে মত্ত হইয়া বিষম বিষয়বিষ সতত পান করিতে করিতে সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ লাভ করিয়া সংসারানলে অনুক্ষণ দগ্ধ হইতে থাকে। ক্রমশঃ লূতাতন্তুতে আবদ্ধ মক্ষিকার ন্যায় তাহার বন্ধনাবরণ ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়া তাহাকে অচেতনপ্রায় করিয়া তুলে। অবশেষে দুরন্তপার ভবসাগরে নিমজ্জমান জীব অর্ণবতরঙ্গাধীন ইতস্ততঃ সঞ্চালিত কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ডুবিতে ডুবিতে যদি কোন ভাগ্যবশে কৃষ্ণকৃপায় এই অকূল ভব-পারাবারের কাণ্ডারীরূপে তৎপ্রেরিত তদীয় কোন নিজ জনকে দর্শন লাভ করতঃ তন্মুখে শুদ্ধ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শরণাগত হয়, তাহা হইলে জীব ক্রমশঃ ভোগময় স্থূলসূক্ষ্মেন্দ্রিয়রূপ অচিৎ আবরণদ্বয় হইতে মুক্ত হইয়া সুপ্ত চেতনবৃত্তির উদ্বোধনক্রমে বুঝিতে পারে যে, কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণ-পাদলগ্ন ধূলিই তাহার নিত্যস্বরূপ, হরি এবং তৎসম্বন্ধি বস্তুর সহিতই তাহার নিত্য সম্বন্ধ, তৎবসতিস্থল শ্রীধামই তাহার নিজবাসভূমি বা নিত্য স্বদেশ এবং [illegible] স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বেইন্দ্রিয় দ্বারা কৃষ্ণ এবং কার্ষ্ণ-

তখন জীব, প্রাকৃত কনিষ্ঠ ভক্তের ন্যায় খণ্ড স্থলবিশেষমাত্রকে ধাম উপলব্ধি করিবার পরিবর্ত্তে উন্নতাধিকারক্রমে নিত্য গৌর-ব্রজবনবাসী গুরুবৈষ্ণবগণ যে স্থানেই অবস্থান করুন না কেন, তাঁহাদের অনুক্ষণ হরিকীর্ত্তনসেবা-সংরত হৃদয়ই যে রাসস্থলী বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ, ইহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করতঃ ভক্তরাজ অম্বরীষের ন্যায় "পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্র-পদানুসর্পণে" নিযুক্ত করিয়া অনন্যভজনবিজ্ঞ চিদ্বিলাসবৈভব কৃষ্ণতদ্ভু তদীয়গণের সঙ্গ ও সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য ব্যগ্র হন। ক্রমশঃ তাঁহাদের নির্ব্ব্যলীক সঙ্গ ও সেবাফলে তিনি সর্ব্বোপাধি নির্ম্মুক্ত অর্থাৎ নিবৃত্তানর্থ হইয়া কৃষ্ণসেবাপর, বিষয়ভোগমলরঞ্জিত শুদ্ধমনে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বারা গোবিন্দ সেবা করিতে করিতে সর্ব্বক্ষণ উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে ব্যস্ত থাকেন। তখন নির্ম্মৎসর জীব, কৃষ্ণান্বেষণচেষ্টাপর কৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যে গৌরকীর্ত্তনরসে মগ্ন হইয়া বিষয়সম্ভোগরূপ প্রাকৃতরসমদিরাপান-মত্ত বিশ্ববাসী জীবগণের দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া অতি করুণার্দ্রহৃদয়ে স্বীয় বিমল প্রেমচন্দ্রিকার উজ্জ্বলচ্ছটায় তাহাদের হৃদয়-গুহার কৈতবতমোরাশি দূরীভূত করতঃ আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমলাভার্থে সকলকেই একত্র মিলিত হইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন করিবার জন্য বলিতে থাকেন।

এই 'বহুভির্মিলিত্বা যৎকীর্ত্তনং' তাহাই সঙ্কীর্ত্তন। গৌরগোবিন্দের বিলাসস্থল কীর্ত্তনসেবা-সংরত শ্রীগুরুদেবের হৃদয়ই সাক্ষাৎ ভগবদ্ধাম, তাঁহার চরণাশ্রয়েই জীবের চরম কল্যাণ। সেই গুরুবৈষ্ণবেরসঙ্গ ও সেবা করিবার দুর্লভ সুযোগ প্রদান করিবার নিমিত্ত—হরিগুরুবৈষ্ণবের পাদপদ্মমধুপানে আপনারা সম্পূর্ণরূপে মজিয়া দীন বঞ্চিত অপর অন্ধ জীবগণের অন্ধভাব ঘুচাইয়া তাহাদিগকেও মজাইবার জন্যই প্রতিবর্ষে ভক্তগণ শ্রীধামপরিক্রমায় সকলকেই এরূপ সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করেন; কেননা, শ্রীধামবাসী তদীয়ের গুণ-কীর্ত্তনই জিহ্বার ফল, তাঁহাদের চরণ-স্পর্শেই হস্ত, শির ও ত্বকের

সার্থকতা, চরণ দর্শনেই চক্ষুর সফলতা এবং তাঁহাদের নিকট অভিগমনেই পদের সার্থকতা। এজন্যই শাস্ত্রে বলিয়াছেন—

সংসারমরুকান্তারে-নিস্তারকরণক্ষমৌ।
শ্লাঘ্যৌ তাবেব চরণৌ যৌ হরেস্তীর্থগামিনৌ॥

আর, অতীর্থকে তীর্থীভূত করিবার জন্য, তীর্থস্বরূপ তদীয় নিজজনের পদরজে সম্পূর্ণরূপে অভিষিক্ত হইবার জন্য যাহারা স্বীয় পদদ্বয় চালনা অর্থাৎ আত্মার নিত্য চেতনবৃত্তি বিষ্ণুবৈষ্ণবসেবা-চেষ্টা প্রদর্শন করে না, তাহাদিগের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

ব্যালালয়দ্রুমা বৈ তেঽপ্যরিক্তাখিলসম্পদঃ।
যদ্গৃহাস্তীর্থপাদীয়-পাদতীর্থ-বিবর্জ্জিতাঃ॥

অর্থাৎ যাহারা তীর্থপাদবিষ্ণুর সেবক তদীয় অর্থাৎ গুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম সেবা না করে অথবা তাঁহাদের পাদরজে অভিষিক্ত না হয় তাহারা জড়ের অনিত্য নিখিল সম্পৎসমূহে পূর্ণরূপে বিভূষিত থাকিলেও তাহাদের 'দেহগেহ' 'দুর্দ্দান্ত ক্রূরকালসর্পপটলী'র আবাস বৃক্ষের ন্যায় অতীব ভয়াবহ। আর, যাহারা নির্জ্জনভজন-প্রয়াসী হইয়া গৌরকীর্ত্তনরসে রসিক কৃষ্ণান্বেষণ-চেষ্টাপর গুরুবৈষ্ণবের সঙ্গ প্রাপঞ্চিক বুদ্ধিক্রমে পরিত্যাগ করে, তাহাদের হৃদয় হরিসম্বন্ধি বস্তুর সঙ্গত্যাগহেতু কৃষ্ণেতর মায়ার অনুচর কনককামিনী-প্রতিষ্ঠারূপ কালসর্পের বিচরণক্ষেত্র হওয়ায় গৌরকীর্ত্তনামৃতরস পান করিবার পরিবর্ত্তে নির্জ্জনভজনরূপ বিষয়বিষরস সর্ব্বদা পান করিয়া মৃত্যু অর্থাৎ কৃষ্ণবৈমুখ্যের আয়োজন করে মাত্র। তাদৃশ তুচ্ছ জড়প্রতিষ্ঠা-লোলুপ ফল্গুবৈরাগিগণ, কৃষ্ণকীর্ত্তনবিগ্রহ শুদ্ধবিপ্রলম্ভ রসের মূর্ত্তবিগ্রহ শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের আনুগত্যেই যে কীর্ত্তনকারী কার্ষ্ণ শিষ্যের শুদ্ধ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা নিত্য বর্ত্তমান, তাহা ভুলিয়া যাওয়ায় শ্রীগুরুদেবের গৌরব প্রদর্শন না করিয়া সংসার-রৌরব ভোগ করিতে থাকে। ইহাই নির্জ্জন

ভজন বা গুরু-বৈষ্ণবের সঙ্গ-বৈমুখ্যের ফল। এইজন্যই মহাজন মনশিক্ষা-চ্ছলে আমাদিগকে সাবধান করিবার জন্যই গাহিয়াছেন—

"রাধাদাস্যে রহি, ছাড়ি ভোগ-অহি, প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তন-গৌরব।
রাধা-নিত্যজন তাহা ছাড়ি মন, কেন বা নির্জ্জন ভজনকৈতব॥

* * * * * *

শ্রীদয়িতদাস কীর্ত্তনেতে আশ, কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম-রব।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে, সেকালে ভজনে নির্জ্জন সম্ভব॥

এক্ষণে কোন্ দিবসে কোন্ দ্বীপের পরিক্রমা হইয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া পরিক্রমার কথা শেষ করিব।

(১) প্রথম দিন ২০শে ফাল্গুন, ৪ঠা মার্চ্চ শনিবার সকলে কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তর্দ্বীপান্তর্গত শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে বাহির হইয়া অদ্বৈত-ভবন, শ্রীবাসঅঙ্গন, শ্রীগৌরজন্মভিটা হইয়া চাঁদকাজির সমাধি, শ্রীধর-অঙ্গন পরিক্রমান্তে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(২) দ্বিতীয় দিবসে সীমন্তদ্বীপান্তর্গত সীমুলিয়া, সরডাঙ্গা, হইয়া শোলডাঙ্গায় মহাপ্রসাদ-সম্মান ও ইষ্টগোষ্ঠীর পর মেঘার চর ও বেলপুকুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সকলে শ্রীচৈতন্য মঠে ফিরিয়া আসেন। শেষোক্ত স্থানে স্থানীয় বাজারে একটী বৃহৎ সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী একটী হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন।

(৩) তৃতীয় দিবসে শ্রীচৈতন্য মঠ হইতে সকলে বাহির হইয়া গোদ্রুম দ্বীপান্তর্গত মহেশগঞ্জ, সুবর্ণবিহার, স্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, হরিহর-ক্ষেত্র ও দেবপল্লীর শ্রীনৃসিংহ দেবের চরণ দর্শনান্তে সকলে স্বরূপগঞ্জে স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৪) পরদিবস মধ্যদ্বীপান্তর্গত মাজিদা, আনন্দবাস, বামনপুরা ঘোলাপাড়া ও হাটডাঙ্গা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সকলে ফিরিয়া আসেন।

গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থিত এই দ্বীপচতুষ্টয় পরিক্রমার পর সকলে গঙ্গা পার হইয়া

(৫) ২৪শে ফাল্গুন ৮ই মার্চ্চ বুধবার গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্ত্তী কোলদ্বীপের অন্তর্গত বর্ত্তমান নবদ্বীপ সহর, গদখালির চর, তেঘরির কোল, কোল আমাদ, কোলের গঞ্জ, কোলের দহ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া সকলে নূতন চড়ায় সমাধিকুঞ্জে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঐ দিবস বৈকালে স্থানীয় পোড়ামাতলায় শ্রীমদ্ভক্তিবিবেকভারতী 'সঙ্গ, ধর্ম্ম ও সদাচার' সম্বন্ধে তিনঘণ্টা কাল হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে সমবেত বহু শ্রোতা তাঁহার বক্তৃতা ও গানে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

(৬) পরদিবস সকলে নূতন চড়া সমাধিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া ঋতুদ্বীপের অন্তর্গত রাহুতপুর অতিক্রম করতঃ চম্পাহট্ট বা চাঁপাহাটিতে শ্রীগৌরগদাধরের শ্রীমন্দিরে গমন করেন। সেই দিন সন্ধ্যার পর হইতে ৩।৪ ঘণ্টাকাল এবং পরদিন প্রাতে প্রায় চারি ঘণ্টাকাল স্থানীয় মেলায় সমাগত স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে বহু শ্রোতার নিকট তীর্থস্বামী ও ভারতীস্বামী 'সাধুসঙ্গ, সনাতনধর্ম্ম, সদাচার ও তীর্থবাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া সকলকেই পরমানন্দিত করিয়াছিলেন। পরদিন সকলে বিশারদের জাঙ্গাল দর্শন করতঃ মহেশ্বর বিশারদের পুত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য-গৃহ দর্শন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(৭) পরদিবস জহ্নুদ্বীপান্তর্গত জান্নগর অতিক্রম করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে মোদ্রুমদ্বীপান্তর্গত মামগাছিতে গমন করেন।

(৮) পরদিবস সকালে ব্রহ্মাণীতলা এবং শ্রীমৎ সারঙ্গমুরারী, শ্রীমদ্-বৃন্দাবনদাস ঠাকুর এবং শ্রীমদ্ বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহ সমূহ দর্শনান্তে বৈকালে একডালা ও মাতাপুর গ্রাম অতিক্রম করিয়া মোদদ্রুম দ্বীপের পরিক্রমা শেষ হয়।

(৯) নবম দিবস ২৮শে ফাল্গুন, ১২ই মার্চ্চ রবিবার রুদ্রদ্বীপান্তর্গত রুদ্রপাড়া, শঙ্করপুর, ইদ্রাকপুর, গঞ্জেরডাঙ্গা, ভাকুইডাঙ্গা, শ্রীনাথপুর

পরদিবস ২৯শে ফাল্গুন, ১৩ই মার্চ্চ সোমবার হইতে দিবসত্রয় শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরজন্ম-মহামহোৎসব পরম সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবারও শ্রীমন্মুকুন্দবিনোদদাস বাবাজী মহারাজের অধ্যক্ষতা এবং সম্পাদন-নৈপুণ্যে বহু লোক প্রসাদ-সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন।

গ্রন্থ প্রচার।

এবার পরিক্রমা ও জন্মোৎব-উপলক্ষে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত 'শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থে'র দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ঢাকা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীযুক্ত গোপীনাথ দাস মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে "শরণাগতি" গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য-জগতে আর একটী অতীব আনন্দের সংবাদ এই যে সার্ব্বভৌম-কোষগ্রন্থ বৈষ্ণব মঞ্জুষা-সমাহৃতির প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় উহাও শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রাপ্তব্য।

নির্য্যাণ।

বিগত ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার বেলা ৫॥ ঘটিকার সময় পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত রাধারমণদাস অধিকারী মহাশয় শুদ্ধ হরিনাম সংকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গোলোক ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় আন্তরিক কৃষ্ণসেবা-প্রযত্ন প্রদর্শন করিয়া শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের দুর্ল্লভ কৃপাপ্রীতির পাত্র হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্য্যাণে শুদ্ধভক্তগণ একজন নিষ্কপট কৃষ্ণসেবারত বন্ধুর বিচ্ছেদ-দুঃখ অনুভব করিতেছেন। তাঁহার কৃষ্ণসেবা-প্রচেষ্টা আমাদের আদর্শ হউক, এই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে প্রার্থনা। একাদশ দিবসে অর্থাৎ ১৯শে চৈত্র কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়,

তাঁহার দৈক্ষসাবিত্র্য ব্রাহ্মণোচিত শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসানুসারে শ্রীমহাপ্রসাদ দ্বারা শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের সহায়তায় পরম সমারোহে নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বেহালায় শ্রীনাম প্রচার।

বিগত ১২ই চৈত্র রবিবার দিবস ২৪ পরগণান্তর্গত স্থানীয় বেহালা গ্রামে "শ্রীহরিভক্তিপ্রদায়িণী সভা"র পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পরম আগ্রহাতিশয্যে ও শ্রীযুক্ত ভক্তিবিজয় মহাশয়ের উদ্যোগফলে পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী স্বামিপ্রমুখ বহু ভক্ত সমভিব্যাহারে তথায় গমন করেন। প্রথমে ভারতী স্বামী, পরে তীর্থস্বামী এবং সর্ব্বশেষে পরমহংস ঠাকুর ঐ দিবসের বক্তব্য 'সনাতন ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বিশেষভাবে বক্তৃতা ও আলোচনা করেন।

মাণিকপুরে শ্রীনাম প্রচার।

কলিকাতা হইতে বজ্‌ বজ্‌ লাইনে আক্রা ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী মাণিকপুরে ডেল্টা জুট মিলে শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহফলে গত ২১শে চৈত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ মহারাজ, শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ দাস অধিকারী বি,এ প্রমুখ কতিপয় ভক্তের সহিত তথায় গমন করিয়া দুই দিবস 'শুদ্ধভক্তি ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' সম্বন্ধে প্রচার করিয়াছেন।

কলিকাতায় প্রচার।

গত চৈত্র সংক্রান্তির দিবস কলিকাতা মোহনলাল ষ্ট্রীট-নিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেশচাঁদ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে পরমহংস শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তীর্থস্বামিপ্রমুখ কতিপয় ভক্তের সহিত গমন করেন। প্রথমে তীর্থস্বামী 'জীবের ধর্ম্ম' সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলে পরমহংস ঠাকুর তদ্বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন।

পরদিবস ১লা বৈশাখ টালা-নিবাসী শ্রীআশুতোষ কাপাশী মহাশয়ের আড়তে পরমহংস ঠাকুরের আনুগত্যে কতিপয় ভক্ত শ্রীনাম কীর্ত্তন গান করেন।

নলপুরে শ্রীনাম প্রচার।

বিগত ১৬ই বৈশাখ শনিবার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহফলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপতীর্থ স্বামী, আচার্য্যত্রিক ভাগবতরত্ন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ও শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারীর সমভিব্যাহারে নলপুর ষ্টেশনে দুই দিবসকাল বক্তৃতা ও পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম দিবস "সম্বন্ধ জ্ঞান" ও দ্বিতীয় দিবস "হরিনাম" সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ হৃদয়াকর্ষিণী বক্তৃতায় এবং চৌদ্দ বৎসরের শিশু বালক ব্রহ্মচারীর "জীবের নিত্যধর্ম্ম" সম্বন্ধে আবেগময়ী ভাষায় এক ঘণ্টারও ঊর্দ্ধকালব্যাপী বক্তৃতায় উপস্থিত সকলেই বিশেষ চমৎকৃত ও আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণভক্তিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন।

শ্রীচরিতামৃত পাঠ।

মহাভারতের গদ্যানুবাদকারী পরলোকগত স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহের পুত্র কলিকাতা হাইকোর্টের জুরী কিলবার্ণ কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দী, বিখ্যাত ধনী যোড়াসাঁকো-নিবাসী পরমভাগবত শ্রীযুত বিজয়চন্দ্র সিংহ বি, এ মহাশয়ের আগ্রহে ও অনুরোধে শ্রীমত্তীর্থস্বামী তদীয় আবাস-বাটীতে সমগ্র বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া শ্রীচরিতামৃত গ্রন্থের "শ্রীসনাতন শিক্ষা" নামক সম্বন্ধজ্ঞানাত্মক অধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন। বিত্তশালী শাস্ত্রপাঠ-শ্রবণাভিলাষিগণ ভাড়াটিয়ার মুখে হরিকথা না শুনিয়া শ্রীযুত বিজয় বাবুর আদর্শ গ্রহণ করিলেই সুখের বিষয় হয়।

উত্তর পাড়ায় শ্রীনাম প্রচার।

কলিকাতা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গার পশ্চিমতটস্থিত উত্তর পাড়ার হরিসভার অধিবেশনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান

শিক্ষক পরমভাগবত শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, সম্পাদক অদ্বৈতবংশ্য পরমভাগবত শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও ভক্তবর শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যোগফলে গত বৈশাখ মাসের মধ্যভাগে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপতীর্থ মহারাজ প্রথমবার শ্রীযুক্ত সুন্দরানন্দ দাস অধিকারী বি, এ মহাশয়ের সহিত, দ্বিতীয়বার নিকটবর্ত্তী-ভদ্রকালী গ্রামে শ্রীমৎ কুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভাগবতরত্ন মহাশয়ের সহিত গমনপূর্ব্বক উভয়ে হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা ও পাঠে স্থানীয় বহির্ম্মুখ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে শ্রীগৌরসুন্দরের আচরিত ও প্রচারিত ভগবদ্ভক্তির সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিছুদিন পরে এক দিবস অপরাহ্নে স্বধাম-প্রাপ্ত জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিধবারাণী মহোদয়ার এবং ম্যানেজার শ্রীযুত রণজিৎ বাবুর বিশেষ আগ্রহাতিশয্যে পরমহংস ঠাকুর কতিপয় ভক্তের সহিত তথায় গমন করেন। পরমহংস ঠাকুরের শ্রীমুখে বহুক্ষণ হরি-কথা শুনিয়া সকলেই আনন্দিত হন। পরদিন প্রাতে জমীদার শ্রীযুত মনোহর বাবুর বাটীতে পরমহংস ঠাকুর তিন ঘণ্টার অধিককাল হরিকথা বলেন। অতঃপর সকলেই বৈকালে মঠে প্রত্যাগমন করেন।

ঐ দিবসই সন্ধ্যার পর কলিকাতায় জমীদার শ্রীযুক্ত মানবলাল বসু মহাশয়ের আগ্রহে তদীয় কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে পরমহংস ঠাকুর ও তীর্থস্বামী কতিপয় ভক্তের সহিত গমন করেন। প্রথমে তীর্থস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও পরে পরমহংস ঠাকুর বহুক্ষণ যাবত হরিকথা আলোচনা করেন।

সম্প্রতি তীর্থস্বামী উত্তরপাড়ায় অবস্থান করতঃ প্রাত্যহিক পাঠ ও স্থানে স্থানে কীর্ত্তন করিতেছেন। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকের গৌরভক্তি দর্শন করিলেই আমরা সুখী হইব। ভাড়াটিয়ার মুখে কীর্ত্তন, গান, বক্তৃতা বা পাঠ-শ্রবণে ক্ষণিক সুখ হইলেও উহা নামাপরাধ বলিয়া তুচ্ছফলপ্রসূ।

কলিকাতায় প্রচার।

গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুশীলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে শ্রীনাম-গানোপলক্ষে পরমহংস ঠাকুরের অনুমনে কতিপয় [illegible] গমন করেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন গানের পর উপস্থিত সকলেই পরমহংস [illegible] শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

ভক্তিগ্রন্থাবলী।

১। আচার ও আচার্য্য। মূল্য ।৶০

২। সাধন পথ। প্রত্যেক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের নিত্য পাঠ্য। শ্রীউপদেশামৃত, শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীমুখের আদেশ, শ্রীশিক্ষাষ্টক এবং প্রাকৃত রসশতদূষণী। মূল্য ।৶০

৩। প্রেমবিবর্ত্ত। পার্ষদ শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি বিরচিত। প্রাচীন শুদ্ধভক্তিগীতি-গ্রন্থ মূল্য ।৶০।

৪। গৌরকৃষ্ণোদয়ঃ। শ্রীগোবিন্দদেব-কবি বিরচিত গৌরলীলারমহাকাব্য মূল্য ৸০।

৫। পাদ্মপুরাণ। শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভু-সম্পাদিত (সপ্তখণ্ডাত্মক সমগ্রমূল) মূল্য ৭৲।

৬। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। মূল, শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিঠাকুর-কৃত টীকা ও শ্রীভক্তিবিনোদ প্রভুর বঙ্গানুবাদ মূল্য ১৲।

৭। সৎক্রিয়াসারদীপিকা ও সংস্কার দীপিকা। শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামি-কৃত মূল, বঙ্গানুবাদসহ গৃহস্থের দশসংস্কার ও ত্যক্তগৃহের বেষাদি সংস্কারপদ্ধতি মূল্য ১।০।

৮। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্য বিষয়ক সিদ্ধান্ত মূল্য ॥৶০।

৯। তত্ত্বসূত্র। সূত্রাকারে তত্ত্ববিষয়ক বিচার গ্রন্থ ভাষ্য ও ব্যাখ্যাসহ মূল্য ।০

১০। বৈষ্ণব-মঞ্জুষার সমাহৃতি। প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা ৸৶০ হিঃ ১৸০

১১। ভজন-রহস্য। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত মূল্য ॥৶০।

১২। শরণাগতি ও কল্যাণকল্পতরু। মূল্য ৶০।

১৩। হরিনাম-চিন্তামণি। নাম-ভজনের অদ্বিতীয় গ্রন্থ মূল্য ৸০।

১৪। জৈবধর্ম্ম। বৈষ্ণব ধর্ম্মের জ্ঞাতব্য সকল কথা প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সরল ভাষায় ইহাতে যেমন আছে তেমন আর কোথাও নাই। মূল্য ভাল কাগজে, ২৲ সাধারণ ১।০

১৫। ভাগবতার্কমরীচিমালা। শ্রীভক্তিবিনোদঠাকুর-কৃত ভাগবতের সার শ্লোকমালা সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-বিভাগে গুম্ফিত মূল ও অনুবাদ মূল্য ২৲

১৬। শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য। মূল্য ৶০।

১৭। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ। মূল্য ।০।

১৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। (বিরাট সংস্করণ, শ্রীকবিরাজ গোস্বামি-কৃত মূল) ...

বৈষ্ণব মঞ্জুষা-সমাহৃতি।

পরিচয় :—বিষ্ণু ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম, তথা ঐহিক ও পারত্রিক সমাজ সম্বন্ধে যাবতীয় অনুদ্ঘাটিত ও প্রচলিত প্রশ্নের সদুত্তর সম্বলিত।

সার্ব্বভৌমিক কোষ গ্রন্থ—অভিধান।

বিষয় :—১। ভক্তিশাস্ত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলীর অর্থ।

২। চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চরিত্র।

৩। বিষ্ণুবৈষ্ণব-সম্পর্কিত শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের বিবরণ।

৪। শ্রীধাম, শ্রীপাট, তীর্থ ও স্থানাদির বিবরণ।

৫। বৈষ্ণব গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহের তাৎপর্য্য ও বিবরণ।

৬। বিষয়বিশেষের লৌকিক ও শাস্ত্রীয় আকরমূলে যাবতীয় তথ্য।

সম্পাদক :—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-মহারাজ এবং তৎসহ বহু কৃতবিদ্য নিরপেক্ষ ভক্তগণ।

প্রকাশ-প্রণালী :—সমাহৃত বিষয়সমূহ বিভিন্ন সংখ্যায় বর্ণানুক্রমে অনির্দ্দিষ্ট আয়তনে মুদ্রিত হইতেছে। তৃতীয় সংখ্যা ছাপা হইতেছে।

সাহায্য :—সঙ্কলন-কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য কাশিমবাজারাধিপতি বদান্যবর বৈষ্ণব মহারাজ বাহাদুর সাহায্য করিতেছেন।

গ্রাহক ও গ্রহণ-প্রণালী :—সমাহৃতির গ্রাহক হইতে হইলে অগ্রিম পাঁচ বা দশ টাকা জমা রাখিলে যে সংখ্যার যে মূল্য নিরূপিত হয় তাহার মূল্যবাদে অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহকের হিসাবে জমা থাকিবে এবং সমাহৃতির সংখ্যা প্রকাশিত হইলে তাঁহার নিকট প্রেরিত হইবে। অগ্রিম জমার টাকা নিঃশেষিত হইলে কতক টাকা পুনরায় জমা রাখিতে হইবে।

প্রকাশক :—শ্রীকুঞ্জবিহারি বিদ্যাভূষণ

শ্রীগৌড়ীয়মঠ—১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন্ রোড্, কলিকাতা।

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

১। বেদান্ত-কল্পদ্রুম :—যাবতীয় প্রচলিত ভাষ্য ও টীকার সহিত বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য্য সহ বেদান্ত-দর্শন।

২। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুম :—বিভিন্ন প্রকরণ সহ মৌলিক আকর মূলে ভক্তির স্মৃতিপ্রবন্ধ।

৩। শ্রী[illegible]ম :—অন্বয় ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকা ও তৎসহ গৌড়ীয় ভাষ্য, তথ্য-বিবরণাদি সহিত।

৪। ষট্[illegible]ভাগবত-সন্দর্ভ :—ব্যাখ্যা, বিবৃতি অনুবাদাদি সহ।

৫। [illegible]ন্দ :—টীকা, অনুবাদ ও ব্যাখ্যাদি সহ।